শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ
আবদুন নুর সিরাজি

সম্পাদনা
মুফতি তারেকুজ্জামান

মুহাম্মদ

www.QuranerAlo.net

মুমিনের বিনোদন

www.QuranerAlo.net

বই	মুমিনের বিনোদন
লেখক	শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ
ভাষান্তর	আবদুন নুর সিরাজি
সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	হাসেম আলী
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

www.QuranerAlo.net

পরিমার্জিত সংস্করণ

মুমিনের বিনোদন

শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

www.QuranerAlo.net

মুমিনের বিনোদন

শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০২০

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, দোকান নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন
ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ
www.wellreachbd.com
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, শপ নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ২১৪, US $ 7, UK £ 4

MUMINER BINODON

Writer : Shaikh Muhammad Saleh Al-Munazzid
Translated by : Abdun nur Sirazi
Editor : Mufti Tarekuzzaman

Published by
Muhammad Publication
Gias Garden Book Complex, Shop # 122
37 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-34-7351-6

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

www.QuranerAlo.net

প্রকাশকের কথা

মানুষ মাত্রই বিনোদনপ্রিয়। স্বভাবে তার মিশে আছে আনন্দ ও উচ্ছল-প্রবণতা। সে হাসতে চায়, খেলতে চায়, নানা ব্যস্ততার মাঝেও সময় পেলে একটু বিনোদন করতে চায়। বিনোদনেরও রয়েছে নানা প্রকার, যথা- আত্মিক বা দৈহিক, ব্যক্তিগত বা দলগত, মেধাভিত্তিক বা শক্তিভিত্তিক। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খেলা ও বিনোদনের বিভিন্ন পদ্ধতি। প্রযুক্তির কল্যাণে আবিষ্কার হচ্ছে প্রতিদিন আনন্দ-উচ্ছ্বাসের নিত্যনতুন রীতিনীতি। বিনোদন ও আনন্দের এতসব উপকরণ দেখলে স্বভাবতই একজন মানুষের মন উতলা হয়ে ওঠে। ক্ষণিকের তরে আনন্দ-উল্লাসে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। বিশেষত যখন সমাজের চারপাশে শিশু থেকে বৃদ্ধ অধিকাংশ লোকই এসব খেলা-বিনোদনে মত্ত, তখন স্বভাবতই রক্ত-মাংসের একজন মানুষ হিসেব নিজেরও সেসব বিনোদনে অংশগ্রহণ করতে মন চায়।

কিন্তু একজন মুমিন হিসেবে কি এ অবাধ বিনোদন আমার জন্য অনুমোদিত? একজন মুসলিম হিসেবে কি পাশ্চাত্যের আবিষ্কৃত এসব খেলার উপকরণ আমার জন্য বৈধ? আল্লাহর একজন নগণ্য দাস হিসেবে এটা আমাকে ভাবতেই হবে; বস্তুত এখানেই একজন মুমিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় হয়ে যায়। কাফির দুনিয়ার কোনো কাজে কখনো কারও পরোয়া করে না। কিন্তু একজন মুমিনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ করতে হয়

www.QuranerAlo.net

যে, এ কাজে মহান রবের অনুমোদন আছে কিনা। আফসোস যে, আমাদের সমাজের নামসর্বস্ব অধিকাংশ মুসলিম এ ব্যাপারে শরয়ি অবস্থান না জেনেই জড়িয়ে পড়ছে পশ্চিমাদের পাতানো ফাঁদে, যা কখনো একজন প্রকৃত মুমিনের কাজ হতে পারে না। সে তো প্রথমে জেনে নেয়, এ ব্যাপারে শরয়ি দিকনির্দেশনা কী। অনুমোদন থাকলে তবেই সে অগ্রসর হয়; নয়তো সে থেমে যায়।

একজন মুমিনের জীবনে বিনোদন কীভাবে হতে পারে, প্রচলিত বিভিন্ন খেলা-বিনোদনের ক্ষেত্রে মূলনীতি কিংবা এ ব্যাপারে তার সীমারেখাই বা কতটুকু—ইত্যাকার বিষয়ে কি আমার জানার ভান্ডার সমৃদ্ধ? উত্তর যদি 'না' হয়ে থাকে, তাহলে চলুন দেখি, ইসলাম এ ব্যাপারে কী বলে...! কী বলে সে একজন মুমিনের বিনোদনের সীমারেখার ব্যাপারে...! জেনে নিই বইটি থেকে...

বইটি অনুবাদ করেছেন আবদুন নুর সিরাজি। তার ব্যাপারে কিছু আর বলতে চাই না। কারণ, ইতিমধ্যে মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত তার অনূদিত বেশ কয়েকটি বইয়েই তিনি ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছেন।

এমন একটি তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ বই খুব শক্ত হাতে সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এ প্রয়োজনটি যোগ্য ব্যক্তির হাতেই করিয়েছেন। বইটি সম্পাদনা করেছেন মুফতি তারেকুজ্জামান। মুহাম্মদ পাবলিকেশন পরিবার তার কাছে চিরঋণী। আল্লাহ তার হায়াত ও কাজে বরকত দান করুন।

আমরা বরাবরই প্রতিটি বই সুন্দর, নির্ভুল করতে চেষ্টায় কার্পণ্য করি না। কিন্তু এরপরও যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়, তাহলে আশা করি আপনারা আমাদেরকে সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবগত করবেন।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
০১ ডিসেম্বর ২০১৯

www.QuranerAlo.net

সম্পাদকের কথা

ইসলামকে বলা হয় 'দ্বীনুল ফিতরাহ' বা স্বভাবজাত ধর্ম। মানবপ্রকৃতির যতগুলো উপকারী চাহিদা বা কামনা আছে, তার কোনোটিতেই ইসলাম বাধা দেয়নি। কেননা, এতে তার চলার স্বাভাবিক গতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো এবং তার ইসলামের বিধান মানার পথে বড় একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত। উদাহরণত, মানুষের জৈবিক চাহিদা স্বভাবগত একটি বৈশিষ্ট্য। এখন যদি কেউ আইন করে এটাকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দেয়, তাহলে কেউই সাধারণত তা মেনে চলতে পারবে না; এমনকি অন্তর থেকে চাইলেও না। কেননা, তার স্বভাব ও চাহিদার মধ্যে এটা সেটআপ করে দেওয়া হয়েছে। আর এ জন্যই তো খ্রিষ্টান, ইহুদি ও বিভিন্ন ধর্মে যেসব পণ্ডিত বৈরাগ্য ও নারীসান্নিধ্য থেকে দূরে থাকার ব্রত করেছে, দেখা গেছে তাদের অধিকাংশই নানারকম অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়েছে; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তো উপাসনালয়ে আগত অনেক নারীকে পর্যন্ত ধর্ষণ করেছে। এই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের কারণ হলো, তারা মানবপ্রকৃতির বাস্তবতা না বুঝে আল্লাহর দেওয়া দ্বীনের মধ্যে বিকৃতি সাধন করেছিল। আর তাই আখিরাত ধ্বংসের পাশাপাশি তারা দুনিয়ার নীতি-নৈতিকতায়ও ধ্বংসের শিকার হয়েছে।

মানুষের আরেকটি স্বভাবজাত অভ্যাস হলো, সে একনিয়মে একনাগাড়ে কোনো কাজ করতে পারে না। কাজের মাঝে তাকে বিশ্রাম নিতে হয়, একটু বিনোদন করতে হয়, কখনোবা একটু খেলাধুলাও করতে হয়, এতে তার

www.QuranerAlo.net

ক্লান্তি ও একঘেয়েমিভাব দূর হয়ে কাজে নতুন করে স্পৃহা আসে এবং এভাবেই সে তার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে। নীতিগতভাবেই ইসলাম এক্ষেত্রেও তার চিরাচরিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায়নি। মুমিন নারী-পুরুষের নানা বিধিনিষেধ মেনে চলার আদেশের পাশাপাশি সীমার মধ্যে থেকে তাদের বৈধ বিনোদনেরও সুযোগ দিয়েছে। বিনোদনের নামে তাকে যেমন একেবারে মুক্ত ছেড়ে দেয়নি, তেমনই ইবাদতের নামে তাকে সকল বিনোদন ও আনন্দ উদযাপন থেকে দূরেও রাখেনি। তার উভয় প্রয়োজন ও চাহিদার মাঝে সমন্বয় করে তাকে দিয়েছে ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা ও বিধান। এটার নামই ইসলাম, যা কখনো মানুষের বৈধ চাহিদার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করেনি। আর এ কারণেই ইসলাম পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম ও দর্শন থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা।

খেলাধুলার প্রচলন পূর্বেও ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ের মতো এতটা বাণিজ্যিক, পেশাকরণ ও জীবনের টার্গেট হিসেবে ছিল না। থাকলেও সেটা ছিল সীমিত পরিসরে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের আধুনিকায়নের ব্যাপারে অবগত প্রতিটি মানুষের জানা যে, খেলাধুলা এখন কেবল নিছক বিনোদন নয়; বরং এটা এখনকার তরুণ-তরুণীদের জীবনের অংশ ও অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সাথে জড়িয়ে আছে রথী-মহারথীদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, আছে নানারকম রাজনৈতিক ব্যাপার। এর মাধ্যমে জনগণকে বোকা বানিয়ে নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনারও বিশাল সম্পর্ক রয়েছে। খেলার ধরনেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। যৌনতানির্ভর ও নারী-পুরুষ একসাথে খেলার মাত্রাও দিনদিন বাড়ছে। বিশ্বের সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা এসব খেলাকে বানিয়ে দিয়েছে তাদের নেশা। মিডিয়ার আলোতে অশিক্ষিত, বর্বর ও চরিত্রহীনদের দেখানো হচ্ছে হিরো ও সমাজের আইডল হিসেবে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের খেলাধুলার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান ও নীতিমালা জেনে সে অনুসারে আমল করা একান্ত জরুরি।

এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই আরবের বিখ্যাত আলিম ও দাঈ শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহু রচনা করেছেন 'সানাআতুত তারফিহ' ও 'নাজারাতুন ফিল কিসাসি ওয়ার রিওয়ায়াত' নামে মূল্যবান দুটি গ্রন্থ। অতিগুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দুটি আরবি ভাষায় রচিত হওয়ায় সাধারণ বাংলাভাষী পাঠকের জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ ছিল না। বাঙালি পাঠকের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই 'মুহাম্মদ পাবলিকেশন' বইটি ভাষান্তর করার চিন্তা করে। দুটি বই আলাদা হলেও

www.QuranerAlo.net

বিষয়বস্তু এক হওয়ার পাশাপাশি উভয়টির লেখকও অভিন্ন হওয়ায় বই দুটিকে এক মলাটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রারম্ভিকা ও প্রথম অধ্যায়ের অংশটুকু 'সানাআতুত তারফিহ' গ্রন্থের অনুবাদ আর দ্বিতীয় অধ্যায় ও পরিশিষ্টের অংশটুকু 'নাজারাতুন ফিল কিসাসি ওয়ার রিওয়ায়াত' গ্রন্থের অনুবাদ। পাঠকের সুবিধার্থে সূচিপত্র ও বইয়ের বিন্যাসে বই দুটিকে একসাথে করে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বইটির লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং এর দ্বারা বাঙালি মুসলিম জাতির বোধোদয় দান করে খেলার ক্ষতিকর সকল প্রভাব থেকে তাদের দূরে রাখুন।

—তারেকুজ্জামান (আফাল্লাহু আনহু)
২৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.

www.QuranerAlo.net

অনুবাদকের কথা

حامدا ومصليا ومسلما

হামদ ও সালাতের পর। অগণিত বৈচিত্র্যের আধার আল্লাহ তাআলার অন্যতম প্রধান সৃষ্টি হলো মানুষ। মানবসৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তাআলার মূল অভিপ্রায় তার দাসত্ব। যেমন : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ .

'আমি জিন ও মানুষকে আমার দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছি।' [সুরা আজ-জারিয়াত : ৫৬]

আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মর্ম কী, কীভাবে সেগুলো আদায় করতে হবে, সে সম্পর্কে কুরআনে কারিমে অনেক আয়াত রয়েছে। আমি এখানে দুটি আয়াত উপস্থাপন করছি। একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَ مَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

'রাসুল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।' [সুরা আল-হাশর : ৭]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

www.QuranerAlo.net

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ .

'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। এতে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন।' [সুরা আলে ইমরান : ৩১]

আয়াত দুটি থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইবাদত হলো রাসুলের আনীত বিধি-নিষেধ, আর সেগুলো আদায়ের পদ্ধতি হলো রাসুলের আনুগত্য। অতএব, সফল জীবন তো সেটিই, যেটি পরিচালিত হয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুকরণে।

যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তিনি এটা খুব ভালোভাবেই জানেন যে, আমার বান্দারা ইবাদত করতে করতে কখনো ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে, আবার কখনও তাদের মাঝে একঘেয়েমি ও বিরক্তির ভাব সৃষ্টি হবে, যার কারণে তাদের মাঝে ইবাদতের প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি হবে। কারণ, তিনি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতি ও সুন্দর করে সৃষ্টি করলেও তাদের মাঝে রেখে দিয়েছেন দুর্বলতার কিছু উপাদান, যা মানুষের চলার গতিকে কখনো সখনো নিস্তেজ করে দেয়। যেমন : ইরশাদ হয়েছে—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ.

'আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি।' [সুরা আত-তিন : ৪]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا .

'আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে।' [সুরা আন-নিসা : ২৮]

মানবজাতির এই দুর্বলতার দিকে লক্ষ করেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يُرِيْدُ اللهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ.

'আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান।' [সুরা আন-নিসা : ২৮]

www.QuranerAlo.net

তো এই হালকাকরণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য অনেক উপায়-উপকরণ তৈরি করে রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.

'আর তোমাদের নিদ্রাকে করেছি আমি ক্লান্তি দূরকারী।' [সুরা আন-নাবা : ৯]

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.

'আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে মিশতেন; এমনকি তিনি আমার ছোট ভাই উমাইরের সাথে (ঠাট্টা করে) বলতেন, উমাইর তোমার নুগাইর (একপ্রকারের পাখি) কোথায়!'[১]

কুরআন-সুন্নাহর উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, প্রয়োজনে হাসি-ঠাট্টা-বিনোদনের প্রয়োজন রয়েছে, যার মধ্যে খেলাধুলা, কথাবার্তা ও পড়ালেখা সবকিছুই রয়েছে, তবে বাড়াবাড়ি কোনো ক্ষেত্রেই কাম্য নয়। যেমন : কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّ لْيَبْكُوْا كَثِيْرًا.

'অতএব, তারা যেন কম হাসে এবং বেশি কাঁদে।' [সুরা আত-তাওবা : ৮২]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَ لَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

'আর তোমরা বাড়াবাড়ি কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।' [সুরা আল-বাকারা : ১৯০]

জীবনে চলার পথে, সময়ের বাঁকে বাঁকে আমাদের প্রয়োজনীয় হাসি-ঠাট্টা ও বিনোদনের মাধ্যমগুলো যেন সীমা অতিক্রম না করে। আমরা যেন বল্গাহারা হয়ে না পড়ি। কীভাবে কোন পদ্ধতিতে বিনোদনের মাঝে অন্তরীণ

[১] *সুনানুত তিরমিজি:* ১৯১২

www.QuranerAlo.net

হলে তা সীমালঙ্ঘনের পর্যায়ে যাবে না; সে বিষয়ে আরববিশ্বের সুপ্রসিদ্ধ লেখক শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ কুরআন, সুন্নাহ, ইতিহাস ও যুক্তির আলোকে রচনা করেছেন *'সানাআতুত তারফিহ'* ও *'নাজারাতুন ফিল কাসাসি ওয়ার রিওয়ায়াত'* তথা 'বিনোদনশিল্প' এবং 'গল্প ও উপন্যাসের দর্শন' নামে মূল্যবান দুটি গ্রন্থ।

মুসলিম উম্মাহর জন্য অতীব জরুরি এই গ্রন্থ দুটি আরবি ভাষায় রচিত হওয়ায় বাংলাভাষী সাধারণ মুসলিমদের জন্য গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই বাংলাভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ হওয়া ছিল সময়ের অন্যতম দাবি। সেই দাবিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য মুহাম্মাদ পাবলিকেশনের সম্মানিত স্বত্বাধিকারী মাওলানা আবদুল্লাহ খান গ্রন্থটির অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং দায়িত্বটি আমাকে অর্পণ করেন।

আমি অধম সকল শ্রেণির পাঠকের প্রতি লক্ষ রেখে সহজ ও সাবলীলভাবে গ্রন্থটির অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি সাধ্যের মধ্যে নির্ভুলভাবে কাজ করার। তবুও প্রমাদ থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব, যদি কারও চোখে কোনো ধরনের ভুলত্রুটি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদের অবগত করলে আগামী সংস্করণে শোধরে নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বইটি লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ইহ ও পরলৌকিক সফলতার অসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

—আবদুন নুর সিরাজি
শিক্ষক, ফুলবাড়ি মাদরাসা, বগুড়া

www.QuranerAlo.net

লেখকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين.

একসময় বিনোদন মানবজীবনের জন্য উপকারী বিষয় হলেও অপরিহার্য কোনো বিষয় ছিল না; তখন বিনোদনকে মানবজীবনের অবশ্য করণীয় এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হতো না; কিন্তু বর্তমানে বিনোদন নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে মানবজীবনের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। ফলে সেখান থেকে দূরে থাকার আর কোনো অবকাশ নেই। সঙ্গত কারণেই প্রায় প্রতিটি মহলে বিনোদনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক রুটিন তৈরি করা হচ্ছে এবং এ জন্য সময়ও নির্ধারণ করা হচ্ছে; এমনকি বিনোদনের জন্য ইসলামি শরিয়তের আলোকে ভারসাম্যপূর্ণ যেই সীমারেখা ছিল, সেই সীমাকে লঙ্ঘন করে বিনোদন একটি ভিন্নরূপ ধারণ করেছে! যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যমান অবসরের অনুভূতি।

এই গ্রন্থে বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, আমাদের পূর্বসূরিদের মাঝে বিনোদনের সীমারেখা কী ছিল, আর আমাদের মাঝে তা কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে; সাথে সাথে ইসলামের আলোকে হৃদয়গ্রাহী শব্দে বিনোদনের পরিধি এবং বৈধ রূপরেখাও তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিনোদনকে কেন্দ্র করে কয়েকটি মাসআলাও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

আল্লাহর তাআলার দরবারে মিনতি করছি, তিনি যেন পৃথিবীর সবখানে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা পরিশুদ্ধ এবং উন্নত করে দেন। আমিন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين

—মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

www.QuranerAlo.net

সূচিপত্র

প্রাককথন ১৯
অবসর ২১
অবসরের অপকারিতা ২১
দুঃখজনক একটি পরিসংখ্যান ২১
মুসলিমজীবনে অবসরসময় আছে কি? ২২
মুসলিমজীবনে নিয়তের প্রতিক্রিয়া ২৫
অবসর সময় কীভাবে কাটাবেন? ২৭
বিনোদনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা ২৯

প্রথম অধ্যায়

বিনোদনের শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গি ৩১
ইসলামি শরিয়তে বিনোদন ৩৩
নববি যুগের বিনোদন পরিক্রমা ৩৬
বিনোদনের প্রকারভেদ ৪৩
হালজামানায় বিনোদনের অবস্থা ৪৪
পাশ্চাত্যে অধিকমাত্রায় নোংরা বিনোদনের কারণ ৪৬
মুসলিম জনপদে বিনোদন ৪৯
মুসলিম সমাজের অশ্লীলতায় ডুবে যাওয়ার কারণ ৪৯
১. অনুকরণপ্রিয়তা ৪৯
২. মুসলিমদের সম্পদগুলো বিনষ্ট করা ৫১
৩. চারিত্রিক অবকাঠামোর দুর্বলতা বৃদ্ধি করা ৫১
৪. খেলাধুলার মাধ্যমে মুক্তি ও দায়িত্বশীলতার বিশ্বাস চুরমার করা ৫১
বিনোদনের মূলনীতি ৫২

www.QuranerAlo.net

১. বিনোদনের মাঝে শিরক ও জাদু থাকবে না ৫২
২. গাইরুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততা তৈরি করবে না ৫৩
৩. হারাম কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে ৫৩
৪. নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ না ঘটা ৫৩
৫. পর্দায় থাকা, উলঙ্গপনা পরিহার করা ৫৪
৬. বিনোদন যেন মুসলিমকে কাফিররাষ্ট্রে যেতে বাধ্য না করে ৫৪
৭. আল্লাহর জিকির ও তার বিধি-নিষেধ থেকে গাফিল না হওয়া ৫৫
৮. প্রয়োজন পরিমাণ বিনোদনের প্রতি লক্ষ রাখা ৫৫
৯. সময়ের হিফাজত ৫৫
১০. বিনোদমূলক কাজে ব্যয় সংকোচন করা ৫৬
১১. অন্যকে কষ্ট না দেওয়া ৫৬
বিকল্প বিনোদন কি শরিয়তের অভিপ্রায়? ৫৭
বিকল্প বিনোদনের উৎস ৫৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিনোদনের বিবিধ মাসাইল ৬৩
নারীদের বিনোদন ৬৫
বিনোদনের উদ্দেশ্যে নারীদের বাইরে গমন ৬৫
বাদ্যযন্ত্র আছে, এমন স্থানে খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা ৬৭
দাবা খেলার বিধান ৬৯
বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ খেলার অনুশীলন ৭৩
ঝুঁকিপূর্ণ খেলার ব্যাপারে আলিমদের অভিমত ৭৩
জায়িজ হওয়ার শর্তসমূহ ৭৪
চিড়িয়াখানা ভ্রমণ ৭৫
টেলিভিশনে ফুটবল ম্যাচ দেখা ৭৬
কাল্পনিক উপন্যাস পড়া ৭৭
শরিয়তের দৃষ্টিকোণে গল্প শুধু গল্পই নয় ৭৯
কুরআনে এক ঘটনা একাধিকবার কেন বলা হয়েছে? ৮০
প্রথম ঘটনা ৮২
দ্বিতীয় ঘটনা ৮২
তৃতীয় ঘটনা ৮৩
মুসলিম জনপদে গল্প ও উপন্যাসের আবির্ভাব ৮৩
বহিরাগত অনূদিত উপন্যাসের ব্যাপারে সতর্কবাণী ৮৫
গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে নাস্তিকতার সূচনা ৮৭

www.QuranerAlo.net

উপন্যাসের মাঝে নতুন সমীকরণ ৮৭
পাশ্চাত্য দর্শনে আধুনিক গল্পকার হওয়ার উপায় ৮৮
আভ্যন্তরীণ ফিতনার বহিরাগত সমর্থন ৮৯
অপরাধের কিছু হালাল বাহানা ৯১
চিন্তা ও মতের স্বাধীনতা ৯৪
আকিদা ও চরিত্রে আঘাত ৯৪
তাওহিদের তিরস্কার ও নাস্তিকতার আবিষ্কার ৯৪
উত্তম চরিত্রে কালিমা লেপন ও নোংরা চরিত্রের আলোকায়ন ১০৩
বড় বিস্ময়কর কথা! ১০৭
গল্প ও উপন্যাসের নেতিবাচক প্রভাব ১০৮
প্রথম ক্ষতি ১০৮
দ্বিতীয় ক্ষতি ১০৯
তৃতীয় ক্ষতি ১০৯
চতুর্থ ক্ষতি ১১০
পঞ্চম ক্ষতি ১১০
ইনসাফপূর্ণ অবস্থান ১১১
খ্যাতি অর্জনের পদ্ধতি ১১১
আমাদের ও তাদের কর্মপদ্ধতি ১১২
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ইসলামি উপন্যাসের ভূমিকা ১১৪
গল্পচ্ছলে ইসলামের দাওয়াত ১১৪
ইসলামি গল্প ও উপন্যাসের জন্য জরুরি বিষয় ১১৫
মানুষ গল্প ও উপন্যাস কেন পড়ে? ১২০
উপন্যাসের প্রকারভেদ ১২৩
গোয়েন্দা উপন্যাস ১২৩
গোয়েন্দা উপন্যাসের ক্ষতিকর দিকগুলো ১২৫
১. অপরাধীদের চিন্তাগত সহযোগিতা ১২৫
২. অপরাধমূলক কাজের চিত্রায়ণ ১২৬
৩. কিছু অপরাধীকে সম্মাননা দেওয়া হয় ১২৬
অ্যাকশনধর্মী উপন্যাস ১২৬
অ্যাকশনধর্মী উপন্যাসের ক্ষতিকর দিকসমূহ ১২৯
১. বহির্গামীদের হৃদয়ে ভয় ও খটকা সৃষ্টি ১২৯
২. উপন্যাসের নায়কের অনুকরণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ১২৯
৩. দৈহিক শক্তির উত্তাপ সৃষ্টি ১৩০
সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস ১৩০

www.QuranerAlo.net

১. মহাশুন্যীয় সৃষ্টির অস্তিত্ব ১৩১
২. সময়কে অতিক্রম করা ১৩২
ভীতিকর গল্প-উপন্যাস ১৩৩
অলীক উপন্যাস ১৩৪
আরও কিছু গর্হিত বিষয় ১৩৬
বিপজ্জনক পদস্খলন ১৩৭
পরিশিষ্ট ১৩৯
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ১৩৯
বই নির্বাচন করার সময় ১৩৯
উপন্যাস পাঠ করার সময় ১৪০
সাধারণ উম্মাহার জন্য নির্দেশনা ১৪০

www.QuranerAlo.net

প্রাককথন

www.QuranerAlo.net

অবসর

অবসরের অপকারিতা

পশ্চিমারা অবসর ও অকর্মণ্যতার অপকারিতার ব্যাপারে খুব দ্রুতই সতর্ক হয়ে নিজেদের সামলে নিয়েছে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা নতুন এক শিক্ষা আবিষ্কার করে; নাম দেয় 'রিটারমেন্ট নলেজ' বা অবসরের জ্ঞান। এটা সামগ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শাখা। জ্ঞানের এই শাখাটি বিনোদন ও অবসরের মর্ম ব্যাখ্যা করে। পাশ্চাত্যের লোকজনের মাঝে অহেতুক কাজ এবং বিনোদনমূলক কাজের আকার-প্রকার নির্ধারণ ও প্রণয়ন করে, যার নির্দেশনায় প্রতিটি ব্যক্তির মাঝে সৃজনশীল শক্তি বৃদ্ধি করা এবং সমাজের মধ্যে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা হয়।

কিন্তু তাদের হাতে রোপণকৃত জ্ঞানের এই বৃক্ষ সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে সৃষ্ট, যার মধ্যে কিছু বিষয় আছে এমন, যেগুলো গ্রহণ করার উপযুক্ত এবং এগুলোর ওপর নির্ভর করা যায়। আর কিছু বিষয় আছে পরিত্যাজ্য; কোনো অবস্থাতেই যেগুলো গ্রহণ করা যায় না।

এই দ্বিমুখী ও সাংঘর্ষিক সমস্যার সমাধানে সারাবিশ্বের সকল স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষকে উপলক্ষ্য করে আধুনিক বিশ্বের গবেষকরা একটি শিক্ষাপদ্ধতি দাঁড় করিয়েছেন, যার ওপর ভিত্তি করে তারা এই বিষয়ে গোপন একটি সমাধানে পৌঁছেছেন।

দুঃখজনক একটি পরিসংখ্যান

মানুষের অবসর সময় ও ব্যস্ত সময়ের গতি ও পরিমাণ বেশকম হওয়াকে কেন্দ্র করে ১৩০ বছরের দীর্ঘ সময়ের ওপর গবেষণা করে ১৯৫০ সালের শেষদিকে তুলনামূলক একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, ১৮৭৫ সালে সাধারণত মানুষের কর্মবিমুখ অবসর সময় ছিল ৮-৭%, আর কর্মমুখর সময় ছিল ২৬%। ১৯৫০

www.QuranerAlo.net

সালে এসে মানুষের কর্মবিমুখ অবসরের সময় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০%-এ, আর কর্মমুখর সময়ের অবনতি হয়ে তা এসে পৌঁছেছে ১৫%-এ। ২০০০ সালে মানবজীবনের কর্মবিমুখ অবসর সময়ের গতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭%-এ, পক্ষান্তরে কর্মমুখর সময়ের গতি পৌঁছেছে আনুমানিক ৮%-এ। এভাবে মানুষের কর্মবিমুখ হয়ে অবসর থাকার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান, আর কর্মমুখর হয়ে ব্যস্ত থাকার প্রবণতা ক্রমহ্রাসমান।

অন্য একটি পরিসংখ্যান পরিচালনা করা হয়েছিল আরববিশ্বের চারটি দেশের ওপর। যার মধ্যে ছিল আরব-আমিরাত, তিউনিসিয়া, সুদান ও মৌরতানিয়া। এই পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে যে, ছাত্রদের শিক্ষানবিশকালীন অবসর মুহূর্ত থাকে ৩-৪%, আর ছুটিকালীন অবসর মুহূর্ত থাকে ৯%।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান চালানো হয়েছিল নারী-পুরুষের ওপর, যাতে বেরিয়ে এসেছে যে, কর্মনবিশকালীন আমাদের শহরে পুরুষদের প্রাত্যহিক কর্মবিমুখ অবসর সময় কাটে চার ঘণ্টা, আর নারীদের কর্মবিমুখ সময় কাটে প্রাত্যহিক প্রায় তিন ঘণ্টা। পক্ষান্তরে ছুটির দিনগুলোতে পুরুষদের কর্মবিমুখ সময় কাটে পাঁচ থেকে আট ঘণ্টার মাঝামাঝি, আর নারীদের কর্মবিমুখ অবসর সময় কাটে পাঁচ থেকে দশ ঘণ্টার মাঝামাঝি।

মুসলিমজীবনে অবসর সময় আছে কি?

বর্তমানে মানুষ অবসরের অর্থ বলতে যা বোঝায় তা হলো, মানুষ যখন কোনো কাজে ব্যস্ত না থাকবে বা কোনো দায়িত্ব পালন না করবে। যদি অবসরের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়, তাহলে মুসলিমজীবনে অবসরের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না, যার প্রতি তারা যত্নবান হতে পারে। কারণ, একজন মুসলিমের জীবনে কর্মহীন একটি মুহূর্তও অতিক্রান্ত হতে পারে না, যখন সে কোনো দায়িত্ব পালন করবে না। কারণ, তার দায়িত্বে যদি দ্বীনি ওয়াজিব কোনো বিষয় না থাকে, তাহলে দুনিয়াবি কোনো ওয়াজিব দায়িত্ব অবশ্যই থাকবে। যদি এই দুটির কোনোটিই না থাকে, তাহলে একজন মুসলিমের জীবনে সুন্নাতি কাজের তো কোনো সীমারেখা নেই; সেগুলো সে আদায় করবে। যার শুরু হতে পারে 'কিয়ামুল লাইল' তথা তাহাজ্জুদ সালাতের[১] মাধ্যমে এবং শেষ হতে পারে আকাশ-জমিন সৃষ্টির মাঝে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে।

যদি কোনো মুসলমান শরিয়তে বর্ণিত সমস্ত সুন্নাত তার জীবনে প্রতিফলিত করতে চায়, তাহলে এর আধিক্যের কারণে এই ইচ্ছার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। অতএব, মুসলিমজীবনে অবসর সময় কোথায়?!

---

[১] উল্লেখ্য, তাহাজ্জুদের সালাত সুন্নাত নয়; বরং নফলের অন্তর্ভুক্ত। তবে নফল আমল যেহেতু সুন্নাত তথা হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত হয়ে থাকে, তাই রূপক অর্থে নফলকে কখনো সুন্নাত বলে অভিহিত করা হয়।—সম্পাদক

www.QuranerAlo.net

বর্তমান যুগে মানুষের মাঝে কর্মবিমুখ থাকার যে প্রবণতা আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মূল কারণ রুহানি-শূন্যতা। মুহাম্মাদি শরিয়ত থেকে দূরে থাকার কারণে যার সৃষ্টি। যাকে আত্মিক, জ্ঞানগত এবং প্রবৃত্তিগত অকর্মণ্যতা বলা যেতে পারে। কেননা, মানুষ সময়কে অর্থহীন করার পূর্বে আত্মিক, জ্ঞানগত এবং প্রবৃত্তিগতভাবে নিজেই অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

একজন মুসলিম তো সর্বদা মনেপ্রাণে এই প্রত্যাশা লালন করবে এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে যে, তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হয়। যেমন : আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন—

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ .

আমি জিন ও মানুষ জাতিকে আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। [সুরা আজ-জারিয়াত : ৫৬]

তো এই ইবাদত তার ব্যাপক ও পরিব্যাপ্তকারী অর্থে প্রত্যেক সেই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আমলকে পরিব্যাপ্ত করবে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন।

সুতরাং একজন মুসলিমের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় হবে এক ইবাদত থেকে আরেক ইবাদতের দিকে এবং এক নেককাজ থেকে আরেক নেককাজের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কাজে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহর জিকির করে এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে। তারপর বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি এগুলো বৃথা সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্র। অতএব, আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। [সুরা আলে ইমরান : ১৯১]

কাতাদা রহ. বলেন, 'হে আদমসন্তান, এসব তোমার অবস্থা। অর্থাৎ তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর জিকির করো। যদি দাঁড়িয়ে না পারো, তাহলে বসে বসে আল্লাহর জিকির করো। যদি বসে না পারো, তাহলে শুয়ে শুয়ে আল্লাহর জিকির করো। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজিকরণ এবং সুবিধাপ্রদান।'[২]

[২] তাফসিরু ইবনি জারির তাবারি : ৩/৫৫০

www.QuranerAlo.net

মুমিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর আনুগত্য এবং তার তাকওয়ার মাধ্যমে সজ্জিত করতে হবে। কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ .

বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি এ বিষয়েই আদিষ্ট হয়েছি এবং সর্বপ্রথম মুসলিম-এগুলোকে মান্যকারী। [সুরা আল-আনআম : ১৬২-১৬৩]

এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সরাসরি তার নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন—

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَ اِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ .

যখন তুমি অবসর হও তখন আত্মনিয়োগ করো এবং তোমার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করো। [সুরা আল-ইনশিরাহ : ৭-৮]

তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কাজ থেকে অবসর হবেন এবং কোন কাজে আত্মনিয়োগ করবেন?

ইমাম ইবনু কাসির রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর যা বুঝাতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার করে দিয়ে বলেছেন, 'যখন তুমি পার্থিব কাজ থেকে অবসর হবে, তার ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হবে এবং তার সাথে সম্পর্ক কর্তিত হবে, তখন আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হবে এবং হৃদয়কে জাগতিক জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট করবে।'[৩]

সারকথা হলো, ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় অবসর বলা হয় কেবল দুনিয়াবি কাজ শেষ করাকে, একেবারে কর্মহীন হয়ে বসে থাকাকে নয়; যেমন বর্তমান যুগে মানুষ মনে করে থাকে।

একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হলো, সে প্রতিটি কাজে সর্বাবস্থায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুগামী হবে। অতএব, যখন তার নিয়মতান্ত্রিক কাজ বা শিক্ষাকার্যক্রম থেকে অবসর হবে, তখন নিজেকে ইলম অন্বেষণের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করবে। যখন ইলম অন্বেষণের কাজ থেকে অবসর হবে, তখন সালাতে

[৩] তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/৬৭৭

www.QuranerAlo.net

আত্মনিয়োগ করবে। যখন সালাত থেকে অবসর হবে, তখন দুআয় মশগুল হবে। এভাবে এককাজ থেকে অবসর হয়ে অন্যকাজে ব্রত হবে। ঠিক যেভাবে আল্লাহ তাআলা তার নবিকে দুনিয়াবি কাজ থেকে অবসর হয়ে আখিরাতের কাজে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

অতএব, প্রতিটি মুসলিমের জন্য করণীয় হলো, আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশকে মেনে চলবে এবং তার নবির পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। প্রকৃত মুসলিমের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো, অলসতার সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। পার্থিব সুখ-শান্তি এবং চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অন্তরায় হবে না। বরং সে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর আনুগত্যের পথে প্রয়াস চালিয়ে যাবে। তার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করবে। সে এক ইবাদত থেকে আরেক ইবাদতের দিকে রূপান্তরিত হতে থাকবে। মৌখিক ইবাদত থেকে শারীরিক ইবাদতের দিকে এবং শারীরিক ইবাদত থেকে চিন্তা-ফিকিরের ইবাদতের দিকে পরিবর্তন হতে থাকবে।

কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ .

এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করবে। [সুরা আলে ইমরান : ১৯১]

মুসলিমজীবনে নিয়তের প্রতিক্রিয়া

এটা কখনও ইসলামের অভিপ্রায় নয় যে, মানুষ তার গোটা জীবন রুকু-সিজদায় কাটিয়ে দেবে এবং পুরো সময় কেবল এ উদ্দেশ্যেই ব্যয় করবে। বরং মানবজীবনে উদ্দেশ্যের বিশাল-বিস্তৃত এক ভান্ডার রয়েছে; পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শরিয়ত আমাদের জন্য যা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। যে ব্যক্তি সেগুলো উদঘাটন করবে এবং তা থেকে উপকৃত হবে, সে মহাকল্যাণ লাভ করতে পারবে এবং অফুরন্ত নিয়ামতে ধন্য হতে পারবে।

তো সেই বিশাল ভান্ডারের নাম হলো 'নেক নিয়ত' বা ভালো কাজের সংকল্প। 'নিয়ত' বলা হয় এমন সুদৃঢ় সংকল্পকে, যা মানুষের সাধারণ অভ্যাসকে ইবাদতে রূপান্তরিত করার প্রবল ক্ষমতা রাখে, যার বদৌলতে মানুষ তার প্রাত্যহিক পার্থিব জরুরি কাজের মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারে। পার্থিব উপকার অর্জনের সাথে সাথে অপার্থিব-পারলৌকিক প্রতিদানও লুফে নিতে পারে খুব সহজে।

সুতরাং যদি কোনো মানুষ তার সার্বক্ষণিক সাধারণ কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করে এবং মুসলিম সমাজকে এই মানসিকতার ওপর শক্তিশালীরূপে

www.QuranerAlo.net

প্রতিষ্ঠা করার নিয়তে কাজ করে যায়, তাহলে এই নিয়ত তার উভয়কালীন কল্যাণের মাধ্যম হবে।

ঠিক তেমনিভাবে মানুষ যদি তার আহার-নিদ্রার প্রাক্কালে এই নিয়ত করে যে, এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করার শক্তি অর্জন করবে, তাহলে এই আহার-নিদ্রাও তার মিজানের পাল্লায় নেকির সাথে যোগ হবে।

একবার মুআজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করে 'কিয়ামুল লাইল' তথা তাহাজ্জুদের সালাত নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন মুআজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي .

তবে আমি ঘুমাই এবং কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ) আদায় করি। কিন্তু আমার ঘুমকেও ঠিক তেমনিভাবে ইবাদত মনে করি, যেমনিভাবে আমার সালাতকে ইবাদত মনে করি।[৪]

হাফিজুল হাদিস ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেছেন, 'এই হাদিসের মর্ম হলো, প্রশান্ত থাকা অবস্থায়ও এমনভাবে সওয়াব অন্বেষণ করবে, ঠিক যেভাবে ক্লান্ত থাকা অবস্থায় সওয়াব কামনা করে থাকো। কেননা, ক্লান্তি দূরকারী প্রশান্তির মাধ্যমে যখন ইবাদতের শক্তি সঞ্চয় করতে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হয়, তখনো সওয়াব পাওয়া যায়।'[৫]

এখানেই শেষ নয়; বরং একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার মাধ্যমেও সওয়াব অর্জন করতে পারে। মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا .

তোমাদের স্ত্রীদের লজ্জাস্থানের মাঝেও সাদাকা রয়েছে। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কেউ নিজের জৈবিক চাহিদা পূরণ করলেও কি সওয়াব পাবে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[৪] *সহিহুল বুখারি*: ১৩/২৪১, হাদিস : ৩৯৯৮, *সহিহ মুসলিম*: ৯/৩৪৫, হাদিস : ৩৪০৩
[৫] *ফাতহুল বারি শরহুল বুখারি*: ৮/৬২

www.QuranerAlo.net

(পাল্টা জিজ্ঞেস করে) জবাব দিলেন, হারামভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণ করলে কি গুনাহ হবে না? ঠিক তেমনিভাবে যখন কেউ হালালভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে, তখন সে সওয়াব লাভ করবে।[৬]

ইমাম নববি রহ. এই হাদিসে সংযুক্তি করে বলেছেন, 'এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সত্যিকারের নিয়ত দ্বারা জায়িজ কাজ ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। অতএব, স্ত্রী সঙ্গমের মাধ্যমে যখন স্ত্রীর অধিকার আদায় করার নিয়ত করা হবে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার সাথে সদাচরণ করা হবে, নেকসন্তান প্রত্যাশা করা হবে, নিজেকে অবৈধ কাজ থেকে পবিত্র রাখা উদ্দেশ্য হবে, স্ত্রীকে অবৈধ সম্পর্ক থেকে মুক্ত রাখা মাকসাদ হবে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দৃষ্টি কুপাত্রে পতিত হওয়া থেকে হিফাজত করার সংকল্প থাকবে, এমনিভাবে খারাপ কল্পনা এবং অপাত্রের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকা উদ্দেশ্য হবে, কিংবা এমন অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ও নিয়ত থাকবে, তখন এর মাধ্যমে অবশ্যই সওয়াব পাওয়া যাবে।' [৭]

এবার খুব মনোযোগসহ ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর কথাগুলো শুনুন!

তিনি এই হাদিসের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'সর্বদা আল্লাহর অভিপ্রায় মোতাবেক চলে তার আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে সময়কে বিনির্মাণ করা, আল্লাহর ইবাদতে সহযোগিতা হয় এমন কাজে আত্মনিয়োগ করে সময়কে অলংকৃত করা; যেমন : পানাহার করা, বিবাহ-শাদি করা, নিদ্রা যাওয়া, বিশ্রাম গ্রহণ করা ইত্যাদি। তো এগুলোকে যখন এমন কাজের শক্তি সঞ্চয়কারী হিসেবে গ্রহণ করা হবে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন, অথবা যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকায় সাহায্য পাওয়া যায়, সেগুলোর মাধ্যমে সময়কে সাজানো, যদিও তাতে পরিপূর্ণ স্বাদ উপভোগ হয়, তবুও এগুলোর মাধ্যমে সওয়াব লাভ হয়। অতএব, এমন স্বাদের ও তৃপ্তির পবিত্র কাজের দ্বারা সময় সাজানোকে অনর্থক মনে করা যাবে না।'[৮]

অবসরসময় কীভাবে কাটাবেন?

মুসলিমসমাজের প্রতিটি সদস্য যেহেতু একই শ্রেণির নয়, তাদের প্রত্যেকের অবসর সময়ের মাঝে তাই কম-বেশ হয়। কিছু মানুষ এমন হয়, যারা খুব অল্প সময়ই কর্মব্যস্ত রয়, আর বেশির ভাগ সময়ই অবসরে কাটায়। আর কিছু মানুষ তো রয়েছে এমন যে, সুদীর্ঘ ব্যস্ততা এবং কাজের অত্যধিক চাপের কারণে বিশ্রামের সময় পর্যন্ত অধরা থাকে।

---

[৬] সহিহ মুসলিম : ৫/১৭৭, হাদিস : ১৬৭৪
[৭] শারহু সহিহি মুসলিম, নববি : ৭/৯২
[৮] মাদারিজুস সালিকিন : ২/১৭

www.QuranerAlo.net

একজন মুসলিম যখন কোনো কাজ শেষ করে, তখন তার সামনে দুটি পথ খোলা থাকে। হয়তো সে জাগতিক কল্যাণে অন্য কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করবে, কিংবা পরলৌকিক কল্যাণে দ্বীনি কোনো কাজে ব্যাপৃত হবে।

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—

إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دنياه ولا في عمل أخرة .

'আমি মানুষকে কর্মহীন দেখতে অপছন্দ করি; যে দুনিয়ার কোনো কাজও করে না, আবার পরকালীন কোনো কাজেও আত্মনিয়োগ করে না।'[৯]

প্রখ্যাত এই সাহাবি কৌশলসমৃদ্ধ চমৎকার একটি কথা বলেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য দুটি জগতের ব্যবস্থা করেছেন, যেখানে আমাদেরকে বসবাস করতে হবে—ইহজগৎ ও পরজগৎ। আমাদের নির্দেশ করেছেন উভয় জগৎ বিনির্মাণ করার। অতএব, অবসরের বাহানায় উভয় জগতের কাজ থেকে বিরত থাকা হবে চরম বাড়াবাড়ির নামান্তর।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন—

وَ ابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا .

আল্লাহ তাআলা তোমাকে যা দান করেছেন, তার মাধ্যমে পরকাল অন্বেষণ করো। আর তোমার দুনিয়ার অংশকেও ভুলে যেয়ো না। [সুরা আল-কাসাস : ৭৭]

পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র নির্দেশ করেছেন—

فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ .

আল্লাহর জিকিরের প্রতি ধাবিত হও! [সুরা আল-জুমআ : ৯]

আর দুনিয়ার ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন—

فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا .

সুতরাং দুনিয়ার বক্ষের ওপর হেঁটে চলো! [সুরা আল-মুলক : ১৫]

---

[৯] হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/১৩০

www.QuranerAlo.net

তো এই আয়াত দুটিতে আল্লাহ তাআলা পরকালের দিকে গমনের ক্ষেত্রে 'দৌড়' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং ইহকালের দিকে গমনের ক্ষেত্রে 'হেঁটে চলা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, পরকালীন কাজের দিকে খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে হবে এবং ইহকালীন কাজের দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

অতএব, প্রতিটি মুসলিমের জন্য অতীব জরুরি হলো, যখনই সে অবসর সময় পাবে, খুব দ্রুত দুনিয়াবি কাজগুলো সেরে ফেলবে, যেগুলোর দিকে তার মনমস্তিষ্ক জড়িয়ে থাকে। যেমন : রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম, সাংগঠনিক কর্মপরিক্রমা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলি; কেনাবেচা ইত্যাদিসহ অন্যান্য যাবতীয় পার্থিব কাজ সম্পাদন।

অতঃপর যখন এ সকল ঝামেলা থেকে অবসর হবে, দুনিয়াবি কোনো কাজ থাকবে না, তখন পরকালীন কাজে আত্মনিয়োগ করবে। যেমন : ইলম অর্জন, কুরআন তিলাওয়াত, মসজিদে গিয়ে সালাতের প্রতীক্ষায় থাকাসহ অন্যান্য ইবাদতে মগ্ন হওয়া।

একবার কাজি শুরাইহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন এক জনপদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যারা খেলাধুলা করছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী হলো, তোমরা খেলায় মত্ত কেন? তারা জবাব দিল, আমরা এখন অবসর পেয়েছি তাই একটু খেলাধুলা করছি। আমাদের দায়িত্বে কিছু কাজ ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে, এখন কোনো কাজ নেই। কাজি শুরাইহ রহ. বললেন, অবসর সময়ে তোমাদেরকে খেলার নির্দেশ প্রদান করা হয়নি।[১০]

অবসরপ্রাপ্ত মানুষকে তো নির্দেশ করা হয়েছে, সে যেন এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর আনুগত্য করে পরকাল বিনির্মাণ করে, কিংবা দুনিয়াবি অন্য কোনো কাজ করে ইহকাল বিনির্মাণ করে। মুসলিমজীবনে খেলাধুলার অনুমতি রয়েছে, তবে তা একান্তই সীমিত পরিসরে। মৌলিকভাবে বা পেশা হিসেবে খেলাধুলা কীভাবে প্রকৃত কোনো মুসলিমের কাজ হতে পারে?

বিনোদনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা

বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেছেন, খেলাধুলা ও বিনোদনের কয়েকটি উপকার রয়েছে। যেমন—

১. শিরা-উপশিরাগুলোর মাঝে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়।

২. শারীরিক ও আত্মিক শক্তি বিকশিত হয়।

৩. শিশুরা ভবিষ্যৎজীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার শক্তি লাভ করে।

---

[১০] হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/১৩৪, সিফাতুস সাফওয়া : ৩/৪০

www.QuranerAlo.net

৪. বিরক্তি, একঘেয়েমি ও অন্তরের সংকীর্ণ ভাব দূর হয়।

৫. জীবনচলার পথে সৃষ্ট চাপ কমে যায়।

ইবনুল জাওজি রহ. বলেছেন, 'আমার পাশ দিয়ে দুজন কুলি ভারী বোঝা নিয়ে অতিক্রম করছিল এবং চলন্ত অবস্থায় দুজনে কবিতার প্রতিযোগিতা করছিল। একজন তার কবিতা যেখানে যে কথার মাধ্যমে শেষ করছিল, অপরজন সেখান থেকে সেই কবিতার জবাব দিচ্ছিল। এভাবেই তারা এগিয়ে চলছিল। আমার মনে হলো, যদি তারা এমন না করত, তাহলে বোঝার কষ্ট আরও বেশি অনুভব করত এবং বোঝাকে আরও অধিক ভারী মনে হতো। কিন্তু যখন তারা এভাবে কবিতার প্রতিযোগিতা করছিল, তাদের বোঝা হালকা মনে হচ্ছিল।

পরবর্তী সময়ে আমি বিষয়টির উৎস নিয়ে ভাবলাম। তখন আমার কাছে পরিষ্কার হলো, তাদের দুজনের মাঝেই এই ভাবনা কাজ করত যে, অন্যজন কী বলতে পারে এবং তার জবাবে কী বলা যেতে পারে। এভাবে এই ভাবনার মাঝেই তাদের পথ অতিক্রম হচ্ছিল এবং মাথার ওপর থাকা বোঝার কষ্ট হালকা মনে হচ্ছিল।

সুতরাং আমি এখান থেকে একটি বিস্ময়কর ইঙ্গিত লাভ করলাম এবং দেখলাম যে, মানুষ অনেক বোঝা ও কষ্টকর বিষয় বহন করে, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ভারী হলো চিন্তার বোঝা এবং আপতিত বিপদের ওপর ধৈর্যধারণ করা। ফলে আমি অনুধাবন করলাম, নফসকে ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে কাজ করানোর মাধ্যমে সবরের কঠিন পথ অতিক্রম করা সহজতর হয়ে যায়।'[১১]

[১১] সাইদুল খাতির : ৭১

www.QuranerAlo.net

www.QuranerAlo.net

ইসলামি শরিয়তে বিনোদন

মনুষ্যস্বভাব সর্বদা একই ব্যস্ততার মাঝে জড়িয়ে থাকতে ভালোবাসে না। এটা সে মেনে নিতে পারে না; বরং চেষ্টা ও সাধনার বিভিন্ন দিকে ঘুরতে-ফিরতে ভালোবাসে। কখনও এখানে, তো কখনও সেখানে; এভাবে পরিবর্তন হতে তার ভালো লাগে। আবার সর্বদা শুধু কাজ করতেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। যেমন : সর্বদা সে রসিকতা পছন্দ করে না; বরং কখনও কাজ করবে, আবার কখনও রসিকতা করবে। এটাই মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা, আর এভাবেই সে সফলতার পথ বেয়ে চলবে।

হানজালা উসাইদি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ হানজালা?

আমি বললাম, হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে!

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি কী বলছ এটা?

আমি বললাম, আমরা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে থাকি, তখন তিনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে স্মরণ করিয়ে দেন, যেন আমরা স্বচক্ষে তা দেখি। আর যখন তাঁর দরবার থেকে চলে আসি তখন স্ত্রী, সন্তান ও দুনিয়ার মোহ আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন আমরা অধিকাংশই জান্নাত-জাহান্নামের কথা ভুলে যাই।

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ, আমারও তো এমন হয়।

অতঃপর আমি এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হলাম। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে!

www.QuranerAlo.net

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী?

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা যখন আপনার কাছে অবস্থান করি, তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে স্মরণ করিয়ে দেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখি। কিন্তু যখন আপনার দরবার থেকে চলে যাই, তখন স্ত্রী, সন্তান ও দুনিয়ার মোহে পড়ে সবকিছু ভুলে যাই। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে অবস্থানকালে তোমরা যে অবস্থায় থাকো, যদি সর্বদাই এমন অবস্থায় থাকতে এবং আখিরাতের স্মরণ করতে, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। কিন্তু হে হানজালা, (মনে রেখো, এটা সম্ভব নয়; বরং) কিছু সময় এমন হবে, আর কিছু সময় অমন হবে। কথাটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বললেন।[১২]

আল্লামা মুবারকপুরি রহ. বলেন, 'অতএব, কোনো বান্দা কখনও মনোযোগসম্পন্ন থাকলে এবং কখনও অমনোযোগী থাকলে মুনাফিক হয়ে যায় না। মনোযোগের সময় আপনারা নিজেদের প্রতিপালকের হক আদায় করুন এবং অমনোযোগিতার সময় নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয় পূরণ করুন।'[১৩]

অতএব, আলোচ্য হাদিসের মাঝে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিষ্কার স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, মানুষের হৃদয় কষ্ট ও সাধনার প্রাক্কালে এবং ইবাদতের সময়ে একদিকে আবিষ্ট থাকে, আর বিরক্তিপূর্ণ অবকাশের সময় অন্য দিকে ঝুঁকে থাকে।

নিশ্চয় নফসের কর্মক্ষমতারও একটি নির্ধারিত সীমারেখা রয়েছে। সেই সীমা যখন পার হয়ে যায়, তখন সে বিনোদন ও ফুর্তির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

ইবনে মুফলিহ রহ. বলেন, *'আল-ফুনুন'* গ্রন্থে বলা হয়েছে, কোনো কোনো গবেষক বলেছেন যে, শরিয়তের ব্যাপারে অর্বাচিন ওই লোকদের ব্যাপারে কী বলব তা আমি জানি না, যারা শরিয়তের ব্যাপারে এমন এমন কথা বলে, শরিয়ত ও যুক্তি কোনোটিই

[১২] সহিহ মুসলিম : ১৩/৩০৩-হাদিস : ৪৯৩৭
[১৩] তুহফাতুল আহওয়াজি : ৭/১৮৪

www.QuranerAlo.net

যার আবেদন সমর্থন করে না। তারা অধিকাংশ জায়িজ বিষয়ের নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করে এবং সেগুলো পরিহারকারীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে।

এমনকি তারা অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াকে, বিবাহ-শাদি করাকে, শরিয়ত ও যুক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে মেধাশক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করাকে, গবেষণা করাকে, কুরআন-সুন্নাহ এবং যুক্তির আলোকে প্রমাণ উপস্থাপন করাকে, সাধনা ও ধ্যান করাকে, মজবুতরূপে কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরাকে এবং শেষ প্রতিফলের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে বাহুল্য মনে করে পরিত্যাগ করেছে।

অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সাথে খেলেছেন, তাদের সাথে রসিকতা করেছেন, আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা সাথে দৌড়াদৌড়ি করেছেন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের সাথেও আনন্দ-ফুর্তি করেছেন। এমনকি তিনি বলেছেন, জ্ঞানী মানুষ যখন তার স্ত্রী ও দাসীদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন জ্ঞানকে ঘরের কোণে রেখে দিয়ে তাদের সাথে রসিকতা করে, কৌতুক করে এবং আনন্দ-ফুর্তি করে। এমন আচরণের মাধ্যমে সে স্ত্রী ও দাসীদের অধিকার প্রদান করে। আর যখন সে শিশুদের মাঝে যায় তখন সে নিজেও শিশুদের মতো হয়ে যায়।[১৪]

তবে আমার আলোচনার মর্ম কখনও এমন নয় যে, মানুষ পাগলের রূপ ধারণ করবে। বরং আমার কথার উদ্দেশ্য হলো, সে যখন তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব মূলতবি রাখবে তখন স্ত্রী ও সন্তানদের অনুকূল রূপ ধারণ করবে।

সুতরাং ওই আলিম, যার মাঝে মায়া-মমতা ও ভাব-গাম্ভীর্যের সমাহার থাকবে, সে নিজ দায়িত্ব পূর্ণ করে যখন পরিবারের মাঝে ফিরবে, তখন মায়া-মমতার দিক অবলম্বন করবে নাকি ভাব-গাম্ভীর্যের দিক অবলম্বন করবে? তো এমতাবস্থায় তার কর্তব্য হবে, শিশুদের অনুকূল রূপ ধারণ করা এবং ভাব-গাম্ভীর্যের দিককে উপেক্ষা করে শিশুদের সাথে রসিকতা ও হাসি-ঠাট্টা করা।

এমনিভাবে নারীরাও স্বামীদের সাথে খোলা মনে কথাবার্তা বলার, গল্পগুজব করার, হাসি-রসিকতা করার এবং তাদের মাঝে নির্বিঘ্ন সময় কাটানোর মুখাপেক্ষী হয়। কেননা, পুরুষদের তুলনায় নারীদের জ্ঞান কম। তারা দীর্ঘ সময় কষ্ট সহ্য করতে পারে না। অতএব, পুরুষদের দায়িত্ব হলো, তাদের সাথে কাটানোর জন্য আলাদা সময় বের করে তাদের মাঝে ব্যয় করা।

এ জন্যই তো শরিয়ত বিয়ের মুহূর্তে ছোট শিশুদের মাধ্যমে দফ বাজানোর বৈধতা প্রদান করেছে। কারণ, তাদের স্বভাবকে স্বামীর অনুকূল করে তৈরি করার জন্য কিছুটা আনন্দ-

---

[১৪] আল-আদাবুশ শারইয়্যা : ৩/২২৮

www.QuranerAlo.net

ফুর্তির প্রয়োজন রয়েছে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এ জন্যই শরিয়ত তাদের জন্য সীমিত পর্যায়ে এই শিথিলতা প্রদান করেছে।

অতএব, ইসলাম বিনোদনের ব্যাপারে মধ্যমপন্থার সমর্থক ও আহ্বায়ক, যা একদিকে যেমন নির্ধারিত সীমারেখার প্রতি লক্ষ রাখবে, তেমনিভাবে আত্মিক প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ রাখবে।

ইসলাম কখনও এই অবাধ-অধিকারকে সমর্থন করে না যে, কোনো মানুষ শাহেনশাহের ন্যায় বুক ফুলিয়ে যথেচ্ছা জমিনে বিচরণ করবে; বরং তার ধাতুগত অবকাঠামো, আত্মিক ও জ্ঞানগত মাত্রা এবং প্রবৃত্তিগত গঠনপ্রণালির প্রতি লক্ষ রেখে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার অধীনে চলার অনুমতি দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ.

মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তানসন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আশ্রয়। [সুরা আলে ইমরান : ১৪]

কিন্তু মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা আয়াতের শেষদিকে খুব ভালোভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আশ্রয় ও বিনিময়।

অতএব, হারাম প্রবৃত্তির মাঝে ডুব দেওয়া তো যাবেই না, অনুরূপ আল্লাহর জিকির থেকে দূরে গিয়ে হালাল প্রবৃত্তিতেও ডুব দেওয়া যাবে না; বরং আল্লাহর বিধি-নিষেধ ঠিক রেখে তবেই হালাল প্রবৃত্তির ছোট্ট সরোবরে আনন্দ করবে।

নববি যুগের বিনোদন পরিক্রমা

এবার আমরা জানার চেষ্টা করব যে, ইসলামের প্রথম যুগে বিনোদনের পথ ও পদ্ধতি কেমন ছিল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনে বিনোদনের উপস্থিতি ছিল কি? তখন কি খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল? কোন পরিবেশে কীভাবে ছিল খেলাধুলার অনুমতি?

হাদিসের ভান্ডার অন্বেষণ করলে পাওয়া যায় যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রসিকতা করেছেন সত্য, তবে তা ছিল সত্য কথার মাধ্যমে। আবু হুরাইরা

www.QuranerAlo.net

রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবিগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদের সাথে রসিকতা করছেন? জবাবে তিনি বললেন—

إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا .

আমি সর্বদা সত্যকথাই বলি।[১৫]

তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও রসিকতা ও কৌতুক করতেন, কিন্তু তার এই হাস্যরস ছিল শরিয়তের সীমারেখার ভেতরে অবস্থান করে। অন্যান্য মানুষের মতো মিথ্যার কোনো মিশ্রণ তাতে ছিল না। আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

واللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ .

আল্লাহর কসম, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, হাবশিরা যখন তার মসজিদে খেলত, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর চাদর দ্বারা আমাকে আড়াল করে দাঁড়াতেন, যেন আমি তাদের খেলা দেখতে পারি। আমি ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতেন।[১৬]

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেছেন, 'যুদ্ধবিষয়ক খেলা শুধু খেলাই ছিল না; বরং তার মাঝে যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন এবং শত্রুর মোকাবিলা করার প্রশিক্ষণ ছিল।

মুহাল্লাব রহ. বলেন, মসজিদ তৈরি করা হয়েছে মুসলিম জাতির জন্য। অতএব, দ্বীন ও দ্বীনের অনুসারীদের কল্যাণে যত কাজ হতে পারে, মসজিদে সেগুলোর সব জায়িজ আছে। হাদিস থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, উপকারী বৈধ খেলা দেখাও জায়িজ।'[১৭]

---

[১৫] সুনানুত তিরমিজি শরিফ : ৭/২৬৭, হাদিস : ১৯১৩
[১৬] সহিহ মুসলিম : ৪/৪১৬, হাদিস : ১৪৮১
[১৭] ফাতহুল বারি : ১/৫৪৯

www.QuranerAlo.net

তো নবুওয়াতি যুগে এ ধরনের উপকারী খেলা ছিল। তবে এমন অনর্থক কোনো খেলা ছিল না, যদ্বারা কোনো উপকার হতো না। সে যুগে যদিও বাহ্যিকভাবে এগুলোকে খেলা মনে করা হতো, কিন্তু মৌলিকভাবে এগুলোর মাঝে থাকত সামরিক-কৌশলের প্রশিক্ষণ।

আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সফরে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল খুব কম। আমি হালকা গঠনের দুরন্ত কিশোরী ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথিদের বললেন, তোমরা সামনে অগ্রসর হও। তারা সামনে অগ্রসর হলেন। এবার তিনি আমাকে বললেন, এসো, দৌড়পাল্লা দেবো। দৌড়পাল্লায় অংশগ্রহণ করে আমি বিজয়ী হলাম। এরপর এ নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কোনো কথা বললেন না।

কয়েক বছর পর। তখন আর আমি হালকা গড়নের সেই দুরন্ত কিশোরী নই, মোটা হয়ে গেছি। পূর্বের ওই দৌড়ের গল্পটাও তখন আমি মনে রাখিনি। এমন সময়ে আবারও এক সফরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে যাওয়ার সৌভাগ্য হলো আমার। পথিমধ্যে তিনি সাথিদের বললেন, তোমরা সামনে অগ্রসর হও। তারা সামনে অগ্রসর হলেন। এবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, এসো, দৌড়পাল্লা দেবো। আমি দৌড়পাল্লায় অংশগ্রহণ করলাম; কিন্তু এবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ী হলেন। তখন তিনি মুচকি হেসে বললেন, এটা সেই আগের প্রতিযোগিতায় হারের প্রতিশোধ।'[১৮]

এখানেই শেষ নয়; বরং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণের সাথে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করেছেন।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশিক্ষিত পাতলা দ্রুতগামী ঘোড়ার মাঝে প্রতিযোগিতা করেছেন, যার সূচনা হয়েছে হাফিইয়া থেকে এবং শেষ হয়েছে ওয়াদায় গিয়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপ্রশিক্ষিত মোটা ঘোড়ার মাঝেও প্রতিযোগিতা করেছেন, যার সূচনা হয়েছে সানিয়্যা থেকে এবং শেষ হয়েছে বনি জুরাইকের মসজিদে গিয়ে।'[১৯]

হাদিসের মর্ম হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রকার ঘোড়ার সাথেই প্রতিযোগিতা করেছেন এবং সেগুলোতে বিজয়ীও হয়েছেন।

---

[১৮] মুসনাদু আহমাদ : ৫৩/২৩৩, হাদিস : ২৫০৭৫
[১৯] সহিহুল বুখারি : ২/১৮৮, হাদিস : ৪০৩

www.QuranerAlo.net

সালামা বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ .

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলাম গোত্রের কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যারা পরস্পরে তির চালনা করছিল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে বনি ইসমাইল, তোমরা তির নিক্ষেপ করো। কেননা, তোমাদের পিতা তিরন্দাজ ছিলেন। আর আমি অমুক বংশের সন্তান। বর্ণনাকারী বলেন, হঠাৎ দুদলের মধ্যে একদল লোক তির চালনা বন্ধ করে দিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তির চালনা বন্ধ করলে কেন? তারা বলল, আপনি তাদের সাথে থাকা অবস্থায় আমরা কীভাবে তির নিক্ষেপ করতে পারি? তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তির চালাও! আমি তোমাদের সকলের সাথেই আছি।[২০]

তো এখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেলতে তো নিষেধ করলেনই না, উপরন্তু তাদের মাঝে ঢুকে গেলেন এবং পরস্পরকে প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকগুলো খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সেগুলোকে নখদর্পণে রাখতেন। সে বড় হোক বা ছোট, পুরুষ হোক বা নারী—এতে কোনো ফারাক করতেন না।

অশ্বারোহণ, তিরন্দাজি ও সাঁতার কাটা ইত্যাদি খেলাগুলো পুরুষের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর কিছু খেলা ছিল নারীদের সাথে সামঞ্জস্যশীল। যেমন : পুতুলখেলা, দোল খেলা ইত্যাদি। আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي ... فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي .

[২০] সহিহুল বুখারি : ১০/৩০, হাদিস :২৬৮৪

www.QuranerAlo.net

আমি যখন ছয় বছরের কন্যা ছিলাম তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বিয়ে করেছেন। এরপর আমরা মদিনায় হিজরত করে বনি হারিস বিন খাজরাজের গোত্রে গিয়ে অবস্থান করি। সেখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। ...অতঃপর আমার আম্মা উম্মে রুমান আমার কাছে এলেন। তখন আমি আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম।

হাদিসটি অনেক দীর্ঘ। এটি বর্ণিত হয়েছে 'আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বিদায়ের জন্য তৈরি করা' অধ্যায়ে।[২১]

তো আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা নববিযুগে তার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় দোল খাচ্ছিলেন, কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিষেধ করেননি।

নারীদের সাথে সামঞ্জস্যশীল আরেকটি খেলা হলো, পুতুল খেলা। আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي .

আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে (তুলা বা কাপড় দিয়ে বানানো) পুতুল দিয়ে খেলা করতাম। আমার বান্ধবীরাও আমার সাথে খেলা করত। যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসতেন তারা পর্দার আড়ালে গিয়ে লুকাত। তিনি এসে আবারও তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তখন তারা আমার সাথে এসে খেলা করত।[২২]

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, এই হাদিসের মাধ্যমে মেয়েদের তাদের ঘরে পুতুল দিয়ে খেলা জায়িজ হওয়ার ওপর প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তাদের খেলার এই পুতুলকে শরিয়তে নিষিদ্ধ প্রতিমা ও ছবি থেকে ব্যতিক্রম ধরা হয়েছে। তাদের জন্য পুতুল খেলাকে জায়িজ বলার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, শৈশব থেকেই তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করা হয়েছে যে, বড় হলে এভাবেই সন্তানসন্ততির প্রতিপালন করতে হবে।[২৩]

---

[২১] সহিহুল বুখারি : ১২/২৮২, হাদিস : ৩৬০৫
[২২] সহিহুল বুখারি : ১৯/৯৩, হাদিস : ৫৬৬৫
[২৩] ফাতহুল বারি : ১০/৫২৬

www.QuranerAlo.net

এভাবেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার শিশু স্ত্রী আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বভাবগত আবেদনের প্রতি লক্ষ রেখেছেন এবং তাকে বান্ধবীদের সাথে খেলাধুলা করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। সে যুগে যে পুতুলগুলো দিয়ে খেলা হতো, সেগুলো তুলা বা পশমের তৈরি হতো। যেগুলোর শুধু দুটি হাত, দুটি পা, মাথা ও শরীর থাকত। বর্তমান যুগের মতো পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা চোখ, কান, নাক, মুখ ও আঙুল ইত্যাদি থাকত না।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মহিলা সাহাবায়ে কিরামও তাদের সন্তানদেরকে এ ধরনের খেলনা দিয়ে খেলতে দিতেন এবং রোজার সময় ইফতার পর্যন্ত তাদের ভুলিয়ে রাখতেন।

রুবাইয়ি বিনতে মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দিন সকালে আনসারদের জনপদে এই বলে সংবাদ পাঠাতেন—

مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

যে ব্যক্তি রোজা রাখেনি সে যেন সারাদিন এভাবেই থাকে। আর যে রোজা রেখেছে সে যেন রোজা রাখে। রুবাইয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর থেকে আমরা নিজেরাও রোজা রাখতাম এবং সন্তানদেরকেও রোজা রাখাতাম। তাদের জন্য তুলার খেলনা তৈরি করতাম। যখনই কেউ খাবারের জন্য কান্না করত, খেলার জন্য সেই খেলনাগুলো দিতাম। এভাবে ইফতার পর্যন্ত কাটাতাম।[২৪]

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম দ্বীনি ফিকহের এক মহাসম্পদ পেয়েছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ইবাদত রয়েছে। প্রতিটি সময়ের জন্যই উপযোগী আমল রয়েছে, যার কারণে তারা সুযোগ করে বিশ্রাম নিতেন এবং ইবাদত করার জন্য ও ইলম অন্বেষণ করার জন্য নিজেকে সজীব, সতেজ ও স্পৃহমান করে নিতেন।

আলি বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

---

[২৪] সহিহুল বুখারি : ৭/৬৪, হাদিস : ১৮২৪

www.QuranerAlo.net

روحوا القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت .

কিছু সময় কলবগুলোকে শান্তি দাও। কেননা, যখন তাকে অতিরিক্ত চাপ দেবে, সে অন্ধ হয়ে যাবে।[২৫]

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

إني لأستجم ليكون أنشط لي في الحق .

আমি অবশ্যই বিনোদন করি; যেন তা হকের পথে কাজ করতে আমার জন্য অধিক উদ্যমতা সৃষ্টি করে।[২৬]

বকর বিন আবদুল্লাহ মাজানি রহ. বলেন—

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال .

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবিগণ তরমুজ (যা তৎকালীন যুগে বিরল ও আকর্ষণীয় ফল ছিল) খাওয়ার প্রতিযোগিতা করতেন। আবার বাস্তবজীবনে তারা সুপুরুষও ছিলেন।[২৭]

শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ. এই বর্ণনাটিকে সহিহ বলেছেন।[২৮]

তাদের জীবনটা একেবারে যেমন বাহুল্য কাজে ভরা ছিল না, তেমনিভাবে পরিশ্রমের তিক্ততার জটও ছিল না; বরং উভয়ের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল সুনিপুণভাবে। তারা কর্মক্ষেত্রে সুপুরুষ হয়ে আবর্তিত হতেন, আবার কখনও বিনোদনের প্রয়োজন হলে রস-কৌতুকে মজে যেতেন।

পরবর্তী যুগের সালাফে সালিহিন, উলামায়ে কিরাম ও মাশায়িখে ইজাম সাহাবায়ে কিরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ফুকাহায়ে কিরাম, মুহাদ্দিসিনে ইজাম তাদের ফিকহ, হাদিস ও ইলমের মজলিসে শাগরিদদেরকে কখনও কখনও বিরল প্রজাতির ফলমূল দ্বারা আপ্যায়ন করতেন, বনভোজনের আয়োজন করতেন, কবিতা ও গল্প-কাহিনির আসর জমাতেন। এগুলোর মাধ্যমে তারা চিত্তবিনোদনের স্বাদ উপভোগ করতেন।

---

[২৫] ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ১/৩৮৫, ৩/৪৬৪
[২৬] সিয়ারু আলামিন-নুবালা : ৫/৪২১
[২৭] আল-আদাবুল মুফরাদ : ১/৪০৭
[২৮] সিলসিলাতুস-সহিহাহ : ১/৭৯৭, হাদিস : ৪৩৫

www.QuranerAlo.net

আল্লামা ইরাকি তার *'আলফিয়া'* গ্রন্থে লিখেছেন—

واستحسن الانشاد في الأواخر

بعد الحكايات مع النوادر

'শেষে সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছে,
নানারকম বিরল ঘটনা আলোচনার পর।'

বিনোদনের প্রকারভেদ

বিনোদনকে মোট তিন প্রকারে ভাগ করা যায়। যথা—

প্রথম প্রকার : ওই সমস্ত বিনোদন, একজন মানুষ তার দ্বীনি প্রয়োজন মেটানোর স্বার্থে যার প্রত্যাশী ও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। যেমন : ইতিপূর্বে হাদিসের আলোকে তিরন্দাজি ও অশ্বারোহণের বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে, যেন এগুলোর মাধ্যমে জিহাদের কলা-কৌশল ও বিচক্ষণতা অর্জন হয়।

এমনিভাবে স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা করা। কেননা, এটা তার অধিকার। এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে হৃদ্যতা সৃষ্টি হয় এবং হারাম চাহিদা থেকে দূরে থাকা সহজ হয়।

এগুলোর মাঝে প্রত্যেক ওই আনন্দ-উল্লাসও অন্তর্ভুক্ত হবে, যার দ্বারা দ্বীনি উপকারের ইচ্ছা ও প্রত্যাশা করা হয়। যেমন : সাঁতার কাটা, দৌড় প্রতিযোগিতা, শরীরে শক্তি সঞ্চয়ে সহযোগী প্রতিটি প্রতিযোগিতা, সতর্কতা বৃদ্ধি, বোধগম্য শক্তির গতিবেগ বাড়ানো এবং বুঝশক্তি বৃদ্ধি ইত্যাদি।

সামুদ্রিক যুদ্ধে মুসলিম ডুবুরিরা বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। যেমন : সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির যুগে মুসলিম ডুবুরিরা খ্রিষ্টানদের জাহাজগুলোর পূর্বে কোনো একস্থানে ডুব দিতেন এবং (জাহাজের নিচ দিয়ে বা পাশ দিয়ে সাঁতার কেটে) অন্য দিকে উপরে উঠে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পৎর, ব্যয়ভারের অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং সামরিক পত্রাদি অবরোধের শিকার আক্কাসহ[২৯] বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দিতেন।

দ্বিতীয় প্রকার : ওই সমস্ত বিনোদন, যেগুলো মৌলিকভাবেই হারাম কিংবা তাতে হারামের সংমিশ্রণ থাকে। যেমন : এমন খেলা, যেগুলোতে ক্রুশ থাকে, বাজনা থাকে কিংবা জুয়া ইত্যাদি থাকে।

---

[২৯]একটি জায়গার নাম।—নিরীক্ষক।

www.QuranerAlo.net

তো এই সমস্ত খেলা নিঃসন্দেহে হারাম। কোনো অবস্থাতেই এই খেলাগুলো জায়িজ নয়; বরং সর্বাবস্থায়ই হারাম।

তৃতীয় প্রকার : ওই সমস্ত খেলা, যেগুলোর মাঝে হারামের কোনো সংমিশ্রণও নেই, আবার দ্বীনি বা দুনিয়াবি কোনো উপকারিতাও নেই। এ ধরনের খেলাকেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাতিল বা অনর্থক বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কোনো মুসলিম এমন খেলার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'বাতিল বলে ওই সমস্ত কাজ বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর মাঝে কোনো উপকারিতা নেই। এ ধরনের কাজ কেবল তার জন্যই করার অনুমতি আছে, যার উপকারী কাজ করার ধৈর্য নেই।'[৩০]

উদাহরণস্বরূপ আমাদের সন্তানদের হাতে এমন কিছু ইলেকট্রিক খেলনাসামগ্রী দেখা যায়, যাতে হারাম কিছু পাওয়া যায় না, আবার তাতে বাচ্চাদের কোনো উপকারিতাও নিহিত নেই। তাহলে এটা হলো বাতিল খেলার উপকরণ, যাদ্বারা কারোরই খেলা উচিত নয়। অতএব, শিশুসন্তান যখন এ ধরনের খেলনা দেখে তাদ্বারা খেলতে উদগ্রীব হয়ে উঠবে এবং এটা নিয়ে জোরাজুরি করবে, তখন তার অভিভাবক তাকে তা দিয়ে দেবে। অতঃপর চেষ্টা করবে, যেন তা ছেড়ে সে অন্যান্য উপকারী খেলনা দিয়ে খেলে।

সুতরাং একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো, নিজের উন্নতিসাধন করা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখা, সাহসী হওয়া; অতঃপর আমাদের সময়ে বিদ্যমান সব ধরনের গুরুত্বহীন কাজ থেকে বেঁচে থাকা, যাতে কোনোরূপ উপকার নিহিত নেই।

অনুরূপভাবে একজন বুদ্ধিমান মুসলিম উপকারহীন খেলাকে উপকারী খেলায় রূপান্তরিত করে দিতে পারে। যেমন : কেউ দেখল, তার সন্তান হাতে উপকারহীন খেলনা নিয়ে একাকী খেলছে। তাহলে এটাকে সুবর্ণ সুযোগ ভেবে তার সন্তানের সাথে সেও খেলা শুরু করে দেবে। উদ্দেশ্য, তার নিকট প্রিয় হয়ে ওঠা এবং তাকে এটা উপলব্ধি করানো যে, তাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাহলে উপকারহীন একটি খেলা থেকে এটি এমন এক খেলায় রূপান্তরিত হয়ে গেল, যেখানে পিতা তার সন্তানের নিকট প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে। এতে পিতা কর্তৃক নসিহত, উপদেশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সন্তানের ওপর বেশ প্রভাব ফেলবে।

হালজামানায় বিনোদনের অবস্থা

হালজামানার বিনোদনের প্রকৃত অবস্থা নেহায়েত বেদনাদায়ক, যা একাধারে জীবন ধ্বংসের উপকরণ ও অর্থ নষ্টের মাধ্যম। উপরন্তু তা ইসলামি শরিয়তের পরিপূর্ণ লঙ্ঘন ও স্বতন্ত্রভাবে বহু অনর্থের মূল।

---

[৩০] আল-ইসতিকামা : ১/২৭৭

www.QuranerAlo.net

পশ্চিমাবিশ্ব কর্তৃক পরিচালিত নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান থেকে জীবন ধ্বংসের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, মানুষ খেলাধুলাসহ বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় কাজে তার শৈশবের প্রথম পাঁচ বছরের ৪৪% ধ্বংস করে, ছয় থেকে ১১ বছরের মাঝে ২৬% নষ্ট করে, ১১-১৫ বছরের মাঝে ১৩% নষ্ট করে এবং ১৬ বছর থেকে নিয়ে সর্বোচ্চ বয়স পর্যন্ত ১৭% নষ্ট করে। প্রাচ্যের জনগণও পশ্চিমাদের এই ক্রীড়াআসক্তির অনুসরণ করে।

বর্তমান যুগে বিনোদনের পেছনে অর্থ ব্যয় এবং বাজেটের পরিমাণ থেকে অর্থ নষ্টের বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে যায়। নিচের পরিসংখ্যান থেকে এ বিষয়টিও মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

২০০০ সালের ব্যয় থেকে ৮% বৃদ্ধি পাওয়া ২০০১ সালের পরিসংখ্যান এটি। তো ২০০১ সালে আমেরিকায় কেবল ইলেকট্রিক খেলনাপণ্যের পেছনেই ব্যয় করা হয়েছে ৬,৩৫ বিলিয়ন ডলার এবং বিক্রি করা হয়েছে ২২৫ মিলিয়ন খেলার সরঞ্জামাদি।

বর্তমান যুগে সময় নষ্টকারী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হচ্ছে ইলেকট্রিক খেলনাপণ্য, যেগুলোর একেকটি ম্যাচ শেষ করতে সুদীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। এই অনর্থক খেলা শেষ পর্যন্ত উপভোগ করতে অনেকেই ইলেকট্রিক যন্ত্রের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে।

হায়! যদি শরয়ি বিধানের প্রয়োগক্ষেত্রের আওতা-বহির্ভূত শিশুদের মাঝেই এই খেলাগুলো সীমিত থাকত, তাহলে আমরা বলতে পারতাম, বিনষ্ট সময় তার মূল্য হারালেও সময় নষ্টকারী শিশুরা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে না।

কিন্তু বাস্তবতা বলে ভিন্ন কথা! সময় নষ্ট করে জীবন বিধ্বংসকারী এই খেলার পেছনে যারা ব্যতিব্যস্ত, তাদের অধিকাংশই যুবক ও পরিণত বয়সের মানুষ। বরং কমার্শিয়াল ওয়াজ-নসিহতও তো কেবল সেসকল খেলোয়ারের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করা হয়, যারা খেলাকে উপার্জনের পেশা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু শিশু, কিশোর, যুবক ও পরিণত বয়সের যেসকল মানুষ ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে খেলায় মাতোয়ারা থাকে, তাদের উদ্দেশে কোনো প্রকার ওয়াজ-নসিহত উৎসর্গিতই হয় না।

এই খেলা কেবল শিশুদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং পরিসংখ্যান তো বলে, যারা ইলেক্ট্রিক্যাল খেলায় মাতোয়ারা তাদের ৪০%-এর বয়স ৩৬ বছরের ওপর, ২৬%-এর বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মাঝামাঝি এবং ৩৪%-এর বয়স ১৮ বছরের নিচে।

তবে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, বিনোদন কেবল এই প্রকারের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিসংখ্যান বলে যে, আমেরিকানরা প্রতি বছর ফিল্ম ও শর্ট ফিল্ম ভাড়ার পেছনে ১৬ বিলিয়ন ডলার এবং সিনেমার পেছনে ৮ বিলিয়ন ডলার, গানের ডিভিডি ক্রয় ও ভাড়ার পিছনে ১১ বিলিয়ন ডলার, এগুলো চালানোর যন্ত্রের পেছনে ২৫

www.QuranerAlo.net

বিলিয়ন ডলার, ভিডিও প্লেয়ারের যন্ত্রাংশের পেছনে ৯৬ বিলিয়ন ডলার, বাদ্যযন্ত্রের পেছনে ১১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। এভাবে তারা বিনোদনের পেছনে অপরিমিতি অর্থ ব্যয় করে থাকে।

এর মধ্যে কিছু আছে সম্পূর্ণরূপে শরিয়ত-গর্হিত। যেগুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। উপরন্তু সেগুলোর মাঝে সুকৌশলে আকিদাগত ও চারিত্রিক অধঃপতনের জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার শুরু হয় ক্রুশ হতে এবং শেষ হয় বাদ্যযন্ত্রে গিয়ে।

ক্রমাগত এভাবে চলতে চলতে সহনীয় সীমা ছাড়িয়ে বিনোদন গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং স্বতন্ত্র একটি শিল্পের অবকাঠামো তৈরি করে ফেলেছে।

বিলিয়নাররা এখানে মোটা অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করতে আরম্ভ করে এর বহু আকার-প্রকার আবিষ্কার করেছে। তবে এর অধিকাংশই বিনিয়োগ করা হচ্ছে ইলেকট্রিক খেলাধুলার পেছনে, যার মধ্যে রয়েছে চলচ্চিত্র শিল্প, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতামূলক খেলা ইত্যাদি। বিশ্বের খ্যাতিমান বিলিয়নার ও মিলিয়নাররা এগুলোতে বিনিয়োগ করে থাকে। এগুলো আবার দু'একটি আকার-প্রকারের মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং এগুলোর আরও অগণিত কিসিম রয়েছে।

বর্তমানবিশ্বে এগুলোই বিনোদনের মৌলিক উপকরণ, যা নিঃসন্দেহে আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ। কারণ, এগুলো সম্পদ নষ্ট করার মাধ্যম এবং জীবন ধ্বংস করার মারণাস্ত্র।

শরিয়তের মূলনীতির আলোকে এগুলোকে নির্ধারিত সীমার গণ্ডিতে পরিব্যাপ্ত করা অসম্ভবপ্রায়। তদুপরি বেড়েই চলেছে বল্গাহারা, ভীতিহীন ও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। সময়-বয়স, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় এবং স্বাধীন-পরাধীন ভেদাভেদ ছাড়িয়ে এগুলো ছড়িয়ে পড়ছে সর্বমহলে-সর্বস্তরে। ইসলামের বিধি-নিষেধের আলোকে সেগুলোকে চালিয়ে নেওয়া তো দূরের কথা, জাগতিক দৃষ্টিকোণ বা যুক্তির আলোকেও এগুলোর বৈধতার কোনো সুযোগ নেই।

পাশ্চাত্যে অধিকমাত্রায় নোংরা বিনোদনের কারণ

পশ্চিমারা পরকালীন প্রতিদানের প্রত্যাশা যেমন করে না, পরকালের অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাসও রাখে না। যদিও তাদের কেউ কেউ পরকালকে মেনে নেওয়ার দাবি করে, কিন্তু তাদের কর্মনীতি এর উল্টোটা প্রমাণ করে। এটা মুখরোচক কোনো দাবি নয়; বরং আমরা যা বলছি আমাদের প্রিয় কিতাব কুরআনে কারিমে তার সত্যায়ন রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

www.QuranerAlo.net

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ .

এটা এজন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ তাআলা অবিশ্বাসীদের পথপ্রদর্শন করেন না। [সুরা আন-নাহল : ১০৭]

অনেকে তো পরিষ্কার ভাষায় বলে, জীবন তো একটাই, তাই মজা করে নাও। কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ .

আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। আর আমরা পুনরুত্থিত হব না। [সুরা আল-মুমিনুন : ৩৭]

এরাই ওই সকল মানুষ, যারা দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেয়, দুনিয়ার জীবনেই যথাসম্ভব পরিপূর্ণ প্রাপ্তির লালসা করে এবং পরকালের ব্যাপারে তারা চরম উদাসীন। তারা মনেপ্রাণে কেবল দুনিয়াকেই চায়। জান্নাত ও জাহান্নাম তাদের কাছে গৌণ বিষয়। তাই তারা দৃশ্যমান দুনিয়াকেই চায়, কেবল শ্রুতিনির্ভর পরকালকে তারা অসম্ভব মনে করে। ঠিক যেমন নিকটতর চন্দ্র তাদের দূরবর্তী বিশাল নক্ষত্র থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে, অনুরূপ তারা দুনিয়া দেখে আখিরাত ভুলে বসেছে। আল্লাহ তাআলাও আজাবস্বরূপ পার্থিব জীবনকে তাদের সামনে মোহনীয় করে উপস্থাপন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا .

কাফিরদের জন্য পার্থিব জীবন সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। [সুরা আল-বাকারা : ২১২]

যার কারণে দুনিয়ার পেছনে পড়ে তারা পাপাচারিতায় লিপ্ত হয়, দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদের কৃষ্ণসাগরে হাবুডুবু খায়, সঙ্গত বিষয়কে অসঙ্গত মনে করে, আর অন্যায় কাজকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে। তবে হ্যাঁ, তারা কেবল সে অংশটুকুকেই বাস্তবানুগভাবে গ্রহণ করে, যতটুকু তাদের স্বার্থের অনুকূল হয় এবং তাদের খাহেশ পূরণে সহযোগী হয়। যেমন : আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় মুমিন বান্দাদের এই নশ্বর দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন—

وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ .

আর পার্থিব জীবন ধোঁকার সম্পদ ছাড়া কিছু নয়। [সুরা আলে ইমরান : ১৮৫]

www.QuranerAlo.net

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন—

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ج وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَ لَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا .

(হে রাসুল), তাদের বলে দিন, পার্থিব সম্ভোগ তো সীমিত। মুত্তাকিদের জন্য আখিরাতই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। [সুরা নিসা : ৭৭]

নিশ্চয় স্বভাবগতভাবে মানুষের আকর্ষণ সেসব বাহুল্য ও খেলাধুলার বস্তুর প্রতিই হয়ে থাকে, যেগুলো কাফিরদের হাতে রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অনেক রয়েছে সম্ভোগের ও সুন্দর, যার কারণে নফস সেগুলোর চাকচিক্যের দিকে আকর্ষিত হয়। কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা সেগুলো থেকে আমাদের নিষেধ করেছেন কঠিনভাবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ط وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى .

আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্যে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেওয়া রিজিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। [সুরা তহা : ১৩১]

হ্যাঁ, পার্থিব চাকচিক্য থেকে তাদের সম্ভোগ লাভ করা কেবল একটি পরীক্ষা। আর জান্নাত ও তার অভ্যন্তরীণ নিয়ামতরাজি হলো মৌলিক রিজিক ও উপঢৌকন এবং চিরস্থায়ী প্রতিদান, যা আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দাদের দান করবেন। কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّ بَنِيْنَ ۙ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ ط بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ .

'তারা কি মনে করে যে, তাদের জাগতিক প্রতিপত্তির কারণে আমি তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে যাচ্ছি, যাতে করে তাদের দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না।' [সুরা আল-মুমিনুন : ৫৫-৫৬]

তারা কি ভাবে, আল্লাহ তাআলা তাদের যেই সুখ-সম্ভোগ, রিজিক, সম্পদ ও সন্তান দান করেছেন, এগুলো তাদের পরিশুদ্ধতা ও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাদের ভালোবাসার কারণে? না, বাস্তবতা এমন নয়! বরং তারা পৃথিবীতে যে ভালো

www.QuranerAlo.net

কাজগুলো করে, দুনিয়াতেই এগুলো তার নগদ প্রতিদান। আর কিয়ামতের দিন তারা এমনভাবে পুনরুত্থিত হবে, তাদের আমলনামায় কোনো নেকআমল অবশিষ্ট থাকবে না, থাকবে শুধু বদআমলের ফিরিস্তি আর নোংরা কালিমা।

অতএব, হে জ্ঞানী, আপনি যখন জানতে পারবেন, পার্থিব বিনোদন ও স্বাদ-আহ্লাদে ডুবে থাকার মতো গর্হিত কাজটি আখিরাতের প্রতি তাদের ইমান না থাকার ফলেই হচ্ছে, এই জীবনের পর চিরস্থায়ী আরেকটি জীবনের প্রতি বিশ্বাস না থাকার কারণেই নোংরামির এই তুফান চলছে; তাহলে কেন আপনি তাদের অন্ধ অনুকরণ করছেন? কেন তাদের অবৈধ বিনোদনের অনুগামী হচ্ছেন?

মুসলিম জনপদে বিনোদন

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশের শহরগুলো প্রকাশ্য-গোপন, বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণভাবে নানা প্রকার অবৈধ খেলাধুলা এবং বেহায়া-বেলেল্লাপনামূলক বাহুল্য কাজে ডুবে গেছে।

মুসলিম সমাজের অশ্লীলতায় ডুবে যাওয়ার কারণ

মুসলিম সমাজের এমন অশ্লীলতা ও নোংরামিতে ডুবে যাওয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক কারণ-উপকরণ রয়েছে। সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি হলো—

১. অনুকরণপ্রিয়তা

অনুকরণকারী তার এই কাজে উৎসাহিত ও বাধ্য হওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো, নিজের মাঝে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাকে নষ্ট করা, ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার নগ্ন আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সেই আঘাতকে বুকে ধারণ করে চলতে থাকা।

পাশ্চাত্যজগত এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে যে, বিনোদনের বিষয়গুলোই কেবল এমন মজবুত মাধ্যম, যার মাধ্যমে তারা আমাদের মুসলিমদের দ্বীন-ইসলাম ক্রয় করতে পারবে, মুসলিম উম্মাহর মনোবল ও সুপ্ত প্রতিভা অকেজো করে দিতে পারবে। সুতরাং তারা আমাদের মাঝে সেগুলোর প্রচার-প্রসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবে তার প্রয়োগও করেছে। আর এর মাধ্যমেই তাদের ভ্রান্ত ও নোংরা আকিদাগুলো মুসলিমদের হৃদয়ে পুশ-ইন করছে।

যার ফলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের শরীরে ক্রুসের ছবি অঙ্কন করছে, মদ পান করছে এবং নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট করে ফেলছে। কিন্তু এগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার মতো শক্তি-সাহস তাদের হচ্ছে না; বরং উল্টো প্রতিটি বিষয়ে অবলীলায় তারা পাশ্চাত্যের অনুকরণ করছে।

www.QuranerAlo.net

এখানেই শেষ নয়; বরং পশ্চিমাদের অনুকরণ করে সিয়োনের রাষ্ট্রচালকদের প্রোটোকল পর্যন্ত তুলে নেওয়া হয়েছে।[৩১] বিদেশি সভ্যতা আমদানি ও প্রচারের নীতিমালারও তোয়াক্কা করা হচ্ছে না কোনোভাবেই।

এমনকি তারা সিংহভাগ মুসলিম জনগণের হৃদয় থেকে রাজনৈতিক মানসিকতা বের করার জন্য; বরং রাজনৈতির কর্ণধারদের প্রজনন শক্তিহীন খাসির মতো বানিয়ে ফেলার জন্য এবং রাজনৈতিক বিষয়টি মুসলিম সমাজে গুরুত্বহীন করে ফেলার জন্য পশ্চিমারা মুসলিম সমাজে নানা রকম বেহুদা কাজকর্মের আয়োজন করেছে। যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার, কৌতুক, ম্যাজিকসহ এমনসব আবেদনময়ী বিষয়ের অবতারণা করেছে, যেগুলো মানুষকে বাস্তবতা থেকে ফিরিয়ে কেবল খেয়ালিপনায় অভ্যস্ত করে তোলে। কঠিন থেকে কঠিন বিপদের মুহূর্তে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে কেবল এই খেয়ালেই গা ভাসিয়ে দেয় যে, দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়! যার কারণে তারা জ্যোতিষী, গণক, কবিরাজ ও মনোবিজ্ঞানীদের কথার ওপর ভরসা করে তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজেকে কালের স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

সংস্কৃতি ও বিনোদনের নামে এসব বেহুদা কাজ একদিকে মানুষকে যেমন অকর্মণ্য করে ফেলে, অন্যদিকে তাদের মন-মস্তিষ্ককে করে ফেলে বিকারগ্রস্ত। নতুন কিছু তারা ভাবতে পারে না, সৃজনশীল কোনো সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করতে পারে না। কেবল অলৌকিক কিছু হয়ে যাওয়ার আশায় বুক বেঁধে থাকে। যার কারণে মৌখিক বা লিখিত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। জাতীয় পর্যায়ে বা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে কিছু করার ব্যাপারটি তারা আর কল্পনা করতে চায় না, কল্পনা করতেও পারে না।

এভাবেই তারা চতুর্মুখী প্রোপাগান্ডা চালিয়ে আমাদের যুবকদের বিবেক-বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় করে ফেলার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। যার কারণে পশ্চিমাদের যেকোনো চক্রান্ত প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যেতে চলেছে।

---

[৩১] সিয়োনের ত্রিয়োদশ শাসকের প্রোটোকল তুলে নেওয়া হয়েছিল। মাউন্ট সিয়োন মূলত একটি পর্বতের নাম ছিল, যেখানে এখন জেবুসাইট দুর্গটি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু নামটি পরে দুর্গটির উত্তরে শুধু টেম্পল মাউন্টে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যা 'মাউন্ট মরিয়া' নামেও পরিচিত। মূলত 'সিয়োন কন্যা' অর্থাৎ, সিয়োন পাহাড়ের একটি প্রসারক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক পরে দ্বিতীয় মন্দির যুগে নামটি শুধু একটি প্রাচীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি পাহাড়ে প্রয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তী এই পর্বতটি এখনো 'সিয়োন মাউন্ট' হিসেবে পরিচিত। ব্যাবিলনীয় নির্বাসন-এর দৃষ্টিকোণ থেকে সিয়োন সমগ্র জেরুসালেম শহরটির সমর্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। [উইকিপিডিয়া, সামান্য পরিমার্জিত]—সম্পাদক

www.QuranerAlo.net

২. মুসলিমদের সম্পদগুলো বিনষ্ট করা

আল্লাহ তাআলা নানা প্রকার নিয়ামত ও সম্পদ দিয়ে মুসলিমদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যেগুলো তাদের ভূখণ্ড নিজ গর্ভে সংরক্ষণ করে রেখেছে। কাফিররা যেকোনোভাবেই হোক অবিরত সেগুলো দখল করার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু তারা বহুবার যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চরমভাবে। তাই তারা মুসলিমদের এই সম্পদগুলো দখল করার জন্য ভিন্ন পথে দাবার গুটি চালছে; এর প্রধান ও প্রথম গুটি হলো, মুসলিম জনপদগুলোকে এমনসব বেহুদা কাজে আটকে দেওয়া, যার অণুপরিমাণ প্রয়োজনও কোনো মুসলিম এবং তাদের জনপদগুলোর নেই।

এই পথে তারা অতীতের যুদ্ধগুলোর ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সফল হয়েছে। ফলে তারা বাহারি রূপে সাজিয়ে আমাদের সামনে কল্যাণ ও অকল্যাণের এমন বহু দরজা খুলে দিয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে তারা আমাদের ওই সম্পদগুলো কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যেই সম্পদগুলো আমরা জীবন দিয়ে সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম শতাব্দীর পর শতাব্দী।

৩. চারিত্রিক অবকাঠামোর দুর্বলতা বৃদ্ধি করা

পশ্চিমারা সর্বানাশা বিষ হিসেবে যেই জীবানুগুলো সর্বাগ্রে উপস্থাপন করেছে তা হলো, থিয়েটার, টিভিচ্যানেল, গান-বাজনা ও এমন সব বিনোদনমূলক ও ফুর্তিবাহক যন্ত্র, যেগুলো একদিকে তো চারিত্রিক অবক্ষয়ের দিকে ডাকে, অন্যদিকে আহ্বান করে আকিদা ও বিশ্বাসগত বিকৃতি ও পদস্খলনের দিকে।

অধিকাংশ ফিল্ম ও মুভি, যেগুলোর মাধ্যমে এই অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে, সেগুলোর নির্মাতা ও স্বত্বাধিকারী হলো ইহুদি সম্প্রদায়। এই নোংরা শিল্পের মাধ্যমে তাদের বড় টার্গেট, মুসলিমদের আখলাক নষ্ট করা এবং চারিত্রিক অবক্ষয় নিশ্চিত করা।

৪. খেলাধুলার মাধ্যমে মুক্তি ও দায়িত্বশীলতার বিশ্বাস চুরমার করা

খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে ও মনে রাখতে হবে যে, বিনোদনমূলক খেলাধুলার মাধ্যমে তারা যে অপপ্রয়াস চালাচ্ছে, এগুলো মুসলিমদের গুনাহমুক্ত থাকার ও দায়িত্বশীলতার চাবিকাঠি ইমান-আকিদা নষ্ট করার মূল নীলনকশার একটি রেখামাত্র।

মি. ওয়ালবার্ট স্মিথ বলেন, 'খেলাধুলা এটা প্রমাণ করেছে যে, তা দর্শনগতভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর গোঁড়া দুটি দলকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে এবং পরস্পরকে একে অপরের প্রতি দুর্বল করতে সহযোগী হয়। ১৯৫৯ সালে ইহুদিদের ইংরেজি পত্রিকার সংবাদের ভিত্তিতে আরবরা যখন সাধারণভাবে কুদস (বাইতুল মুকাদ্দাস) উদ্ধারের

www.QuranerAlo.net

ঘোষণা দিল, ঠিক সেই সময় 'জামইয়্যাতুশ শুব্বানিল মাসিহিয়্যা' প্রতিষ্ঠিত হয়। যার এজেন্ডা ছিল আরব ও ইহুদিদের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করা; এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে উভয়ের মাঝে টেনিস খেলার আয়োজন করা হয়।

যেই খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের মাঝে মুসলিম ও ইহুদি উভয় জাতিই ছিল। খেলা উপভোগ করার জন্য সেখানে মাজলুম ফিলিস্তিনিরাও দর্শকদের কাতারে ছিল। শুধু কি তাই? না; বরং ফিলিস্তিনিরা ইংরেজ, আমেরিকান, আলমেনীয় ও রিয়াদের কর্ণধারদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে খেলা দেখেছে। খেলোয়াররা যখনই কোনো ভালো খেলা উপহার দিচ্ছিল, ইহুদিরা চিৎকার করে আরবদের সাধুবাদ জানাচ্ছিল। আবার ইহুদি খেলোয়াররা যখন ভালো কোনো খেলা উপহার দিচ্ছিল, আরবরা চিৎকার করে তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছিল। এভাবে একসময় চা চক্রও চলেছিল। যেখানে প্রায় ৫০জন ফিলিস্তিনি, ইংরেজ ও সিয়োনিয়ান অংশগ্রহণ করেছিল।'[৩২]

বিনোদনের মূলনীতি

বিনোদনের মূলনীতি হলো, এটি চিত্তবিনোদের একটি মাধ্যমমাত্র; শেষ ফলাফল ও মূল লক্ষ্য নয়। সুতরাং একজন মুসলিমের কাছে কেবল চিত্তবিনোদনের জন্যই বিনোদন করার কোনো অবকাশ নেই; বরং বিনোদনের কোনো শাখা মুসলিমের কাছে কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে, যখন তাতে দ্বীনি বা দুনিয়াবি কোনো প্রয়োজন নিহিত থাকে। অতএব, মুসলিম জাতির জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হলো, শরিয়তের আলোকে বিনোদনের বৈধতা ও অবৈধতার মূলনীতি নির্ধারণ করা। যেন এর মাধ্যমে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় যে, কোনো মুসলিম বিনোদনের ধারা সীমালঙ্ঘন করে শরিয়ত-গর্হিত পর্যায়ে পৌঁছবে না।

তো কুরআন-সুন্নাহ মন্থন করে মোটামুটি ১১টি মূলনীতি আবিষ্কার করা হয়েছে। যেগুলোর প্রতি লক্ষ রাখলে বিনোদন শরিয়ত-গর্হিত পর্যায়ে পৌঁছুবে না ইনশাআল্লাহ।

১. বিনোদনের মাঝে শিরক ও জাদু থাকবে না

মহাসমারোহে জ্যোতিষী ও গণক নিয়ে এসে বিনোদনমূলক কাজ করা; চাই এটা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের আকারে হোক, তাদের কাছে গিয়ে হোক, শহরের অলি-গলিতে হোক, অথবা কোনো কাগজ ইত্যাদিতে লিখিত আকারে হোক, এগুলো সব জাদু ও শিরকের মিশ্রণে করা হয়ে থাকে বিধায় এগুলো সব হারাম।

---

[৩২] এ ধরনের খেলার আয়োজন দ্বারা বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্ধারের আন্দোলন পুরোই চাপা পড়ে যায়, যার কারণে স্বয়ং ফিলিস্তিনিরাও আপন লক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়। -সম্পাদক

www.QuranerAlo.net

২. গাইরুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততা তৈরি করবে না

বিনোদনের মাঝে সর্বদা এই বিষয়টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, কোনোভাবেই যেন মানুষের হৃদয় আল্লাহবিমুখ করে কেবল বিনোদনমুখী করে না তোলে। কেননা, বিশেষ প্রকারের বিনোদন মানুষকে অধিকাংশই এই পর্যায়ে নিয়ে যায়। কিছু মানুষ নিজের জান-মাল-ধন সবকিছুই এই কাজে উৎসর্গ করে।

৩. হারাম কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে

যেমন : বাঁশি ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটানো যাবে না। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ .

আমার উম্মতের মাঝে অবশ্যই এমন কিছু (কুলাঙ্গার) লোক থাকবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।[৩৩]

৪. নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ না ঘটা

বিনোদনের অনেক শাখা-প্রশাখায়—তা ইলেক্ট্রিক্যাল হোক বা অন্য কোনো প্রকারের হোক—নারী-পুরুষ নিজের প্রকৃত অবয়ব গোপন রেখে ম্যাকাপ করে ভিন্ন অবয়ব প্রকাশ করে থাকে। এগুলো ফিতনা ও বিপর্যয়ের মারাত্মক আশঙ্কা সৃষ্টিকারী এবং নারী ও পুরুষের মাঝের ব্যবধান বিলোপকারী যা নারী ও পুরুষকে পরস্পরকে ভয়ঙ্করভাবে আকর্ষিত করে ইসলামি আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করতে উস্কে দেয় এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ থেকে উদাস করে দেয়। যেমন : কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا .

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, বর্বর যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করবে না। সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে। হে নবিপরিবারের সদস্যবর্গ, আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূর করতে এবং তোমাদের পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। [সুরা আল-আহজাব : ৩৩]

---

[৩৩] সহিহুল বুখারি : ৫৫৯০

www.QuranerAlo.net

৫. পর্দায় থাকা, উলঙ্গপনা পরিহার করা

সুইমিং স্পট, কারাতের ফিল্ড, দৌড়ের মাঠ, রেসলিং স্কয়ার, কুস্তিযুদ্ধের মঞ্চ, নর্তকীদের নাচের মঞ্চ এবং ব্যাটমিন্টন থেকে আরম্ভ করে অধিকাংশ খেলাধুলার স্থানে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার যে সয়লাব চলছে, তা নিশ্চিতভাবেই নারী-পুরুষের সংমিশ্রণের কারণেই হচ্ছে। কারণ, এগুলোতে কোনোভাবে একজন নারী দিনের অধিকাংশ সময় হিজাব পরিধান করে, মাথা ও শরীর আবৃত করে থাকতে পারবে না। এই কারণ দেখিয়ে শয়তান নারীকে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার প্রতি উস্কে দেয়। ফলে তারা উলঙ্গ বা অর্ধউলঙ্গ হয়ে বিনোদন স্পটগুলোতে নিজেদের উপস্থাপন করছে।

৬. বিনোদন যেন মুসলিমকে কাফিররাষ্ট্রে যেতে বাধ্য না করে

এমন কোনো খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা যাবে না, যা কোনো মুসলিমকে কাফিরদের রাষ্ট্রে যেতে বাধ্য করে। কেননা, এতে বহু রকম ফিতনা ও অনিষ্টতায় জড়িত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন : কাফিরদের সাথে মাত্রাতিরিক্ত মেলামেশা এবং অনেক প্রকার হারাম কাজের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করা, যা মুসলিমের অন্তরে চরমভাবে খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরাম একেবারে সীমিত পরিসরে বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে কাফিররাষ্ট্রে সফর করার অনুমতি প্রদান করেছেন। যথা—

ক. এমন কঠিন কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়া, যার চিকিৎসা কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে নেই। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চাহিদায় কাফিররাষ্ট্রে সফর করার অনুমতি রয়েছে।

খ. এমন ব্যবসার খাতিরে কাফিররাষ্ট্রে সফর করা, মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য যা অপরিহার্য।

গ. এমন জ্ঞান শিক্ষার জন্য কাফিররাষ্ট্র সফর করা, মুসলিম রাষ্ট্রের যার ব্যবস্থাপনা নেই; অথচ তা মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ঘ. আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য কাফিররাষ্ট্র সফর করা।

তবে এখানে শর্ত হলো, সফরকারী ব্যক্তির মাঝে এই শক্তি ও প্রতিভা থাকতে হবে, যেন সে তার দ্বীন প্রচারে সক্ষম হয়, নিজের দ্বীনের ওপর এত বেশি মজবুত হয় যে, নিজের আকিদা-বিশ্বাস থেকে পদস্খলিত হওয়ার কোনো আশঙ্কা না থাকে, সর্বপ্রকার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে। কেবল বিনোদন ও আনন্দের জন্য কাফিররাষ্ট্রে সফর করা হারাম।

www.QuranerAlo.net

৭. আল্লাহর জিকির ও তার বিধি-নিষেধ থেকে গাফিল না হওয়া

যেমন : সালাত আদায় করা, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা ইত্যাদি। বিনোদনকেন্দ্রিক শরিয়ত-গর্হিত যত অপরাধ সংঘটিত হয়, তার মধ্যে নামাজের প্রতি অবহেলা ও পিতা-মাতার প্রতি অবজ্ঞাই বেশি মারাত্মক। বরং অধিকাংশ বিনোদনই তো এমন যে, সেগুলোর কারণে মুসতাহাব, সুন্নাত, ওয়াজিব ও ফরজ বিভিন্ন শ্রেণির আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞাভাব সৃষ্টি হয়। বিনোদনকেন্দ্রিক নানাপ্রকার আকাশ-কুসুম চিন্তার মাঝে। নামাজের মধ্যে একনিষ্ঠতার প্রত্যাশাই তো তিরোহিত হয়ে যায়।

৮. প্রয়োজন পরিমাণ বিনোদনের প্রতি লক্ষ রাখা

বিনোদনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা। কেবল একজন মানুষের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুতেই ক্ষান্ত করা। এমন যেন না হয় যে, একজন মানুষ তার জীবনকেই খেলাধুলা ও বিনোদনের মাঝে কাটিয়ে দেবে। কারণ, মানুষকে তো বিনোদনের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; বরং বিনোদনকে আবিষ্কারই করা হয়েছে শারীরিক সুস্থতা ও প্রাত্যহিক দায়িত্ব পালনের মাঝে সৃষ্টি হওয়া তিক্ততাকে দূর করার জন্য। ঠিক যেমন খাবারের মাঝে লবণ। এরপর মানুষ খুব জোরেশোরে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নৈমিত্তিক কাজ ও আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত করবে। ইতিপূর্বে যেমন হাদিসের আলোকে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে বললেন—

يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

হে হানজালা, সময়ের ব্যবধান অনস্বীকার্য। কথাটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বললেন।[৩৪]

৯. সময়ের হিফাজত

সময় যেন অধিকাংশই বিনোদনের পেছনে ব্যয় না হয়, সেদিকে খুব ভালোভাবে লক্ষ রাখতে হবে। কেননা, বিনোদনের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক অনেক সময় মানুষকে ওয়াজিব আমল, জাগতিক প্রয়োজনীয় কাজ ইত্যাদির প্রতি অমনোযোগী করে তোলে। যেমন : জীবিকা উপার্জন করা, ইলম অন্বেষণ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ইত্যাদি।

ইমাম শাওকানি রহ. বলেছেন, 'হামামকে (কবুতরকে) হামাম করে নামকরণের কারণ হলো শয়তানি করা। কেননা, কবুতর শয়তানের ভূমিকা পালন করে। কারণ, মানুষ তার সেবার পিছে, তার রূপ-লাবণ্যে ও তার গান শুনতে আল্লাহর বিধান হতে উদাস হয়ে যায়।'[৩৫]

---

[৩৪] সহিহ মুসলিম : ৪৯৩৭

www.QuranerAlo.net

১০. বিনোদমূলক কাজে ব্যয় সংকোচন করা

শরিয়তের নির্দেশ ও যুক্তির দাবি এমনই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ لَا تُسْرِفُوْا ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ .

'অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।'[সুরা আল-আনআম : ১৪১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا .

নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।[সুরা বনি ইসরাইল : ২৭]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

يَقُولُ إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ .

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন—বেশি প্রশ্নোত্তর করা, সম্পদ অপচয় করা ও অধিকহারে চাওয়া।[৩৬]

১১. অন্যকে কষ্ট না দেওয়া

বাহ্যিকভাবেও অন্যকে কষ্ট না দেওয়া, মৌনভাবেও অন্যকে কষ্ট না দেওয়া। আঘাতও করবে না এবং আঘাতের জবাবও দেবে না। অন্যকে কষ্ট দেওয়ার অনেক রূপ হতে পারে। যেমন—

ক. উপহাস করা ও বিদ্রুপাত্মক উপাধিতে ডাকা। আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের সম্বোধন করে বলেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَ لَا تَلْمِزُوْٓا

[৩৫] নাইলুল আওতার : ৮/১৭৩
[৩৬] সহিহুল বুখারি : ১৩৮৩

www.QuranerAlo.net

اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

হে মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। কোনো নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তাওবা করে না তারাই জালিম। [সুরা আল-হুজুরাত : ১১]

খ. খেলার মাধ্যমে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, তাদেরকে বিরক্ত করা বা বিকট শব্দে তাদের তিক্ত করা।

গ. চতুষ্পদ জন্তুকে কষ্ট দেওয়া ও সেগুলোর মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। যেমন : ভেড়ার যুদ্ধ বা মোরগযুদ্ধ ইত্যাদি, যা প্রাণীকে কষ্ট দেয়।

বিকল্প বিনোদন কি শরিয়তের অভিপ্রায়?

শরিয়ত বিনোদনকে অনুমোদন দেওয়ার কারণে কিছু মূলনীতিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। অতএব, বিকল্প বিনোদনের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। বিশেষকরে এই যুগে, যখন হারাম বিনোদন মহামারি আকার ধারণ করেছে; যেন মানুষ হারাম বিনোদন থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় খুঁজে পায়। কারণ, বর্তমান যুগে বিনোদন ও খেলাধুলার উপকরণগুলো 'সৌন্দর্য লাভের মাধ্যম ও অতিরিক্ত বিষয়' এর স্তর অতিক্রম করে জরুরি বিষয় হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করেছে এবং মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অতিরিক্ত আকর্ষণের কারণে মানুষ বিনোদনের জন্য স্বতন্ত্র সূচি তৈরি করেছে এবং একাধিক সময় নির্ধারণ করেছে। এখানেই শেষ নয়; বরং বিনোদন নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে করতে এখন তা ইসলামি শরিয়তের অনভিপ্রেত কাজের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় সেই বিকল্প বিনোদন, যা গর্হিত ও শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে মুক্ত হবে। বরং আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায়, শরিয়তের অনুগামিতাই মূল উদ্দেশ্য, আর বিনোদন তার সহযোগী একটি অনুসঙ্গ মাত্র।

তবে হ্যাঁ, বর্তমান প্রেক্ষাপট বিকল্প হিসেবে এমন বিনোদনের নিবেদন করছে, যা মানুষকে পদস্খলিত করে হারাম বিনোদনে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করবে।

www.QuranerAlo.net

কিছু বর্তমান যুগে বিকল্প বিনোদন নিয়েও সমস্যা। কারণ, যেই ব্যবস্থাই মানুষের স্বার্থে করা হয়, আত্মভোলা হয়ে মানুষ সেটাকেই ধ্যান-জ্ঞান ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয় বানিয়ে ফেলে। সেটা ছাড়া তারা আর কিছুই বোঝার চেষ্টা করে না।

যার কারণে কোনো খতিব, কোনো দাঈ, কোনো আলিম বা কোনো মুফতি যখন ইসলামি শরিয়তের আলোকে হালাল-হারাম-বিষয়ক কোনো বিষয়ে আলোচনার প্রবৃত্ত হন, তখনই তার প্রতি যাচিত ও অযাচিত প্রশ্ন ও আপত্তির তুফান আসতে শুরু করে। যেমন—

হুজুর, এর বিকল্প কী হতে পারে? কোথায় পাওয়া যাবে??

হুজুর, যখন এ বিষয়ে কোনো বিকল্প পাওয়া না যাবে, তখন আমরা কী করব?

হুজুর, আপনার কাছে যদি কোনো বিকল্পব্যবস্থা না থাকে, তাহলে মানুষের জন্য প্রচলিত পথকে রুদ্ধ করা কি ঠিক হবে?

এখানেই শেষ নয়; বরং অনেক গর্হিত কাজেও মানুষ ব্যাপকহারে বিকল্প পদ্ধতির দাবি করে থাকে। তো এই বিকল্প পদ্ধতির বিষয়টি দলিল বানিয়ে অনেকেই মাকরুহ কাজ তো আছেই, হারাম কাজকেও বৈধতা প্রদানের অপচেষ্টা করছে। এমন লোকেরা আলিমদের কাছে প্রশ্ন করছে—

সিনেমা ও নাটকের বিকল্প কী?

টিভি স্টেশনের বিকল্প কী?

গান ও মিউজিক শোনার বিকল্প কী?

রেসলিং খেলা, যেখানে সাধারণত চেহারাতেই আঘাত করা হয়, এর বিকল্প কী?

গানের কনসার্ট, রোমান্টিক মুভি, কমেডি মুভি এবং হাসির নাটকের বিকল্প কী?

গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটানোর জন্য বিভিন্ন স্থানে—দেশের বাইরে বা অভ্যন্তরে ভ্রমণের বিকল্প কী?

সাঁতার কি মৌলিকভাবে জায়িজ নয়?

তাহলে আমরা ছুটির সময়গুলো কোথায় কাটাব?

অতএব, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, আলিম-উলামা ও দায়িদের ওপর কি বর্তমান যুগে প্রচলিত সমস্ত অনিষ্টতা ও হারাম বিষয়ের বিকল্প উদ্ভাবন করা ওয়াজিব? প্রত্যেক হারাম কাজের বিকল্পপন্থা আবিষ্কার করা কি তাদের দায়িত্ব?

মনে রাখতে হবে, একজন প্রকৃত মুসলিম ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী বুদ্ধিমান মানুষের জন্য বৈধ-শরিয়তসম্মত বিনোদনের অনুসরণই যথেষ্ট।

www.QuranerAlo.net

একটি মূলনীতি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, কোনো বস্তু যখন সীমালঙ্ঘন করে ফেলে, তখন তার মূলের দিকে ফিরে আসে। ঠিক তেমনিভাবে বিনোদন যখন তার সীমা অতিক্রম করবে, তখন তার মূল 'হারাম'-এর দিকে ফিরে আসবে।

অতএব, মানুষ যখন সমস্ত হারাম বিনোদনেরই বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করবে, খেল-তামাশা, বিনোদন ও কল্পনাজগতের উত্তাল তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে সীমানাহীন ভাটির দিকে ভেসে যাবে, তখন তার পরিসমাপ্তি ঘটে মূল হারামের দিকেই ফিরে আসবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য; বিনোদন ও খেলাধুলা করার জন্য নয়। আল্লাহই তাদের পরিণতি সম্পর্কে ভালো জানেন।

বিকল্প বিনোদনের উৎস

যারা দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে চান বা কমপক্ষে অনিষ্টতা থেকে দূরে থাকতে চান, তাদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি কেবল ইসলামি বিকল্প আবিষ্কারের প্রচেষ্টা ও পাপমুক্ত বিনোদন অন্বেষণের ওপরই ক্ষান্ত নেই; বরং তারা এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার হারাম বিনোদনের দিকেও অগ্রসর হয়েছে। আমরা কোনোভাবেই এগুলো সমর্থন করি না, সমর্থন করতে পারি না। বরং যারা অনৈসলামি হারাম কালচারকে ইসলামের নামে মুসলিমদের ঘরে পুশ-ইন করার অপপ্রয়াস চালায়, আমরা কঠিনভাবে তাদের এহেন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করি এবং যথাসাধ্য প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি।

সুতরাং আমরা বিকল্পব্যবস্থার শিরোনামে অপ্রত্যাশিতভাবে ছড়িয়ে পড়া মুসলিম উম্মাহর ঘাড়ে চেপে বসা ইসলামি ভিডিও, ইসলামি কার্টুন, ইসলামি গান, ইসলামি থিয়েটার ও ইসলামি কমেডি নিয়ে আলোচনা করব।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, অনেকেই বিনোদননামক এই কর্মকাণ্ডে সীমাতিরিক্তভাবে পদস্খলনের শিকার হয়েছেন। বিনোদনজগতের কর্মসূচি প্রণয়ন করতে গিয়ে তাদের অনেকেই এমন স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন, শরিয়তের উলামায়ে রব্বানির সাথে ও সত্যিকারের ইসলামি অনুশাসন মান্যকারী আল্লাহভীরু আলিমদের সাথে যার ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। তারা কোনোভাবেই এগুলো অনুমোদন করেন না।

ইসলামের নামে কিছু ভিডিও ক্লিপ এমন রয়েছে, যেগুলোতে ধিমতালে সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করা হয় এবং এমন অঙ্গভঙ্গি করা হয়, যা কোনোভাবেই পুরুষত্বের সাথে যায় না; বরং অনেক ক্ষেত্রেই পাপাচারী গায়কদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। যেমন : হাত-পা নাড়িয়ে জমিনে বা হাতের সীমার মধ্যে থাকা বস্তুতে মৃদু আঘাত করা। উপরন্তু কিশোরীদের মাধ্যমে এসব গান উপস্থাপন করা, যা কোনোভাবেই ইসলামি অভিপ্রায়ের অনুকূল নয়। অথচ এগুলো চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতির নামে।

এগুলো কি কোনোভাবেই সেই শর্তাবলির আওতায় উত্তীর্ণ হতে পারে, ইসলামি শরিয়তের আলোকে যেগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে? কোনোভাবেই কি এগুলো ইসলামি শরিয়তের প্রতিকূল বিষয়গুলো থেকে নিরাপদ হতে পারে?

www.QuranerAlo.net

ইসলামি সংগীতের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছে, বাদ্যযন্ত্রের কোনো প্রকারকেই তা সমর্থন করে না। অনুরূপ সেসব সাউন্ড সিস্টেমকেও সমর্থন করে না, যেগুলোর মাধ্যমে আওয়াজকে তার প্রকৃত অবস্থা থেকে বিকৃত করে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়। এরপরও এগুলোর ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, বিকল্প ইসলামি বিনোদনের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ। কিন্তু আমরা যখন ইসলামি সংগীতকে এই সকল আনুষঙ্গিকতা থেকে মুক্ত করে উপস্থাপন করি, তখন সেগুলোর ভক্ত ও শ্রোতা নিতান্তই কম হয়ে যায়! অথচ সাউন্ড সিস্টেমমুক্ত এসব সংগীতই হলো ইসলামের অভিপ্রায় মোতাবেক নির্ভেজাল ইসলামি সংগীত।

বিশেষ বিশেষ দিবসগুলোতে এমন সংগীতও পরিবেশন করা হয়, যেগুলোতে করতালির খই ফোটে, সৃষ্টি হয় নারী-পুরুষের সংমিশ্রণের অবাধ জোয়ার। অথচ এগুলোকেও আখ্যায়িত করা হয় 'ইসলামি অনুষ্ঠান' হিসেবে!

ওই সমস্ত ফিল্মকেও ইসলামি বলে আখ্যায়িত করা যাবে না, যেগুলো গান ও মিউজিকের সাউন্ড থেকে মুক্ত করা হয়েছে। ওই সমস্ত শিরক, কুফুর ও পাপাচারে ভরা ফিল্মকেও ইসলামি বলে আখ্যায়িত করা যাবে না, যেগুলোতে কেবল ইসলামি কালচারের লেবেল লাগানো হয়েছে।

কেবল ইসলামি কালচারের লেবেল লাগালেই বা গান ও মিউজিকের আওয়াজ মুক্ত করলেই প্রকৃত ইসলামি বিনোদন হয়ে যায় না। কেননা, ইসলামি বিনোদনের ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে এই শর্তগুলো আরোপিত হয়েছে যে, অনৈসলামি আকিদার প্রলেপ থাকা যাবে না, শিরকি কোনো শব্দের মিশ্রণ থাকা যাবে না, ইসলামের প্রতিষ্ঠিত চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের পরিপন্থি কোনো বিষয় থাকা যাবে না। যেমন : বাম হাতে পানাহার করা, উপুড় হয়ে শোয়া, নারী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণ, শারীরিক অসঙ্গতি বোঝানোর জন্য চলমান কোনো নারীর প্রদর্শন ইত্যাদি। এই শর্তগুলোর প্রতি কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ না করেও কোনো বিষয়কে ইসলামি বলা কেবলই পরিহাস!

এমন অনেক ইসলামি ভিডিও ক্লিপও প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে, যেগুলোতে এমন অনেক সুন্দরী ললনাদের উপস্থিতি রয়েছে, যাদের অধিকাংশেরই বয়স ১০ থেকে ১২ বছর। তারা সেখানে ইসলামি গান পরিবেশন করছে। কখনও দফের বাজনার তালে তালে অঙ্গভঙ্গিও প্রদর্শন করছে। আবার কখনও তাদের সাথে সমুদ্রের কিনারে বা পাহাড়ের পাদদেশে যুবকদেরও গান গাইতে দেখা যায়, যেখানে কিশোরীরা রং-বেরঙের পোশাক পরিধান করে যুবকদের সামনে জাদুময় মুচকি হাসির স্বর্গীয় মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে।

বরং অবস্থা তো এত দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, কেউ কেউ এই অনুষ্ঠানগুলোতে ইসলামি ডিস্কো নারীর আবেদনও করে! এমন ইসলামি থিয়েটারের দাবি করে, যেখানে যুবকেরা ব্রাঙ্কেট পরিধান করবে! অনেকেই সেখানে কৃত্রিম দাড়ি ও গোঁফ ব্যবহার করে! অনেক

www.QuranerAlo.net

যুবক এমন লজ্জাকর ড্যান্স পরিবেশন করে, যা কোনো মুসলিম যুবকের জন্য শোভা পায় না! আবার অনেকে কুকুরের মতো শব্দ করে নানা প্রকার কথা বলে!

থিয়েটারগুলোতে এমন অনেক নাটক পরিবেশন করা হয়, যেখানে কোনো ইসলামি উপাখ্যান বা ইসলামি ব্যক্তিত্বের ইতিহাস তুলে ধরা হয়। কিন্তু সেগুলোতে নারী-পুরুষকে একসাথে উপস্থাপন করা হয় এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য মিউজিকও ব্যবহার করা হয়। আবার সাথে এটাও বলা হয় যে, এগুলো ইসলামি থিয়েটার!

এমন অনেক অনুষ্ঠানকেও ইসলামি বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেগুলোতে ইসলামের নামে কোনো মেসেজ তো নেই-ই, উপরন্তু হাসি, তামাশা ও শরিয়ত-গর্হিত বিষয়াদি দিয়ে ভরপুর!

আমাদের সন্তানদের নির্ধারিত দর্শনে প্রতিপালন করা হচ্ছে না, তাদের জন্য ইমানি দীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। যদি এভাবেই চলতে থাকে, তাহলে তাদের মাঝে তো অসচ্চরিত্র বাসা বাঁধবেই।

নাম দেওয়া হচ্ছে ইসলামি নাটক; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, কিছু নাটকে শরিয়ত-গর্হিত বিষয়ের ছড়াছড়ি রয়েছে, আর কিছু নাটকে রয়েছে ইসলামির আকিদার বিকৃতি ও পদস্খলন। যেগুলো সংস্কার করে পরিশুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে একান্ত অপরিহার্য। যেমন : কিছু নাটকে কাফির ও মুনাফিকদেরকে মহৎ বলে উপস্থাপন করা হচ্ছে, পাপমুক্ত থাকা ও দায়িত্বশীলতার বিষয়কে হালকাভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, নারী-পুরুষকে একত্রে পেশ করা হচ্ছে, মিউজিক ও গান পরিবেশন করা হচ্ছে, ভ্রান্ত আকিদা ভাইরাল করা হচ্ছে। অথচ এগুলোর পরিশুদ্ধি অপরিহার্য, যেন সেগুলোকে প্রকৃত অর্থেই ইসলামি মূলনীতির আলোকে গ্রহণ করা যায়।

বিকল্প ইসলামি বিনোদনের মাঝে এই বিঘ্নতার কারণে যে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে তা হলো—

এমন নষ্ট ও ভ্রান্ত বিনোদনের প্রতি আকর্ষণ ও প্রতিযোগিতার নেশা তৈরি হচ্ছে, সচেতন নাগরিক ও অধিকাংশ আলিমের মতে যেগুলো নিজেই পরিশুদ্ধ বিকল্পের মুখাপেক্ষী!

একথা অজানা থাকার কথা নয় যে, দ্বীন থেকে ডাইভার্ট হয়ে যাওয়া মূলনীতিগুলোকে সংস্কার করে, স্খলিত বিষয়গুলোকে উদ্ধার করে দ্বীনের অভিপ্রায়ের অনুকূল করে উপস্থাপন করতে হবে। এদিকে প্রচলিত ইসলামি বিকল্পবিনোদনগুলো এত নিচে নেমে গেছে যে, এগুলো দ্বারা হারাম বিনোদনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

উপরন্তু বিনোদন শিল্পের কারিগরেরা, যারা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে এই শিল্পের জন্য কাজ করছে, বিকল্প ইসলামি বিনোদন শিল্পের মাধ্যমে তাদের কাছাকাছি যাওয়া অসম্ভব না হলেও সেটা যে অসম্ভবপ্রায়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

www.QuranerAlo.net

এখানে একটি উদ্যোগই ফলপ্রসূ হতে পারে, তা হলো, মানুষের হৃদয়ে হারাম বিনোদন ও বিকল্প ইসলামি বিনোদনের পার্থক্যের বিষয়টি প্রবেশ করিয়ে জায়িজ বিনোদনের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করা এবং হারাম বিনোদনের প্রতি ঘৃণাবোধ জাগানো।

যেমন ধরুন ইসলামি গান। এগুলোর প্রতিষ্ঠাতারা মনে করে, হারাম গানের বিপরীতে এগুলো বিকল্প ইসলামিব্যবস্থাপনা। কিন্তু এগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার হয়ে যায়, অনেক দিক থেকেই হারাম গানের সাথে এগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন : ডেকোরেশন ও লাইটিং করার দিক থেকে ইসলামি অনুষ্ঠান ও অনৈসলামি অনুষ্ঠানের মাঝে সাদৃশ্য, বসার ক্যাটাগরির মাঝে সাদৃশ্য, উপস্থিতির চেয়ারের মাঝে, লিখিত ডায়েরি ও মাইক্রোফোন ইত্যাদির মাঝে প্রায় শত ভাগ সাদৃশ্য রয়েছে।

ইসলামি নীতিমালার সাথে এতগুলো অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এগুলো কীভাবে হারাম গানের বিকল্প হতে পারে? তারপরও বলতে হবে, নেশা, স্বাদ ও উপভোগের দিক থেকে হারাম গানগুলো অধিক কঠিন ও প্রভাব বিস্তারকারী। আপনি হারাম গানের মাঝে যে আকর্ষণ পাবেন, ইসলামি গানের মাঝে সে আকর্ষণ কখনও পাবেন না। কেননা, হারাম গানের মাঝে প্রভাব বিস্তারকারী এমন মিউজিক থাকে, যা নামকাওয়াস্তে হলেও ইসলামি গানের মাঝে থাকে না, যার কারণে এসব ইসলামি গানকে কিছু আলিম হালাল বলছেন।

খুব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, হারাম গান থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য তাদের হৃদয়ে ইমানকে জাগ্রত ও বলিয়ান করতে হবে এবং হারাম গানের নিষিদ্ধতা মজবুতভাবে অন্তরে বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং আমি কখনও এ কথা বলব না যে, গান ছাড়ুন এবং গজল ধরুন; বরং আমি বলব, গান ছাড়ুন! কেননা, তা হারাম ও আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ।

তবে আমার কথার অর্থ এই নয় যে, আমাদের কাছে ইসলামি গান এবং এ বিষয়ে বিশুদ্ধ ভবিষ্যৎপরিকল্পনা থাকবে না, যেগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামি নীতিমালার অনুসরণ করা হবে, ডেকোরেশন থেকে শুরু করে অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে হারাম গানের সাথে যার কোনোরূপ সাদৃশ্য থাকবে না। পাশাপাশি আমি এটাও বলছি না যে, আমরা বিজাতীয়দের অন্ধ অনুকরণ করব, তাদের ব্যবহৃত জিনিসগুলো ব্যবহার করব, তাদের আবিষ্কৃত বস্তুগুলো গ্রহণ করব এবং তাদের সামনে আত্মসমর্পণ করব।

বরং আমি বলতে চাচ্ছি, হারাম গানের কাছে তো যাবই না, হারামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নামকাওয়াস্তে ইসলামি গানও শুনব না। যথাসম্ভব এগুলো থেকে দূরে থাকব। —অনুবাদক)

www.QuranerAlo.net

www.QuranerAlo.net

নারীদের বিনোদন

বিনোদনের উদ্দেশ্যে নারীদের বাইরে গমন

জিজ্ঞাসা : নারীদের, বিশেষভাবে যুবতীদের বাড়ির বাইরে গমন সম্পর্কে লোকজন যা বলে সে বিষয়ে আমি দ্বিধান্বিত। কেননা, কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এমন রয়েছে, সেগুলোর জন্য নারীরা বাইরে যেতে বাধ্য। তো এমন জরুরি কাজের জন্যও নারীদের বাইরে যাওয়া কি হারাম? যদি আমি পূর্ণ পর্দাসহ বের হই তারপরও কি হারাম হবে?

জবাব : ইসলামের আবির্ভাবের যতগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে, নারীর সম্মান ও অধিকার সংরক্ষণ করা তার মধ্যে অন্যতম। সুতরাং নারীর জন্য ইসলাম যে বিধান দিয়েছে, তার সবগুলোই প্রায় নারীর নিরাপত্তা-সংক্রান্ত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ .

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। [সুরা আল-আহজাব : ৩৩]

এই আয়াতের ওপর ভিত্তি করেই মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে যে, নারী বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যাবে না; বরং গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। এ জন্যই ইসলাম পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে, নারীর জন্য তার ঘরে সালাত আদায় করা মসজিদে সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম; যদিও তা মসজিদে হারাম হয়।

www.QuranerAlo.net

এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম নারীকে ঘরে বন্দি করে রেখেছে; বরং ইসলাম নারীর জন্য মসজিদে গমন জায়িজ করেছে, তার প্রতি হজ ও উমরাকে বিধেয় করেছে, ইদগাহে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এমনিভাবে তার মাহরাম পরিবারের সাথে সাক্ষাতের জন্য এবং শরিয়তের বিধান জানার জন্য বিজ্ঞ আলিমের কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে। নিজেদের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন পূরণের জন্যও বাইরে বের হওয়ার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে।

কিন্তু খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে, এই অনুমোদনগুলো শরিয়তের শর্তাবলির সাথে মিল হলেই কেবল প্রযোজ্য হবে। যেমন : সফরের জন্য মাহরাম পুরুষ সাথে থাকা, নিজ এলাকায় হলে রাস্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকা, পূর্ণ হিজাবসহ বাইরে যাওয়া, সুগন্ধি লাগিয়ে বের না হওয়া এবং সেজেগুজে বের না হওয়া।

এ বিষয়ে শরিয়তে অনেক দলিল বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

১. সালিম বিন আবদুল্লাহ রহ. তার পিতা ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন—

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا .

তোমাদের কারও স্ত্রী যখন মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইবে, সে যেন তাকে নিষেধ না করে।[৩৭]

২. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী জয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশে বললেন—

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا .

তোমাদের কেউ যখন মসজিদে যাবে, সে যেন কখনও সুগন্ধি ব্যবহার না করে।[৩৮]

৩. জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খালাকে তালাক দেওয়া হলে তিনি তার গাছ থেকে খেজুর পাড়তে চাইলেন। তখন জনৈক লোক তাকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার কারণে ধমক দিল। তখন তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বিষয়টি তুলে ধরলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

[৩৭] সহিহুল বুখারি : ৪৮৩৭
[৩৮] সহিহ মুসলিম : ৬৭৪

www.QuranerAlo.net

بَلٰى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسٰى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا .

হ্যাঁ, তুমি তোমার গাছ থেকে খেজুর পাড়ো। আশা করছি, তুমি শীঘ্রই দান-সাদাকা করবে কিংবা পুণ্যের কাজ করবে।[৩৯]

প্রশ্নে সেই বিনোদনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে বেগানা পুরুষের সাথে মিশ্রণ ঘটে ও দৃষ্টির বিনিময় হয় অথবা মাহরাম ছাড়া সফর করা হয় কিংবা বিনা প্রয়োজনে ও উপকার ছাড়া বাইরে বের হয়। এ জন্য যথাসাধ্য সতর্ক থাকা আবশ্যক। কেননা, বিনোদন প্রকৃতপক্ষে হালাল, তবে শর্ত হলো, আল্লাহর আজাবের কারণ হয় এমন হারাম থেকে মুক্ত হতে হবে। অতএব, কোনো নারী যখন এমন স্থানে যাবে, যেখানে হারামে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই এবং এ জন্য তাকে বেশি বেশি বের হতে হয় না, তাহলে এমন বহির্গমনের কারণে কোনো সমস্যা হবে না। আমরা আল্লাহর কাছে পবিত্রতা, পাপমুক্ততা ও উত্তম দ্বীনদারি প্রার্থনা করছি।

বাদ্যযন্ত্র আছে, এমন স্থানে খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা

প্রশ্ন : যেখানে মিউজিক থাকে, সেখানে খেলাধুলা ও ব্যায়াম অনুশীলনের বিধান কী? যখন আমার নিশ্চিত জানা আছে যে, উপদেশ দিলেও কর্তৃপক্ষ তাতে কোনোরূপ কর্ণপাত করে না। এ জন্য আমি অনুশীলন চলাকালীন কানে ইয়ারফোন দিয়ে রাখি।

উত্তর : প্রথমত বুঝতে হবে যে, শরিয়তের বর্ণিত অগণিত দলিলের ভিত্তিতে এ কথা নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, মিউজিক শোনা জায়িজ নেই।

দ্বিতীয়ত কোনো সেন্টারে মিউজিক যন্ত্রের উপস্থিতি হারাম, যার প্রতিবাদ করা অপরিহার্য। তাই এ ক্ষেত্রে মিউজিকের আওয়াজ থেকে বাঁচতে কানে ইয়ারফোন রাখা বা কোনো বৈধ জিনিস শ্রবণ করাই যথেষ্ট হবে না; বরং মুখে প্রতিবাদ করতে না পারলে অন্তরের মাধ্যমে ঘৃণা করবে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন নিজে সেই হারাম কাজ থেকে দূরে থাকবে এবং সম্ভব হলে সেখান থেকে বের হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ .

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় হতে দেখবে সে যেন হাত দিয়ে তা প্রতিরোধ করে। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করবে।

---

[৩৯] সহিহ মুসলিম : ২৭২৭

www.QuranerAlo.net

যদি এটাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তরে তা প্রত্যাখ্যান করবে। আর এটাই হলো ইমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।[৪০]

হারাম কাজের স্থান থেকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ. اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا .

আর কুরআনে তোমাদের প্রতি এ বিধান নাজিল করা হয়েছে যে, যখন তোমরা আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহের ওপর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জাহান্নামের মাঝে মুনাফিক ও কাফিরদের একই জায়গায় সমবেত করবেন।[৪১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'যতক্ষণ না কাফিররা কুফরি ছেড়ে অন্য কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, ততক্ষণ তাদের কাছে বোসো না। আয়াতটি প্রমাণ করে, পাপাচারীরা যখন কোনো অন্যায়ে লিপ্ত থাকবে, তখন তাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা অপরিহার্য। কেননা, যারা সরে না গিয়ে সেখানেই অবস্থান করে, তারা পাপাচারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয় এবং মূল অপরাধীদের সমান অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয়। যখন তারা কোনো অন্যায় কথা বলবে, তাদের প্রতিবাদ করাও সমীচীন হবে। যদি প্রতিবাদ করতে না পারে, তাহলে সেখান থেকে দূরে সরে যাবে, যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যায়।

উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি মদ্যপ কিছু লোককে গ্রেফতার করলেন। তখন উপস্থিত একজনের পক্ষ থেকে তাকে বলা হলো, সে রোজাদার। তখন তাকে আলোচ্য আয়াতের এই অংশ পড়ে শোনানো হলো—

اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ .

তোমরাও তাদেরই মতো। [সুরা আন-নিসা : ১৪০]

---

[৪০] সহিহ মুসলিম : ১/১৬৭, হাদিস : ৭০
[৪১] সুরা আন-নিসা : ১৪০

www.QuranerAlo.net

ইমাম জাসসাস রহ. বলেছেন, 'এই আয়াত প্রমাণ করে, অন্যায়কারীর অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করা ওয়াজিব। বাধা প্রদানের একটি প্রকার হলো, মনে মনে ঘৃণা করা, যখন সে সরাসরি অন্যায় কাজকে প্রতিরোধ করতে না পারবে। অন্যায় কাজের বৈঠক পরিহার করা এবং সেখান থেকে উঠে অন্য কোনো দিকে চলে যাওয়াও প্রতিবাদ করার অন্তর্ভুক্ত।'[৪২]

শাইখ বিন বাজ রহ. বলেছেন, 'অন্তর দ্বারা প্রতিবাদ করা সবার প্রতিই ফরজ। আর তা এভাবে যে, হারাম কাজের প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবে এবং ঘৃণা করবে। হাত ও মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করতে না পারলে অপরাধের স্থান থেকে দূরে চলে যেতে হবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা নির্দেশ প্রদান করেছেন—

وَ اِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ .

যখন আপনি তাদের দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান, যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর জালিমদের সাথে উপবেশন করবেন না। [সুরা আল-আনআম : ৬৮]

মোটকথা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এবং এই পরিবেশে উপস্থিত লোকদের উপদেশ দেওয়া আপনার ওপর ওয়াজিব। যদি তারা আপনার আহ্বানে সাড়া দেয়, তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি সাড়া না দেয়, তাহলে আপনি নিজে অন্য পরিবেশে চলে যান, কোনোক্রমেই তাদের সাথে থেকে গুনাহে শরিক হবেন না।

দাবা খেলার বিধান

জিজ্ঞাসা : বর্তমান যুগে দাবা খেলা কি জায়িজ?

জবাব : ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দাবা যখন বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোনো ওয়াজিব কাজ থেকে উদাসীন করে ফেলবে, তখন সর্বসম্মতভাবে হারাম। যেমন, নামাজের প্রতি উদাসীন করে, নিজের বা পরিবারের কল্যাণকর কাজ থেকে দূরে রাখে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করা থেকে অমনোযোগী করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বা পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ হতে বাধা দেয় কিংবা দায়িত্ব পালন ও নেতৃত্বের এমন কাজ থেকে বিরত রাখে, যা বিধানগতভাবে ওয়াজিব ইত্যাদি।

[৪২] আহকামুল কুরআন : ৩/২৭৮

www.QuranerAlo.net

এমতাবস্থায় দাবা খেলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল আলিম একমত। এমনিভাবে দাবা খেলার কারণে যখন মিথ্যা কথা, মিথ্যা শপথ, দুর্নীতি, অত্যাচার বা অন্যান্য অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হবে, তখনও সর্বসম্মতভাবে দাবা খেলা হারাম।'[৪৩]

তবে যদি কোনো ওয়াজিব পালনে উদাসীন না করে বা কোনো হারাম কাজে জড়িত না করে, তাহলে এমতাবস্থায় দাবা খেলার বিধান নিয়ে মুসলিম উম্মাহর ফকিহ উলামায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম আহমাদ রহ., ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর কিছু অনুসারীসহ অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এ অবস্থাতেও দাবা খেলা হারাম বলেছেন। তারা নিজেদের মতের পক্ষে কুরআন কারিম এবং সাহাবায়ে কিরামের কথার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন।

কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ—এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন কি নিবৃত্ত হবে? [সুরা আল-মায়িদা : ৯০, ৯১]

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, 'এই আয়াত প্রমাণ করে যে, পাশা ও দাবা দিয়ে জুয়া খেলাসহ অন্যান্য প্রকারের যাবতীয় জুয়া খেলা হারাম। কেননা, আল্লাহ তাআলা মদকে হারাম করে বলেছেন—

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন কি নিবৃত্ত হবে? [সুরা আল-মায়িদা : ৯১]

---

[৪৩] মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ৩২/২১৮, ২৪০

www.QuranerAlo.net

অতএব, সামান্যতম বাহুল্য কাজ, যার সামান্যটা বেশির প্রতি ধাবিত করে, পরস্পরের মাঝে শত্রুতা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর জিকির ও সালাত থেকে বাধাপ্রদান করে, সেগুলো মদ পান করার মতোই নিশ্চিত হারাম।'[৪৪]

আলি বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি দাবা খেলায় রত কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এ কেমন প্রতিমাপূজায় লিপ্ত? ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বলেন, দাবার ব্যাপারে বর্ণিত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই বর্ণনাটি অত্যধিক বিশুদ্ধ।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দাবা খেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'এটা পাশা খেলার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট।'

পাশা খেলার ব্যাপারে হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে—

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ .

আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পাশা খেলল সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নাফরমানি করল।[৪৫]

হাদিসটিকে শাইখ আলবানি রহ. সহিহ বলেছেন।[৪৬]

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ .

যে ব্যক্তি পাশা খেলল সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করল।[৪৭]

ইমাম নববি রহ. বলেন, 'এই হাদিসটি ইমাম শাফিয়ি রহ. ও অধিকাংশ আলিমদের পক্ষে দলিল যে, পাশা খেলা হারাম। শূকরের রক্ত ও মাংসে হাত রাঙানোর অর্থ হলো,

---

[৪৪] তাফসিরুল কুরতুবি : ৬/২৯১
[৪৫] সুনানু আবি দাউদ : ১৩/৯৭
[৪৬] সহিহ জইফ আবু দাউদ : ১০/৪৩৮
[৪৭] সহিহু মুসলিম : ১১/৩৪৫, আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১০/২১৪

www.QuranerAlo.net

এগুলো খাওয়া যেমন নিকৃষ্টতর হারাম, ঠিক তেমনিভাবে পাশা খেলাও জঘন্যতর হারাম।'[৪৮]

ইমাম ইবনে কুদামা রহ. বলেন—

فَأَمَّا الشَّطْرَنْجُ فَهُوَ كَالنَّرْدِ فِي التَّحْرِيمِ.

দাবা খেলাও পাশা খেলার মতো হারাম।[৪৯]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেছেন, 'দাবার অনিষ্টতা পাশার অনিষ্টতা থেকেও কঠিন। অতএব, যে দলিলগুলোর মাধ্যমে পাশা খেলা হারাম প্রমাণিত হবে, সেগুলো দ্বারা আরও ভালোভাবে দাবা খেলা হারাম প্রমাণিত হবে। ইমাম মালিক রহ. ও তাঁর অনুসারীগণ ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তার অনুসারীগণ, ইমাম আহমাদ রহ. ও তাঁর অনুসারীগণ এবং অধিকাংশ তাবিয়িন দাবা ও পাশা খেলাকে হারাম বলেছেন। এই তিন মাজহাবের কোনো আলিমের পক্ষ থেকে দাবা ও পাশা খেলা হালাল বলা হয়েছে মর্মে কোনো প্রমাণ উল্লেখ নেই।

এমন একজন সাহাবির কথাও জানা নেই, যিনি দাবা খেলেছেন। আল্লাহ তাআলা এমন বাহুল্য কাজ থেকে তাদেরকে হিফাজত করেছেন। তাদের কারও প্রতি এ ধরনের খেলাকে সম্পৃক্ত করা—যেমন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, তিনি দাবা খেলেছেন—তো এটি মহান একজন সাহাবির প্রতি ডাহা মিথ্যা অপবাদ। সাহাবায়ে কিরামের জীবনচরিত সম্পর্কে অবহিত প্রতিটি মানুষই এই অপবাদ অস্বীকার করবেন।

আর এটা কীভাবে সম্ভব যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সোনালি যুগের সোনার মানুষগুলো এমন বেহুদা খেলায় জড়াবেন, যা আল্লাহর জিকির থেকে উদাসীন করে দেয় এবং সালাত থেকে এত বেশি অমনোযোগী করে যে, মাদকাসক্ত ব্যক্তিও এদিক থেকে দাবা খেলায় পূর্ণভাবে মত্ত ব্যক্তির তুলনায় কিছুই নয়। বাস্তবেও এমনটি দেখা যায়। আর শরিয়তপ্রণেতাই বা কীভাবে দাবা খেলা জায়িজ রেখে পাশা খেলা হারাম করবেন; অথচ পাশা খেলার চেয়ে দাবা খেলার ক্ষতি বহুগুণে বেশি![৫০]

হাফিজুল হাদিস জাহাবি রহ. বলেছেন, 'অধিকাংশ আলিম দাবা খেলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। কোনো কিছু বন্ধক রেখে খেলা হোক বা বন্ধক না রেখেই

[৪৮] শরহু সহিহি মুসলিম : ৭/৪৪৬
[৪৯] আল-মুগনি : ২৩/১৭৭
[৫০] আল-ফিরুসিয়্যা : ৩০৩

www.QuranerAlo.net

খেলা হোক। বন্ধক রেখে খেলা তো সর্বসম্মতভাবে জুয়া। আর যদি বন্ধক নাও থাকে, তবু অধিকাংশ আলিমের মতে সেটাও হারাম জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম নববি রহ.-কে দাবা খেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তা হারাম না কি জায়িজ? তিনি জবাব দিলেন, যদি তার কারণে সময়মতো সালাত আদায় না করা যায়, অথবা বিনিময় নিয়ে খেলা হয়, তাহলে হারাম। আর যদি বিনিময় গ্রহণ না করা হয়, তাহলে ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতে মাকরুহ হলেও অন্য ইমামগণের মতে হারাম।[৫১]

আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করব, যেন তিনি তাঁর রেজামন্দি অনুযায়ী চলার এবং তাঁর আনুগত্য করার তাওফিক দান করেন। আমিন।

বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ খেলার অনুশীলন

জিজ্ঞাসা : ঝুঁকিপূর্ণ খেলাধুলা অনুশীলনের বিধান কী? যেমন : অনেক উঁচুতে রশির ওপর দিয়ে চলা, অনেক উঁচু থেকে লাফ দেওয়া এবং সাপের সাথে একই খাঁচায় অবস্থান করা ইত্যাদি, এগুলোর বিধান কী?

জবাব : শরিয়ত মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছে, তুমি তোমার দ্বীন আঁকড়ে ধরো এবং ত অনুশাসন মেনে চলার ওপর অবিচল থাকো। এমনিভাবে দ্বীনের ক্ষতি করে এ প্রতিটি আচার-আচরণ ও কাজ শরিয়ত হারাম করেছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

(দ্বীনের ব্যাপারে নিজে) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও যাবে না, আবার (অন্যের) ক্ষতিও করা যাবে না।[৫২]

শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।[৫৩]

ঝুঁকিপূর্ণ খেলার ব্যাপারে আলিমদের অভিমত

ফিকহে হানাফিয়্যাতে *আদ্দুররুল মুখতার* প্রণেতা বলেন, 'এমনিভাবে প্রত্যেক ঝুঁকিপূর্ণ খেলা কেবল এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্যই জায়িজ, যে নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে

[৫১] আল-কাবায়ির : ৮৮
[৫২] সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৪৩০
[৫৩] সহিহ জইফ ইবনি মাজাহ : ৫/৩৪০

www.QuranerAlo.net

প্রবল আস্থা রাখে। যেমন : তিরের সামনে নিজেকে নিক্ষেপ করা এবং সাপ শিকার করা। এগুলো দেখে আনন্দ উপভোগ করাও জায়িজ হবে।'[৫৪]

জায়িজ হওয়ার শর্তসমূহ

প্রথম শর্ত : বিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা এবং এ ধরনের খেলার জন্য পূর্ণ প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। এগুলো তখনই সম্ভব, যখন অধিকহারে অনুশীলন করা হবে, বারবার খেলা হবে এবং কোনো প্রশিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হবে, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, সে আসলেই এ বিষয়ে বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে।

তবে যদি এই প্রশিক্ষণের মাঝে কোনো ফরজে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়, কিংবা কোনো সুন্নাত-মুসতাহাব বাদ পড়ে, তাহলে এই প্রশিক্ষণ হারাম বলে সাব্যস্ত হবে।[৫৫] আর যদি এমন কোনো সমস্যা সৃষ্টি হওয়া ছাড়াই প্রশিক্ষণ কমপ্লিট হয় এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, তাহলে তা জায়িজ এবং এর মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করাও জায়িজ।

দ্বিতীয় শর্ত : নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে খেলোয়ারকে প্রবল বিশ্বাসী হতে হবে। যদি নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে তার বিশ্বাসে দুর্বলতা থাকে, তাহলে এমন বিপজ্জনক খেলা তার জন্য হারাম বলে বিবেচিত হবে। কেননা, সে এর মাধ্যমে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ আমাদের এমন কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ .

নিজেদের জীবন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ো না। [সুরা আল-বাকারা : ১৯৫]

তৃতীয় শর্ত : অর্থের বিনিময়ে খেলা যাবে না। এ ধরনের বাহুল্য ও অর্থহীন খেলার বিনিময় গ্রহণ করা হারাম। যদি কেউ এমন অনর্থক খেলার বিনিময় গ্রহণ করে, তাহলে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগকারী হিসেবে গণ্য হবে।[৫৬]

আমি এ শর্তগুলোর সাথে আরেকটি শর্ত যোগ করব, তা হলো সবসময় খেলা যাবে না; বরং আনন্দের সময়গুলোতে খেলা যাবে। আমার এ কথার সমর্থনে হাদিসের কিছু বর্ণনাও পাওয়া যায়। যেমন : মসজিদে নববির আঙিনায় হাবশি গোলামরা ইদের দিনে খেলাধুলা করত। এর সাথে আনন্দঘন অন্যান্য সময়গুলোকেও যোগ করা যেতে পারে।

---

[৫৪] আদ্দুররুল মুখতার : ৬/৭২৪

[৫৫] ফরজ ছুটে গেলে বা তা আদায়ে বিঘ্ন ঘটলে হারাম হওয়ার বিষয়টি ঠিক আছে। অনুরূপ ওয়াজিবের ক্ষেত্রেও একই বিধানপ্রায়। কিন্তু সুন্নাত বা মুসতাহাব ছুটে গেলে সেটা হারাম হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই; বরং এ ক্ষেত্রে ছুটে যাওয়া বিধানের স্তর অনুযায়ী অপরাধের মাত্রা নির্ধারিত হবে। সুতরাং সুন্নাতে মুআক্কাদা ছুটলে মাকরুহে তাহরিমি, আর মুসতাহাব ছুটলে মাকরুহে তানজিহি হবে।—সম্পাদক

[৫৬] বাগিয়্যাতুল মুশতাক ফি হুকমিল-লাহবি ওয়াল লা'বি ওয়াস সাবাক : ১৫৬-১৫৭

www.QuranerAlo.net

এমনিভাবে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা না থাকার শর্তটিও প্রযোজ্য হবে। খেলোয়ারদের সতর অনাবৃত না হওয়ার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

চিড়িয়াখানা ভ্রমণ

জিজ্ঞাসা : আল্লাহর সৃষ্টি বিভিন্ন শ্রেণির প্রাণী ও তাদের নানা প্রকার দৃশ্য দেখে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে চিড়িয়াখানা ভ্রমণ করার বিধান কী?

জবাব : এই মাসআলার মূল ভিত্তি অন্য আরেকটি মাসআলার ওপর। তা হলো, আল্লাহর এই সৃষ্টিগুলোকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা জায়িজ আছে কি না? সে বিষয়ে এখানে বিস্তর আলোচনার অবকাশ নেই। তবে সাধারণত বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া, সেখান থেকে বিভিন্নভাবে উপকৃত হওয়া জায়িজ আছে।

এমনকি যদি বলি, এমন উদ্দেশ্য নিয়ে চিড়িয়াখান ভ্রমণ করা মুসতাহাব, তাহলে খুব বাড়িয়ে বলা হবে না। কেননা, চিড়িয়াখানা ভ্রমণ করার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সৃষ্টি ও সৃষ্টিরহস্য নিয়ে গবেষণা করা, সেগুলোর জীবনযাত্রা এবং স্বভাবগত বিষয়ে অবহিত হওয়া, যা নিঃসন্দেহে মৌলিকভাবে তার হৃদয়ে রবের প্রতি এবং রবের সুমহান গুণাবলির প্রতি ইমানের গভীরে প্রশংসনীয় ভাব সৃষ্টি করবে। যেমন : আল্লাহর ক্ষমতা, বড়ত্ব, প্রজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ে ঈর্ষণীয় ভাব সৃষ্টি হবে।

চিড়িয়াখানা ভ্রমণ করার মাধ্যমে যখন তার হৃদয়ে মহান প্রতিপালক ও তাঁর গুণাবলির ব্যাপারে এমন ভাব সৃষ্টি হবে, তখন তাঁর দিকে এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার মাঝে স্বতন্ত্র ও আলোকিত আবেগময় ভাব সৃষ্টি হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

أَوَ لَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ .

তারা কি আসমান ও জমিনের কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে চিন্তা করেনি? [সুরা আল-আরাফ : ১৮৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل .

আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করো, কিন্তু আল্লাহর সত্তা নিয়ে গবেষণা করো। না।[৫৭]

---

[৫৭] শুআবুল ইমান, বাইহাকি : ১/১৩১

www.QuranerAlo.net

হাদিসটি শাইখ আলবানি রহ. সহিহ বলেছেন।[৫৮]

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না, তা হলো চিড়িয়াখানায় শরিয়ত-গর্হিত অনেক কাজ হয়, সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। যেমন : নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, যুবক-যুবতীরা তাদের বিশেষ দিনের সাক্ষাতের সময়গুলো চিড়িয়াখানাতেই কাটায়। অনেক সময় মেয়েদের চিড়িয়াখানায় এমন পোশাকেও দেখা যায়, যেগুলো একজন মেয়ের সামনে আরেকজন মেয়েরও পরিধান করা জায়িজ নয়। তাহলে পুরুষের সামনে এমন পোশাক পরিধান করা কীভাবে জায়িজ হতে পারে?

বাকি থাকল, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বারণ করা। তো এমন স্থানগুলোতে এটা সম্ভব নয়। কারণ, শরিয়তের ব্যাপারে মানুষের মাঝে শিথিলতা যে মাত্রায় বাড়ছে, শরিয়ত-গর্হিত কাজের মাত্রার চেয়ে তা কোনো অংশে কম নয়। যদি শহরের স্বাভাবিক অবস্থার সাথে চিড়িয়াখানার তুলনা করা হয়, তাহলে সেখানে মানুষের সংশোধনের জন্য নেককাজের প্রতি দাওয়াতের কোনো পরিবেশই নেই।

এদিকে একজন মুসলিমের প্রধান দায়িত্ব হলো, সময় সঞ্চয় করে সেগুলো নিজের সন্তানদের পিছে ব্যয় করা। যদি এমন পরিস্থিতি না থাকে, তাহলে যথাসম্ভব ফাসাদের স্থান থেকে দূরে অবস্থান করে নিজেকে বাঁচাবে এবং সন্তানদের এমন কিছু দেখা থেকে বিরত রাখবে, যা তাদের দ্বীনের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। শহরে বা চিড়িয়াখানায় গিয়ে সাধারণ মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ ও পরিবেশ সে কীভাবে পাবে?

টেলিভিশনে ফুটবল ম্যাচ দেখা

জিজ্ঞাসা : স্থানীয় হোক বা বাইরের হোক টেলিভিশনে ফুটবল ম্যাচ দেখা হারাম না কি হালাল?

জবাব : যে ফুটবল ম্যাচ কোনো প্রকার বিনিময়ের ওপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হবে তা হারাম। কেননা, তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। কেবল এমন বিষয়ের বিনিময়েই অর্থ গ্রহণ করা জায়িজ, শরিয়ত যার অনুমোদন দিয়েছে। যেমন : ঘোড়দৌড়, উটদৌড় ও তিরন্দাজি। এ পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি জানে, অর্থের বিনিময়ে খেলা হচ্ছে, তাদের জন্য এ ধরনের ফুটবল ম্যাচে উপস্থিত হওয়া এবং দেখাও হারাম। কারণ, এই ধরনের খেলা দেখা এবং সেখানে উপস্থিত থাকা মূলত জুয়াকে সমর্থন করার নামান্তর।

---

[৫৮] *সিলসিলাতুস সহিহা* : ৪/২৮৭

www.QuranerAlo.net

তবে যে ফুটবল ম্যাচে বিনিময় থাকবে না, থাকবে না শরিয়ত-গর্হিত কাজ-আচরণ-বিচরণ এবং যা কোনো সালাত, সাওম ইত্যাদি ফরজ থেকে বিমুখ করবে না, সতর অনাবৃত হবে না, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হবে না এবং হারাম মিউজিক ইত্যাদি থাকবে না; এমন ফুটবল ম্যাচ দেখা এবং সেখানে উপস্থিত থাকাতে কোনো সমস্যা নেই।

আল্লাহর কাছেই তাওফিক চাচ্ছি সমস্ত হারাম বিষয় থেকে দূরে থাকার জন্য। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন এবং তার সকল সাহাবির প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমিন।[৫৯]

শাইখ ইবনে উসাইমিন রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হাফপ্যান্ট পরিধান করে কোনো ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং তাদের দেখার বিধান কী?

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, কোনো ক্রীড়ানুষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক রাখা কেবল তখনই জায়িজ, যখন কোনো ওয়াজিব বিধান লঙ্ঘিত হবে না। আর যদি কোনো ওয়াজিব বিধান লঙ্ঘিত হয়, তাহলে তা হারাম। তবে যদি কোনো মানুষ এমন পর্যায়ে না যায়, সময় নষ্ট না করে এবং খুব কমই খেলাধুলায় মগ্ন হয়, তাহলে তার জন্য জায়িজ আছে।

কিন্তু যখন কোনো ক্রীড়ামোদি কেবল হাফপ্যান্টই পরিধান করে, যার কারণে তার উরু বা উরুর অধিকাংশই উন্মুক্ত থাকে, তাহলে কোনোক্রমেই তা জায়িজ হবে না। কেননা, বিশুদ্ধ অভিমত হলো, যুবকদের জন্য তাদের উরু খোলা রাখা হারাম ও আবৃত রাখা ওয়াজিব। ঠিক তেমনিভাবে এমন খেলোয়ারদের খেলা দেখাও হারাম, যারা উরু খোলা রেখে খেলায় অংশগ্রহণ করে।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ .

মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো, সে অনর্থক বিষয় পরিহার করবে।[৬০]

শাইখ আলবানি রহ. হাদিসটি সহিহ বলেছেন।[৬১]

কাল্পনিক উপন্যাস পড়া

জিজ্ঞাসা : এমন কাল্পনিক উপন্যাস পাঠ করা কি জায়িজ আছে, যেগুলোতে মানবজগৎ সৃষ্টি, প্রাণী ও মানুষের বিবর্তনের কথা বলা হয়?

---

[৫৯] ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা : ১৫/২৩৯
[৬০] সুনানুত তিরমিজি : ৮/২৯৪
[৬১] সহিহ জইফ তিরমিজি : ৫/৩১৭

www.QuranerAlo.net

জবাব : যদি সেই উপন্যাস ও গল্পগুলোর মাঝে মিথ্যা, শরয়ি মূলনীতির পরিবর্তন-পরিবর্ধন, অভিজ্ঞতালব্ধ ও পরীক্ষিত ইলমি বিষয়ের বিকৃতি বিদ্যমান থাকে; যেমন : ডারউইনের বিবর্তনবাদ ইত্যাদি, তাহলে এ ধরনের উপন্যাস ও গল্প এড়িয়ে চলা প্রতিটি মুসলিমের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এগুলো না পড়ে উপকারী কোনো বিষয়ে আত্মনিয়োগ করবে। যেমন : শরিয়ত-অনুমোদিত কোনো জ্ঞান অর্জন, নেক কাজ করা, বাস্তবানুগ ঘটনাসমূহ পড়া, ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য ঘটনাবলি পাঠ করা ইত্যাদি।

অনেক ফিল্ম ও উপন্যাস এমন রয়েছে, যেগুলো খিয়ালি ইলম বা 'কল্পবিজ্ঞান' বলে। এগুলোর মাঝে অনেক কুফরি বিষয় থাকে। যেমন : জীবন ও মরণের ক্ষমতা মানুষের হাতে থাকা, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসার সক্ষমতা রাখা এবং বিশ্বাস করা যে, বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে যেকোনো অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করতে পারে, জীবনকে কোনো জড় বস্তু বা মৃত ডিমের অন্দরে হাজার হাজার বছর যাবৎ সংরক্ষণ করে রাখতে পারে, ভবিষ্যৎসময়ের মাঝে প্রবেশ করতে পারে, আবার অতীতের মাঝে ফিরে আসতে পারে ইত্যাদি। তো এসব কাজ নিঃসন্দেহে অসম্ভব, কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। কেননা, অদৃশ্যের বিষয় আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

কিছু ফিল্ম ও উপন্যাস এমনও রয়েছে, যেগুলো পরস্পরে সাংঘর্ষিক। কিছু আছে মানব ষ্টির ইতিহাস ও পৃথিবীতে তাদের জীবন সৃষ্টির ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত স্পষ্ট র্ণনার ঐতিহাসিক বাস্তবতার পরিপন্থি।

অতএব, মুসলিমরা এমন উপন্যাস পাঠে কেন জড়াবে, যা তাদের আকিদাকে বিনষ্ট করবে, কিংবা কমপক্ষে সময় নষ্ট করবে এবং তাকে এমন কাজে মগ্ন করবে, যাতে তার কোনো উপকার নেই।

যদি কেউ বলে, এগুলো আনন্দ-উল্লাস ও বিনোদনের জন্য পাঠ করি, তাহলে তাকে বলব, হারাম জিনিস দ্বারা বিনোদন গ্রহণ করা হারাম। আর মুসলিমজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই অধিকার সংরক্ষণ করে যে, তার একটি কণাও নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ .

মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো, সে অনর্থক বিষয় পরিহার করবে।[৬২]

[৬২] সুনানুত তিরমিজি : ৮/২৯৪

www.QuranerAlo.net

শরিয়তের দৃষ্টিকোণে গল্প শুধু গল্পই নয়

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন জাতির কাছে প্রেরণ করেছেন, যাদের বিশেষ কোনো ব্যবসা, কারিগরি, রাজনীতি কিংবা কৃষির মাধ্যমে বিশেষত্ব প্রদান করেননি; বরং তাদের বিশেষত্ব দান করেছেন সাহিত্যনির্ভর অলংকারপূর্ণ ভাষায়।

যেহেতু আল্লাহ তাআলার নীতি হলো, নবিদের তিনি এমন মুজিজা দিয়ে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেন, যে বিষয়ে তাদের জাতি শীর্ষস্থান দখল করে থাকে; ঠিক সেই নীতি অনুসারেই নবিজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুজিজা হিসেবে এমন একটি গ্রন্থ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যা তার সাহিত্যের মাধ্যমে আরবের সাহিত্যিকদের হতভম্ব করে দিয়েছে এবং ভাষা অলংকারের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করে তাদের অলংকার শাস্ত্রবিদদের করে দিয়েছে লা-জবাব।

গ্রন্থটি অলংকারশাস্ত্রের প্রতিটি প্রকার ও অভিধানশাস্ত্রের প্রতিটি শাখায় শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। ইশারা-ইঙ্গিত, মৌলিক-রূপক, সুদীর্ঘ-অদীর্ঘ, উপমাসমৃদ্ধ এবং উপমাহীন ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় এতে শত ভাগ প্রাসঙ্গিকতাসহ উল্লিখিত হয়েছে।

এই গ্রন্থটি নিজের মাঝে যতগুলো বিষয় পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে 'কুরআনের কাহিনি' তন্মধ্যে অন্যতম। যেগুলো তার সাহিত্যমান, শব্দচয়ন, শব্দবিন্যাস, অর্থ সঞ্চালন ও লক্ষ্য নির্ধারণে আরবের সাহিত্যিকদের অক্ষম প্রমাণিত করেছে।

কুরআনি গল্পগুলো এমন অলীক কোনো কাহিনি নয় যে, তার দ্বারা কেবল বিনোদন ও সময় কাটানোই উদ্দেশ্য; বরং সেগুলো সত্যের পথে দাওয়াত এবং সত্য-দীক্ষার মাধ্যম হবে। অতএব, সেগুলো উপদেশসমৃদ্ধ ও শিক্ষণীয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন—

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ .

তাদের কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়। [সুরা ইউসুফ : ১১১]

এই কাহিনিগুলো হয় দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার বলিষ্ঠ মাধ্যম; যেমন : কুরআনে কারিমের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ .

আর আমি রাসুলগণের সব বৃত্তান্তই আপনাকে বলছি, যদ্বারা আপনার অন্তরকে মজবুত করছি। [সুরা হুদ : ১২০]

www.QuranerAlo.net

এগুলো এমন ঘটনা, যার মাঝে মিথ্যা ও বানোয়াটির কোনো লেশ নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْثًا .

আল্লাহর চেয়ে বেশি সত্যবাদী কে আছে? [সুরা আন-নিসা : ৮৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ .

এটা কোনো বানানো রচনা নয়; বরং এটা আগের গ্রন্থে যা আছে তার সত্যায়ন ও বিশদ বিবরণ, আর মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশনা ও অনুগ্রহ। [সুরা ইউসুফ : ১১১]

এখানেই শেষ নয়; বরং কুরআনে কারিমে বর্ণিত ঘটনাবলিই সবচেয়ে সুন্দর কাহিনি। ইরশাদ হয়েছে—

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ، وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ .

অহির মাধ্যমে এ কুরআন অবতীর্ণ করে আমি আপনার কাছে সেরা ঘটনা বর্ণনা করেছি। যদিও এর আগে আপনি অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[সুরা ইউসুফ : ৩]

যেহেতু কুরআনে কারিমে বর্ণিত গল্পগুলোর মাঝে অনেক উপকার রয়েছে, তাই তিনি স্বীয় নবিকে এই ঘটনাগুলো মানুষের সামনে বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে—

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ .

অতএব, আপনি বর্ণনা করুন এসব কাহিনি, যাতে তারা চিন্তা করে। [সুরা আল-আরাফ : ১৭৬]

কুরআনে এক ঘটনা একাধিকবার কেন বলা হয়েছে?

কুরআনে কারিমে অনেক কাহিনি একাধিকবার বলা হয়েছে। যেমন, মুসা আ., বনি ইসরাইল ও ফিরাউনের কাহিনি। কিছু কাহিনি কেবল একবারই বলা হয়েছে। যেমন :

www.QuranerAlo.net

লুকমান আলাইহিস সালাম এবং আসহাবে কাহফের কাহিনি। প্রতিটি ঘটনার মাঝে এবং প্রতিবার উল্লেখ করার মাঝে স্বতন্ত্র হিকমত ও উদ্দেশ্য রয়েছে।

প্রাচ্যের কোনো কোনো ভাষাবিদ এবং কিছু অজ্ঞরা মনে করে যে, কুরআনে কারিমের কোনো কোনো কাহিনির একাধিকবার আলোচনাটা বেহুদা স্তূপিকরণ ও অনর্থক কাজ। যদি কুরআনে কারিমে ঘটনাগুলো একবারের ওপরই ক্ষান্ত করা হতো, তাহলে সংক্ষিপ্ত ও উত্তম কাজ হতো!

আমরা তাদের বলব, কুরআনে কারিমে কিছু কাহিনি একাধিকবার উল্লেখ করার মাঝে অনেক হিকমত রয়েছে। যেমন—

১. কখনও একটি সুরায় নবিদের এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়, যা অন্য সুরায় উল্লেখ করা হয় না কারণ, প্রত্যেক স্থানে অন্যস্থানের চেয়ে বর্ধিত কোনো উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়।

২. নবিদের ঘটনাগুলো কোনো স্থানে দীর্ঘাকারে উল্লেখ করা হয়, আবার কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়। এর মাঝে মূলত কুরআনে কারিমের ভাষা অলংকার প্রকাশ করা উদ্দেশ্য; তা এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা একটি বিষয়কে বিভিন্নভাবে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে অলংকারপূর্ণ ভাষায় উপস্থাপন করতে সক্ষম; যেখানে মানুষ চরমভাবে হয় অক্ষম।

৩. একটি ঘটনাকে একাধিকবার উল্লেখ করার উদ্দেশ্যও একাধিক। কখনও সেটিকে নবিদের নবুওয়াত প্রমাণ করার জন্য উপস্থাপন করা হয়, কখনও উল্লেখ করা হ আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ করার জন্য, কখনও উল্লেখ করা হয় আল্লাহর পক্ষ থে তার প্রিয় বান্দাদের সাহায্য করার জন্য, আবার কখনও আবার বর্ণনা করা হয় কাফিরদের ভয় দেখানোর জন্য। যখন যেখানে যেটি উদ্দেশ্য, তখন সেখানে সে পদ্ধতিতেই বর্ণনা করা হয়।

আমাদের নবিজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কর্মপদ্ধতিও এর ব্যতিক্রম নয়। তার আলোচনাগুলো নেককার, বদকার ও আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষাকারীদের উপকারী ঘটনায় ভরপুর। তাদের কর্মফল কী হয়েছিল, মূলত সে উদ্দেশ্যেই ঘটনাগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

আমাদের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিসের এমন দাস্তান সংরক্ষিত আছে, যেগুলোতে তিনি আমাদের জন্য অগণিত কাহিনি বর্ণনা করেছেন।

সেগুলোর মধ্য হতে কয়েকটি হলো—

www.QuranerAlo.net

প্রথম ঘটনা

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুসা আলাইহিস সালাম একবার বনি ইসরাইলের নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যেই জনৈক লোক এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন, যে আপনার চেয়ে বেশি জ্ঞানী? মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, না, এমন কোনো ব্যক্তির কথা আমি জানি না। তখন আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের নিকট অহি প্রেরণ করলেন যে, আমার বান্দা খিজির তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন এবং তার কাছে যাওয়ার পথনির্দেশনা চাইলেন।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা একটি মাছকে এর নিদর্শন বানিয়ে দিলেন এবং মুসা আ.-কে বললেন, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই তুমি খিজিরের সাক্ষাৎ পাবে। সুতরাং মুসা আলাইহিস সালাম সমুদ্রপথে মাছটির প্রতি লক্ষ রাখতে রাখতে চললেন। একসময় আলাইহিস সালামের সফরসাথি ইউশা বিন নুন আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, অমুক পাথরের কথা আপনার মনে আছে? সেখানে মাছটি হারিয়ে গেছে। আমি আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। মূলত আমাকে শয়তানই ভুলিয়ে দিয়েছে। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, আমরা তো ওই স্থানটির খোঁজেই সফর করছি। অতঃপর তারা পদচিহ্ন অনুসরণ করে সেখানে ফিরে এলেন এবং খিজিরের সাক্ষাৎ পেলেন। তারপর উভয়ের মাঝে দীর্ঘ আলোচনা হয়। কুরআনে কারিমে যা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৬৩]

দ্বিতীয় ঘটনা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, জনৈক ব্যক্তি একটি কুকুরকে পিপাসার তাড়নায় তড়পাতে দেখে নিজের পায়ের মোজা খুলে কূপ থেকে পানি তুলে কুকুরকে পান করাল। একপর্যায়ে তাকে সুস্থ দেখে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। এই কাজের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দান করেছেন।[৬৪]

---

[৬৩] সহিহুল বুখারি : ১/১৩২, হাদিস : ৭২, সহিহ মুসলিম : ১২/৯২, হাদিস : ৪৩৮৮
[৬৪] সহিহুল বুখারি : ১/২৯৯, হাদিস : ১৬৮

www.QuranerAlo.net

তৃতীয় ঘটনা

জনৈক মহিলা গির্জায়[৬৫] ইবাদতরত তার ছেলেকে ডাকলেন—জুরাইজ, জুরাইজ বললেন, মা আমি সালাত পড়ছি। (এখন আসতে পারব না) তখন তার মা বললেন, হে আল্লাহ, জুরাইজ যেন কোনো পতিতার চেহারা দেখার পূর্বে মারা না যায়। পরবর্তী সময়ে জনৈক পতিতা তার গির্জায় গিয়ে জুরাইজের অজ্ঞাতে ছাগলের রাখালের সাথে কুকর্ম করে। এর ফলে উক্ত পতিতা যখন সন্তান প্রসব করল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, সন্তানটি কার? পতিতা জবাব দিল, জুরাইজের। জুরাইজ জিজ্ঞেস করলেন, সে মহিলাটি কোথায়, যে বলছে, তার সন্তানটি না কি আমার? এরপর সেই সন্তানকে জুরাইজ জিজ্ঞেস করলেন, বাবু, বলো, তোমার পিতা কে? সন্তান বলল, অমুক রাখাল আমার পিতা।[৬৬]

এগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জবানে বর্ণিত ঘটনা। যদি কোনো ব্যক্তি কেবল কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত ঘটনাগুলো খুঁজে খুঁজে লিখতে চায়, তাহলে বিশালাকারের গ্রন্থ হয়ে যাবে। যদি তার সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনচরিত যোগ করতে চায়, তাহলে তাতে শত ভাগ সফল হতে তার জীবনের সবটুকু সময়ও কম হয়ে যাবে। আর যদি সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়িন, তাবি তাবিয়িন ও সালাফে সালিহিন থেকে যেগুলো বর্ণিত আছে, সেগুলো লিখতে চায়, তাহলে তো জীবনের ব্যস্ততম সুদীর্ঘ কয়েক যুগ লেগে যাবে।

এটাই আমাদের মহান শরিয়ত, যা স্বভাবজাতভাবে গল্প ও কাহিনি শোনানোর জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করেছে। মানবজীবনে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহের বিশাল দাস্তান উপহার দিয়েছে। তবে এগুলো শুধুই রূপকথার মতো বর্ণিত হয়নি; বরং কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত প্রতিটি ঘটনার মাঝে রয়েছে শিক্ষা, দীক্ষা এবং উপদেশের ন্যায় অগণিত উপকার। সেই সাথে এগুলোর মাঝে সমাজ সংস্কারের ন্যায় গতিময় চেতনারও বীজ বপন করা হয়েছে বারেবার।

মুসলিম জনপদে গল্প ও উপন্যাসের আবির্ভাব

ইসলামি শাসনের মধ্যযুগে এসে বিভিন্ন স্থানের কাহিনি নিয়ে আরবি সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। যেমন : মাকামাতে হামদানি, মাকামাতে হারিরি, রিসালাতুল গুফরান ইত্যাদি এই সময়েই রচিত হয়।

---

[৬৫] খ্রিষ্টানদের উপাসনালয়কে গির্জা বলা হয়। ইসলাম আসার পূর্বে খ্রিষ্টধর্মই ছিল সঠিক ধর্ম। ইসলাম আসার পর এ ধর্মের কার্যকারিতা ও বিধিবিধান রহিত হয়ে গেছে।—সম্পাদক

[৬৬] সহিহুল বুখারি : ৪/৪০৪

www.QuranerAlo.net

সাথে সাথে মানুষ আরবি সাহিত্য ছাড়াও কিছু গল্প-দাস্তানের সাথে পরিচিত হয়। যেমন : কালিলা ওয়া দিমনা, *আলফু লাইলা*, লাইলা ইত্যাদি। তবে এ ধরনের গল্পগুচ্ছকে আমি নিয়মতান্ত্রিক বিষয়ভিত্তিক গল্প বলতে পারব না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আরববিশ্বে এমন কিছু সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে, যারা গল্প ও উপন্যাসের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। সুতরাং তারা এ বিষয়ে বিশেষ প্রকৃতির গ্রন্থ রচনা করেন এবং অনারব সাহিত্যের কিছু উপন্যাস তারা আরবিতে অনুবাদ করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় মানফালুতি ফ্রান্স সাহিত্যের একটি উপন্যাসের আরবি অনুবাদ করেন, যার নামকরণ করেন 'আল-ফাজিলা'। এমন আরও কিছু উপন্যাস তিনি আরবিতে অনুবাদ করেন। হাফিজ ইবরাহিম হেক্টোর হিগো-রচিত 'আল-বুয়াসা' গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

সে সময়ে কোনো কোনো সাহিত্যিক উপন্যাস ও গল্পগুচ্ছের মধ্য দিয়ে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয়ের প্রচারণা করতে সমর্থ হন। অর্থাৎ তারা ওই উপন্যাস ও গল্পগুচ্ছের মাধ্যমে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয় প্রমাণ করে সেগুলো প্রচার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে তারা নিজস্ব বা অনূদিত গল্পগুলোর মাধ্যমে কিছু ভালো কাজের সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে শরিয়ত-গর্হিত কিছু ভয়ংকর কাজে জড়িয়ে পড়েন।

মানফালুতি ও হাফিজ ইবরাহিমের সমসাময়িক আলি আহমাদ বাকসির রচিত ইসলামি কাহিনির গ্রন্থটি প্রথম স্তরের গ্রন্থ। তার গল্পসমগ্র ও উপন্যাসের মাঝে ইসলামি আকিদাকেও শক্তভাব ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে করে সেগুলো পাঠকদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। তার নিয়ন্ত্রিত ইসলামি থিয়েটারগুলোতেও এর বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

এই শ্রেণিতে ইরাকের ইসলামি কলামিস্ট দাউদ বিন সুলাইমান আবিদিও রয়েছেন, যিনি খুব সুন্দর অনেক ঘটনা সংকলন করেছেন। যেমন, 'জাবালুত তাওবাহ' বা তাওবার পাহাড়। তিনি এই গ্রন্থে এমন একজন হত্যাকারীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যে নববি যুগেই ১০০টি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। গ্রন্থটিতে জাজিরাতুল আরবের জনৈক যুবতীর ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। এটা হলো, নবিজির যুগে সংঘটিত জনৈক জাদুকর গোলামের ঘটনা। ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে চারটি অংশে। প্রতিটি অংশকেই পৃথক-পৃথকভাবে চমৎকার গল্প মনে করা হয়। *'আলকারার'*, *'শহরজাদ'* ও *'হাদিসুশশাইখ'* ইত্যাদি গ্রন্থগুলো তারই রচনা।

ইসলামি সাহিত্যিক ও লেখকদের মাঝে অন্যতম হলেন আবদুর রহমান রাফাত পাশা, যিনি *'সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবাহ'* ও *'সুয়ারুম মিন হায়াতিত তাবিইন'* গ্রন্থ দুটির রচয়িতা। তাদের রচিত গ্রন্থগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও ইমান জাগানিয়া

www.QuranerAlo.net

উপাখ্যানে সজ্জিত। এ জন্য আমি যুবক-যুবতীদের এ ধরনের গল্পগুলো পড়ার পরামর্শ দিয়ে থাকি।

এ ছাড়া ইসলামি আলোচনা সংবলিত অনেক গ্রন্থ আছে। যেমন : আবদুল আজিজ জাবরিন রচিত *'কিসসাতুর রাজুলিল মাহজুম'* বা পরাজিত লোকটির গল্প। এটা বনি ইসরাইলের এমন এক নারীর গল্প, যাকে তার ভাইয়েরা জনৈক পাদরির কাছে রেখে গিয়েছিল। শয়তান পাদরিকে প্ররোচিত করার কারণে ওই নারীর ওপর পৈশাচিক অত্যাচার চালায়।

আল-আরিনি বিরচিত *'দিফউল লায়ালিশ শাতিয়াতি'* বা শীতল রাতের উষ্ণতা গ্রন্থটি সর্বোচ্চ প্রচারিত ছিল এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের চাহিদাও ছিল তুঙ্গে। এ ছাড়া রয়েছে আবদুল মালিক আল-কাসিম রচিত *'মুহাওয়ালাতুন ফিজ জামানিল কাদিম* বা ভবিষ্যৎ সময়ের সাধনা।[৬৭] এখানে কিছু ঘটনা এমনও রয়েছে, যেগুলো নির্ধারিত ব্যক্তির অভিপ্রায়ে লেখা হয়েছে তার ব্যক্তিগত জীবনচরিত থেকে। যেমন : মালিক আর-রাহবি তার *'রিহলাতুহু ইলান্নুর'* বা জ্যোতির পথে ভ্রমণ গ্রন্থে লিখেছেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, অনেক ইসলামি লেখক মূল ঘটনার ওপর কিছু অতিরঞ্জিত কথা ও ব্যাখ্যা লেখেন, যা মূল ঘটনার অংশ নয়। অতএব, পাঠকের দায়িত্ব হবে, সাহিত্যবোদ্ধার ন্যায় বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ বিষয়ের মাঝে ব্যবধান নিশ্চিত করার চেষ্টা করা।

অনেক ইসলামি উপন্যাস এমন পাওয়া যাবে, যেগুলোতে অনেক গর্হিত কাজের সমর্থন রয়েছে। যেমন : এমন ঘটনা পাওয়া যাবে, যেখানে নারী-পুরুষের মাঝে অবাধ মেলামেশা ছিল, আবার এমন ঘটনাও পাওয়া যাবে, যেখানে একজন মহিলা ইসলামের সেবা করার জন্য একাকী পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ভ্রমণ করেছে ইত্যাদি। অথচ ইসলামি শরিয়তে এগুলোর অনুমোদন নেই; যদিও শুনতে বা পড়তে খুবই দারুণ মনে হয়।

বহিরাগত অনূদিত উপন্যাসের ব্যাপারে সতর্কবাণী

অনেক পাশ্চাত্য সাহিত্যিক তাদের সমাজ সংস্কারের জন্য এবং তাদের নিজস্ব আবহকে জুলুম ও শত্রুতার নানাপ্রকার জীবাণু থেকে মুক্ত করার জন্য কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন। তারা তাদের রচনাবলিতে অসচ্চরিত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধসংক্রান্ত, রাজা কর্তৃক গরিবদের ওপর অত্যাচার প্রতিরোধ বিষয়ক, যথার্থ কোনো কারণ ছাড়া গির্জা কর্তৃক জনগণের কাঁধে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় প্রসঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে তারা ভুলবশত আভিজাত্য, মর্যাদা, চারিত্রিক ও বাহ্যিক পবিত্রতা বিষয়ে বিশুদ্ধ অনুশাসন মেনে চলার দাবি করে থাকেন। ভুলবশত বললাম এ জন্য যে, তারা এই নীতিকথাগুলোর শূন্যভাগও আমল করে না।

---

[৬৭] এ বইটি 'স্বাগতম তোমায় আলোর ভুবনে' নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

পাশ্চাত্যের যে সকল সাহিত্যিকের উপন্যাসগুলো তাদের সমাজে অনেক বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সফল হয়েছে; এমনকি পাশ্চাত্যবাদীদের কাছে এগুলো স্বাধীনতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নয়নের প্রতীকে রূপ নিয়েছে, তাদের মধ্যে শেক্সপিয়র, ফন গ্যোটে, ভলতেয়ার, মুলার, জঁ-জাক রুশো, ভিক্টোর হিগো ও তলস্তয় অন্যতম।

তাদের নিজস্ব সমাজ ও পরিমণ্ডলে তাদের উচ্চাবস্থান এবং সম্মান-মর্যাদা বিস্ময়কর কোনো বিষয় নয়; কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তাদের সমাজ থেকে পরিবর্তিত হয়ে আমাদের সমাজ ও শহরে তাদের আকাশছোঁয়া মর্যাদা এবং কোনো চিন্তাভাবনা ও গবেষণা ছাড়াই তাদের উপন্যাসগুলো আমাদের ভাষায় রূপান্তর করা!

এটি কখনো কোনোভাবেই প্রত্যাশিত ও শরিয়তসম্মত নয়। কারণ, তারা অমুসলিম এবং আল্লাহর একত্ববাদী দ্বীন তারা বিশ্বাস করে না। অতএব, তাদের উপন্যাসগুলোতে অধিকহারে শরিয়ত গর্হিত কথা থাকবে, সেগুলো আমাদের আকিদা-বিশ্বাস বিরোধী হবে, আমাদের অস্তিত্ব ও চরিত্র বিরোধী হবে—এটাই স্বাভাবিক। তারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে মহান আল্লাহর কুফরির দিকে, পাপাচারিতা ও অন্যায়ের দিকে আহ্বান করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তো এমন গর্হিত বিষয়গুলো মুসলিমসমাজে প্রচার করা কি কোনোভাবে মেনে নেওয়ার মতো?

যেমন : মানফালুতি পাশ্চাত্যবাদী সাহিত্যিকদের যে উপন্যাসগুলোর আরবি অনুবাদ করেছেন, সেগুলোর কোনো গল্পের কাঠামোতে পরিবর্তন আনেননি, কোনো প্রেক্ষাপটেরও রদবদল করেননি; বরং তারা যে কথা যেভাবে লিখেছেন, মানফালুতি তাদের কথাগুলো ঠিক সেভাবেই কেবল আরবিতে রূপান্তর করে দিয়েছেন। অথচ গল্পের বিষয়বস্তু ছিল খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধসংক্রান্ত। ওদিকে গল্পের লেখক একজন খ্রিষ্টান। সে তো তার গল্পের মাঝে খ্রিষ্টবাদ ও খ্রিষ্টানদের পক্ষেই মায়াকান্না জড়িয়ে লেখবে—এটাই স্বাভাবিক। তারা তো চাইবেই যে, খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতির কাছে ইসলামি সংস্কৃতির পরাজিত হোক।

বিষয়টি স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ মাপের অনেক বড় একটি ফিতনা। আপনি একজন মুসলিম হয়ে কীভাবে এমন কল্পনা করেন যে, আপনার স্বধর্মীয় একজন মুসলিম ক্রুসেডারদের সামনে পরাজিত হবে? এমন উপন্যাসগুলো নিজের মাতৃভাষায় অনুবাদ করা ঠিক নয়, সেগুলোর প্রকাশনা ও প্রচারণা অন্যায় এবং সেগুলো পাঠ করা আমাদের অস্তিত্বের অবক্ষয়।

মানফালুতির পক্ষে দাঁড়িয়ে দুর্বল মেধার কোনো ছাত্র ও অজ্ঞ মানুষদের জন্য এ কথা বলার কোনো অধিকার নেই যে, আমরা এগুলো অধ্যয়ন করে তার প্রতিবাদ করব! কেননা, মানফালুতির অনুবাদের মাঝে একধরনের জাদু আছে, যা হয়তো আপনার

www.QuranerAlo.net

পড়াকে নষ্ট করবে, না হয় আপনার দ্বীনকে নষ্ট করবে। যদিও এগুলোর মাঝে সময় কাটানো ও বিনোদনের অনেক রস আছে।

গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে নাস্তিকতার সূচনা

ইসলাম ও মুসলিমদের মাঝে পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে, আঞ্চলিকভাবে, জাতীয় পর্যায়ে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রাচীন ও সাম্প্রতিক বিরোধ, দ্বন্দ্ব, কলহ ও দলাদলির সাথে সাথে কিছু মানুষ পাশ্চাত্যবাদীদের বর্বরতা ইসলামবিদ্বেষীয় ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত হয়েছে। এমনকি তাদের বড় একটি সংখ্যা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য তাদের কলেজ ভার্সিটিতে এ্যাডমিশন নিয়েছে ও নিচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবিত এই লোকগুলো এমন কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, যেগুলোতে পাশ্চাত্যবাদীয় কর্ণধারদের কথা লেখা হয়েছে। বিজাতীয়দের ভাষায় লিখিত ইমান বিধ্বংসী বিষাক্ত লেখাগুলো তারা আরবি ভাষায় রূপান্তর করে আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওই উপন্যাসগুলো আমাদের জন্য ভারী বোঝা ও ইসলামি বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে বিষফোঁড়ার মতো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও কোথাও তো সরাসরি মৌলিক ও শাখাগত উভয় দিক থেকেই ইসলামের ওপর আঘাত করা হয়েছে। এদের অর্বাচিনতা বা স্বার্থপরতার কারণে আমাদের সমাজ পাশ্চাত্য সাহিত্যের ফিতনায় জড়িয়ে পড়ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় মুহাম্মদ হুসাইন হাইকাল *'জয়নাব'* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছে। তিনি ফ্রান্সে পড়ালেখা করেছেন। নাজিব কিছু গল্প লিখেছে, যেগুলোর পুরোটাই নষ্টপচা ও নিকৃষ্টতর অনিষ্টতার ভান্ডার।

তাদের ভাষা ও কলম পাশ্চাত্যবাদী লেখকদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাদের গ্রন্থের ব্যাপারে লিখেছে, 'এটা এক মহান কিতাব।' লেখকদের ব্যাপারে লিখেছে, 'বড় কবি, প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক শিল্পী' ইত্যাদি। এমন আকর্ষণীয় ও মোহনীয় ভাষায় এরা পাশ্চাত্যবাদী লেখকদের প্রশংসা করে পরিকল্পিতভাবে মুসলিম সমাজে তাদেরকে হিরো হিসেবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টা করছে।

উপন্যাসের মাঝে নতুন সমীকরণ

এরপর ধীরে ধীরে আমাদের যুগে এসে মুসলিম উম্মাহকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের লেখনীর মাঝে জোরেসোরে এজেন্ডা বানিয়ে নতুন সমীকরণ আরম্ভ হয়েছে। এই সমীকরণের মাঝে তারা সূক্ষ্ম উপস্থাপনা, তত্ত্ব-উপাত্তের মারপ্যাঁচ, গোপনীয়তা ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করছে।

www.QuranerAlo.net

এই সমীকরণ বাস্তবায়ন করার জন্য কিছু নতুন লেখক আত্মপ্রকাশ করেছে, যাদের লেখনীর মাঝে অনেক গল্প ও কাহিনি সংযোজন করা হয়েছে। মুসলিমদের প্রকাশনাগুলোতে তাদের জন্য পৃথক অবস্থানও তৈরি করা হয়েছে। এমনকি তাদের নামে ওয়েবসাইটও খোলা হয়েছে।

তাদের এই নতুন সমীকরণের যাবতীয় কার্যক্রম কুফরি ও ধর্মদ্রোহিতায় তো ভরপুর আছেই, উপরন্তু লেখকদের মাঝে না আছে ভাষাগত দক্ষতা, আর না আছে চিন্তার গভীরতা ও পোক্ততা। সমীকরণে অংশগ্রহণকারী লেখকদের মাঝে প্রশংসা পাওয়ার মতো কোনো প্রতিভা বা যোগ্যতার লেশমাত্র নেই। এত কিছুর পরও আমাদের স্বজাতীয় সাহিত্যিকরা তাদের ব্যাপারে বলছে, 'বিদগ্ধ ও প্রতিভাবান সাহিত্যিক।' আমরা অতিসত্বর এই নতুন সমীকরণের অসারতা ও তুচ্ছতার ব্যাপারে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

পাশ্চাত্য দর্শনে আধুনিক গল্পকার হওয়ার উপায়

প্রথম পদক্ষেপ : আপনি এমন চিন্তা করুন, যা কোনো ব্যক্তিকে চিন্তিত করতে পারে না। যেন আপনার সেই চিন্তার জগৎ মানবজগৎ ছাড়া অন্যকিছু নিয়ে হয়। যেমন : দুই চড়ুই পাখির মাঝে গান, মিষ্টির টুকরো বহন করতে গিয়ে পিঁপড়ার মৃত্যু, পতনোন্মুখ গাছের পাতা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : আপনার সামনে ঘটে যাওয়া কোনো দৃশ্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলুন। যেমন : আমার সম্মুখ দিয়ে সুন্দর একটি লাল পিঁপড়া চলছিল। তখন তার পিঠে সুস্বাদু মিষ্টির একটি টুকরো ছিল। হঠাৎই সেখানে কুৎসিত কালো কুশ্রী একটি পিঁপড়া এসে লাল পিঁপড়াকে হত্যা করে মিষ্টির টুকরো ছিনতাই করে নিয়ে গেল। এ ঘটনায় আমার খুবই কষ্ট হয়েছে।

তৃতীয় পদক্ষেপ : কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করতে পারে এমন নামগুলো এড়িয়ে চলুন। যেমন : আমার সম্মুখ দিয়ে সুন্দর একটি লাল প্রাণী চলছিল। তখন তার পিঠে সুস্বাদু মিষ্টির একটি টুকরো ছিল। হঠাৎই সেখানে কুৎসিত কালো কুশ্রী একটি প্রাণী এসে লাল প্রাণীকে হত্যা করে মিষ্টির টুকরো ছিনতাই করে নিয়ে গেল। এ ঘটনায় আমার খুবই কষ্ট হয়েছে।

দেখুন, এখানে কিন্তু পিঁপড়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

চতুর্থ পদক্ষেপ : এমন প্রতিটি বিষয় এড়িয়ে চলুন, যার দ্বারা পাঠক মূল ঘটনা বুঝতে পারে। যেমন : আমার সামনে চলছিল। কুশ্রীটি তাকে আক্রমণ করে তার প্রাণবধ করল। এ নিয়ে আমার খুব কষ্ট হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

লক্ষ করুন, শুধু এই আলোচনাটুকুর মাধ্যমে মূল ঘটনার কিছুই বোঝা যায় না।

পঞ্চম পদক্ষেপ : ক্রিয়ার কর্তাকে অজ্ঞাত রেখে ঘটনা তুলে ধরুন। এটি একটি মৌলিক বিষয়। যেমন : তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। তার সাথে প্রতারণা করা হলো। তার জীবননাশ করা হলো। এ চিন্তা আমাকে নিস্তব্ধ করে দিয়েছে।

বুঝতে চেষ্টা করুন, এখানে বক্তাকে নির্ধারণ করে কথা বলা হয়নি।

ষষ্ঠ পদক্ষেপ : জাতিগত বৈশিষ্ট্য যুক্ত করুন। যেমন : সে উন্মুক্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে ছুটল। মৃত্যু তার বক্ষে আঘাত করল, তার সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই। এ চিন্তা আমাকে আঘাতে জর্জরিত করেছে।

সপ্তম পদক্ষেপ : যা লিখেছেন তা পড়ুন। যদি নিজের লেখা নিজে বুঝতে পারেন, তাহলে আবার লেখার চেষ্টা করুন। কারণ, লেখাটি প্রকাশের উপযোগী হয়নি। আর যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে চিন্তিত হবেন না। কেননা, লেখাটি প্রকাশের উপযোগী হয়েছে।

অর্থাৎ আপনার কথা যদি বোধগম্য হয়, তাহলে তা প্রকাশের উপযোগী হয়নি। আর যদি বোধগম্য না হয়, তাহলে এই উদ্ভূত বিষয় প্রকাশের উপযোগী হয়েছে।

তারা সাতটি ধারার কথা উল্লেখ করেছে, তাতে এ কথা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়েছে যে, তাদের প্রথম উদ্দেশ্য হলো সত্যকে গোপন করা। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, মর্ম, মাকসাদ ও অর্থহীন এমন কথা বলা ও প্রচার করা, যেগুলোর মর্ম, মাকসাদ ও অর্থ উদ্ধারের পেছনেই পাঠকের অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থোদ্ধারে সৃষ্টি হবে মতবিরোধ, যাতে কেটে যাবে সময়ের আরও বড় একটি অংশ। তাদের এই প্রবঞ্চনাপূর্ণ কাজগুলো সাহিত্য, ভাষা ও শরিয়ত—সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই গর্হিত ও পরিত্যাজ্য।

আভ্যন্তরীণ ফিতনার বহিরাগত সমর্থন

পেছন থেকে ইহুদিরা এ জাতীয় লেখকদের সারা পৃথিবীর সভ্য দেশগুলোতে নিজেদের সাহিত্যগত এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহার করছে। তাদের সাহিত্যগত এজেন্ডা ও প্রক্রিয়া কিছু কিছু মুসলিমের মাঝে এমন শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টি করছে যে, তাদেরকে নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতায় বাধ্য করছে। যেমন—

নভেল এজেন্ডা : ইহুদিদের বড় একটি দল এটি নিয়ন্ত্রণ করছে। যার মৌলিক সরঞ্জামই হলো নাজিব মাহফুজ কর্তৃক সংকলিত বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত উপন্যাসগুলো। এই নাজিব মাহফুজ আমাদের সন্তান হয়ে আমাদের পেরেশান করে রেখেছে। তারা অন্য সব উপন্যাস বাদ দিয়ে এমন উপন্যাস কেন গ্রহণ করে, যা দ্বীনকে নিয়ে উপহাস করে?

www.QuranerAlo.net

তারা কেবল এমন লোককেই কেন নির্বাচন করে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে?

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এই নাজিব মাহফুজ একবার বলেছে যে, 'এই এজেন্ডার পেছনে রাজনৈতিক পদক্ষেপ রয়েছে। আমি এখনই সেগুলো ব্যক্ত করলে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে।' চিন্তার বিষয় হলো, তাদের এজেন্ডায় এমন কী কী বিষয় রয়েছে, যেগুলো প্রকাশ হলে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে? আবার সেগুলো গ্রহণ করার জন্য সাধারণের মাঝে আহ্বান করা হয়েছে! আবার দৃঢ়ভাবে এগুলো সফল হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে!

ঔপন্যাসিক নাওয়াল সাদাবি বলেন, 'এই নভেল এজেন্ডা মূলত রাজনৈতিক এজেন্ডা। এই এজেন্ডাগুলোর অধিকাংশই চিন্তাগত।' তারপরও দেখি, কিছু মানুষ এই নভেলগুলোর প্রতি চরমভাবে আকৃষ্ট।

আমাদের পেরেশানকারী যেই নাজিবকে এই এজেন্ডা দেওয়া হয়েছে, সে 'নিটো' নামের পাশ্চাত্যের এমন একজন লেখকের অনুকরণ করছে, যে মানুষকে 'প্রভু মারা গেছেন' মতাদর্শের দিকে আহ্বান করছে। (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিকা)

তো এই ঔপন্যাসিক নাজিব মাহফুজ নিজে তো আল্লাহ ও নবি-রাসুলগণ সম্পর্কে কটূক্তি করছেই, উপরন্তু নিজের সন্তানদের এমন সব সূক্ষ্ম তথ্য উদঘাটন করার জন্য দাঁড় করিয়েছে, যা কেবল পেরেশানিই সৃষ্টি করবে। তারা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে তুর পাহাড়সংক্রান্ত ইতিহাস নিয়ে মিথ্যা তথ্য উদঘাটন ও তৈরিকরণে লিপ্ত। আল্লাহ তাআলা তাদের এমন বানোয়াট কথার অনেক ঊর্ধ্বে এবং এগুলো থেকে পবিত্র।

তারা তুর পাহাড়কে বানিয়েছে মুসা আলাইহিস সালামের গোপন তথ্য এবং সাপসংক্রান্ত মুজিজার সূত্রও নির্ধারণ করেছে এই পাহাড়কেই। রিফাইকে বানিয়েছে ইসা আলাইহিস সালামের গোপন তথ্য এবং গণ্য করেছে সুযোগসন্ধানীদের মধ্যে। কাসিমকে বানিয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোপন তথ্য। তারা কাসিম শব্দের মাধ্যমে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যে রক্তের হোলি খেলে, মাদকে লিপ্ত থাকে এবং নানাপ্রকার পাপাচারিতায় জড়িয়ে পড়ে।

পাহাড়সংশ্লিষ্ট উপন্যাসগুলোর প্রায় সবই আল্লাহ, তাঁর নবি ও রাসুলগণের সাথে উপহাসে ভরা। এমনকি তার উপন্যাসের সমাপ্তি টানা হয় (তাদের ভাষায়) আল্লাহর মৃত্যুসংক্রান্ত গল্পের মাধ্যমে। (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিকা)

সুইডেনীয় ভাষায় তার এই উপন্যাসের অনুবাদ করা হয়েছে 'প্রভুর মৃত্যু' নামে। সুইডেনের একাডেমিক এজেন্ডার একটি নিবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে, নাজিব মাহফুজ সেখানে 'প্রভুর মৃত্যু' সংক্রান্ত একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তরদাতার পদে আমন্ত্রিত ছিল।

www.QuranerAlo.net

যা এ কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, তার উপন্যাসগুলোর সাথে পাশ্চাত্যের যোগসূত্র রয়েছে।

গনকোর্ট এজেন্ডা : এটা মূলত ফ্রান্সীয় এজেন্ডা। এটা কেবল সেসব গল্পকর্মের জন্য বাজেট করা হয়, এডমন্ড গনকোর্ট বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে যেগুলোর অনুমোদন দেয়। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর পূর্বে এই এজেন্ডার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। যার প্রথম অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিল পাশ্চাত্যবাদী নাস্তিক 'ইবনে জালুন'। এই পরিপ্রেক্ষিতে এমন সব উপন্যাস লেখা হয়েছিল, যা কঠিন কুফরি ও ধর্মদ্রোহিতার মূল উৎস ছিল।

পদ্ম এজেন্ডা : এশিয়া ও আফ্রিকার লেখকরা এর সাংগঠনিক অনুমোদন দিয়েছিল। এটা মূলত আন্তঃচিন্তীয় সেবার কাজে নিয়োজিত। এ কাজে আরবের কিছু লেখককেও তারা সহকর্মী হিসেবে পেয়ে যায়। মার্ভে, ফিলিস্তিনসহ আরও কয়েকটি মুসলিমদেশের কিছু লেখককে তারা নিজেদের জালে ফাঁসাতে সফল হয়।

প্রাচ্যীয় ও পাশ্চাত্যীয় নাস্তিকরা তাদের সন্তানদের হৃদয় থেকে ইসলাম ছিনিয়ে নেওয়ার কুচিন্তায় বিভোর ছিল। সুতরাং তারা আরবের পচা মানুষগুলোকে নিজেদের বিষাক্ত থাবা অব্যর্থ করার কাজে সহযোগী হিসেবে নির্বাচন করেছিল। এমন কিছু লোককেও তারা বাছাই করে, যারা বাহ্যিকভাবে ইসলামি অনুশাসন মেনে চললেও প্রকৃত ইসলামপ্রিয় ছিল না। এদের মাধ্যমেই পাশ্চাত্যবাদীরা ইসলাম ধ্বংসে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার ষড়যন্ত্রের লিপ্ত ছিল। এ কাজে সহযোগী হিসেবে তারা নিজেদের তৈরি গল্প ও উপন্যাস ব্যবহার করত।

এই নোংরা পদ্ধতিতে তারা খুব সহজভাবে শরিয়তের বিধিবদ্ধ বিষয়গুলোকে রুদ্ধ করার এবং একত্ববাদবিরোধী, চরিত্রবিনাশী, সুসভ্যতা ধ্বংসকারী ও যাবতীয় উপকারী বিষয়বিরোধী নোংরামি প্রচার-প্রসার করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

অপরাধের কিছু হালাল বাহানা

আরবের অনেক ধর্মদ্রোহী ও পাপাচারী তাদের ভ্রষ্ট চিন্তাকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য এই বাজে উপন্যাসগুলোকে বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছে। কেননা, তারা জানে যে, অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তাগুলো পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে পারবে না। সুতরাং তারা নিজেদের ভ্রষ্ট চিন্তার বাহক ও প্রচারক হিসেবে ওই উপন্যাসগুলো গ্রহণ করেছে।

তাদের আরেকটি নোংরা পদ্ধতি ছিল, নিজেদের কথাগুলো গল্পকারদের নামে চালিয়ে দিত আর বলত, আমরা তো এমন বলিনি; বরং অমুক গল্পকার এভাবে বলেছেন,

www.QuranerAlo.net

আমরা তো কেবল তাদের কথাগুলো উদ্ধৃত করছি। আর এই মূলনীতি তো কারও অজানা থাকার কথা নয় যে, কুফরির উদ্ধৃতিকারী কাফির নয়।

এই মূলনীতির মাধ্যমে তারা মূলত আল্লাহ তাআলা এবং মুমিনদের ধোঁকা দিতে চায়। আল্লাহ তাআলা তাদের ধোঁকার জবাবে আগেই বলে রেখেছেন—

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ.

> তারা আল্লাহ ও ইমানদারদের ধোঁকা দেয়। বস্তুত তারা কেবল নিজেদেরই ধোঁকা দিয়ে থাকে; যদিও তারা তা অনুভব করতে পারে না। [সুরা আল-বাকারা : ৯]

এদের উপমা দেওয়া যেতে পারে সেই ইঁদুরের সাথে, যে তার গর্তের দুটি মুখ তৈরি করে রাখে। একটা মুখ তৈরি করে আগমন প্রস্থানের জন্য, আরেকটি মুখ তৈরি করে রাখে দ্বিমুখী সংকটের সময় পালানোর জন্য।

আর এই নাস্তিকেরা কুফরি ও পাপাচারে প্রবেশ করে এবং প্রকাশ্যে তার প্রচারণাও চালায়। কিন্তু যখন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তখন বলে, 'আমরা তো কুফরির উদ্ধৃতকারী মাত্র, আসলে কাফির নই।

তাদের একজন বলেছে, 'এক কাজের দুদিক-আল্লাহ ও শয়তান।'

এ কথা বলার পর নিজের কুফরির পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছে, 'আমি কথাটি অমুক ব্যক্তির আলোচনা থেকে উদ্ধৃত করে বলেছি।'

প্রিয় ভাই, একটু ভাবুন তো, কে এই ব্যক্তিকে আবিষ্কার করেছে!? কে কথাগুলো এভাবে লিখে তার প্রচারণা চালাচ্ছে?

আপনি কি ভাবছেন, কথাগুলো আবু জাহাল, আবু লাহাব বা সরাসরি শয়তানের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে? নাকি ওই ব্যক্তিই নিজের পক্ষ থেকে এই ধরনের বাজে কথা বলার পর অন্যের উদ্ধৃতির দোহাই দিচ্ছে?

সে যদি তার দাবি অনুযায়ী অন্যের কথা উদ্ধৃত করার বিষয়টিতে সত্যবাদীই হয়ে থাকে, তাহলে সে এই ভ্রান্ত কথাটি উদ্ধৃত করা পর তার অপনোদন করেছে কি? নাকি তাদের কথার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে মেনে নিয়েছে এবং তার কোনো প্রকার প্রতিবাদ করেনি?

মূলত এই প্রকারের প্রবন্ধ ও নিবন্ধগুলোর মাধ্যমে তারা নিজেদের নাস্তিকতা ও পাপাচারিতার স্বীকারোক্তি প্রদান করে, শরিয়তের মূলনীতি থেকে দূরে চলে যায় এবং দেয়ালের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে তাদের গডফাদারদের কথার উদ্ধৃতিতে আল্লাহর

www.QuranerAlo.net

দেওয়া শরিয়ত ও তার পথের দাঈদের প্রতিহত করার অপপ্রয়াস চালায়। যার মূল চালিকাশক্তি হলো, 'কুফরির উদ্ধৃতিকারী কাফির নয়'—এই অসম্পূর্ণ মূলনীতি। তাদের পথিকৃতরাও তাদের পক্ষে যুক্তির আলোকে প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করে।

একজন জ্ঞানবান মুসলিম দাঈ হিসেবে তাদের সংশয়গুলো দমন করার চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং যখন কোনো মুনাফিক সুলাইমান আলাইহিস সালামের প্রতি উপহাস করে বলবে, 'অলিমা তো সামুদ্রিক হিংস্র প্রাণীর জন্য'। এরপর এই কপটতাকে আড়াল করার জন্য তারা বলবে, 'উক্ত উপন্যাসের মাঝে নাস্তিকতাসূলভ তোমরা যে কথাগুলো দেখছ, সেটা তো লেখকের কথা নয়; বরং এটা অমুক গল্পকারের কথার উদ্ধৃতি।'

তখন তার জবাবে বলা হবে, 'ভালো তো, কোনো সমস্যা নেই। এবার তোমাদের সামনে এমন গল্প উপস্থাপন করব, যার মাঝে তোমাদের লেখক ও গবেষকদের আমরা গালি দেব। অতঃপর তোমাদের কেউ যখন আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে, তখন বলব, আমি তো এ কথার প্রবক্তা নই; বরং অমুক গল্পকার বলেছে, আর আমি সে কথাই উদ্ধৃত করেছি।' তখন এই কপট কাফির বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এটা তো গেল তার্কিক জবাব। এবার শরিয়তের আলোকে দালিলিক জবাব শুনুন! তাদেরকে বলব—

প্রথমত : 'কুফরির উদ্ধৃতকারী কাফির নয়'—মূলনীতিটি এই শর্তে গ্রহণীয় যে, উদ্ধৃতি শ্রবণকারীর সামনে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে যে, আমি এই কথার প্রবক্তা নই' কিন্তু এই মুনাফিকদের পক্ষ থেকে এমন পরিষ্কার ঘোষণা তাদের বইয়ে উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয়ত : এই কুফরি ও ফাসাদপূর্ণ কথাগুলো তাদের ভাষায় এমন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে কুফরিমূলক কথাই বলা হচ্ছিল এবং তারা কুফরির পক্ষেই প্রমাণ পেশ করছিল। সাধারণ পাঠকের সামনেও তা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

তৃতীয়ত : অধিকাংশ আলোচকরা তাদের আলোচনার ভূমিকাতেই পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগতভাবেই এই কথাগুলো বলেছে, অথবা এভাবে বলেছে যে, এগুলো তাদের আত্মজীবনী। কিন্তু যখনই তাদের গল্পগুলো বাতিল বলে প্রমাণিত হয়েছে, তখনই নিজেদের সম্পৃক্ততা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

অতএব, আমরা সংশোধিতরূপে আলোচ্য মূলনীতিটির ব্যাপারে বলব, 'কুফরির উদ্ধৃতকারীর কাফির হওয়া জরুরি নয়। তবে যখন কুফরি উদ্ধৃত করে তা স্বীকার করে নেবে, তখন নিশ্চিতভাবে সে কাফির হয়ে যাবে। এরপর সে মেনে নিক বা অস্বীকার করুক, তাতে কিছু আসে যায় না।'

www.QuranerAlo.net

চিন্তা ও মতের স্বাধীনতা

এখানে তারা খুব মজবুতভাবে আরেকটি দাবি করে থাকে যে, চিন্তা ও মতের স্বাধীনতার ব্যানারে তাদের এই নাস্তিকতা ও পাপাচারিতার প্রচারে কোনো সমস্যা নেই। অধিকাংশ নাস্তিক খুব আত্মতৃপ্তি নিয়ে এই পরিভাষাটি ব্যবহার করে। বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এবং নিজেদের ভ্রষ্টতাকে প্রচার-প্রসার করার জন্য তারা এই পরিভাষাকে কমন ডায়ালগরূপে সিঁড়ি ও পুল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

যেমন : তারা প্রত্যেক এমন কিতাবের বিপক্ষে এই পরিভাষাটির সদ্ব্যবহার করে, যে কিতাবগুলো তাদের গোপন ভেদ ফাঁস করে দেয়। সুতরাং তারা তাৎক্ষণিকভাবে এই সমস্যাকে আড়াল করে ফেলে এবং মানুষের সামনে তাদের দোষ প্রকাশ হওয়া থেকে বেঁচে গিয়ে একাকিত্বের তিক্ত শ্বাস গ্রহণ করে। সাথে সাথে এটাও প্রমাণ হয়ে যায় যে, লোকজন তাদের কথা গ্রহণ না করে বরং প্রত্যাখ্যান করেছে।

এভাবেই তারা নিজেদের প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যায় এবং প্রাণ বাঁচিয়ে চলে। মূলকথা হলো, তারা লেখনীর স্বাধীনতাকে কেবল আল্লাহর সত্তা, তাঁর দ্বীন ও দ্বীনদারদের পেছনেই ব্যবহার করে থাকে। এসব করছে বিনোদনমূলক সেবার আড়ালে। নিজেদের দাষ ও সমস্যা তুলে ধরে জাতির কল্যাণে তারা কেউ এই স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে না।

আকিদা ও চরিত্রে আঘাত

পাশ্চাত্যবাদী এই লেখকরা যে উপন্যাসগুলো রচনা করেছে, মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করাকে যেভাবে নিজেদের দায়িত্ব মনে করে বসে আছে, যদি কোনো পাঠক সেগুলো দেখে, তাহলে দেখতে পারবে যে, সেগুলোতে দুটি বিষয়ের ওপর আঘাত করা হয়েছে। প্রথমত, আকিদা-বিশ্বাসের ওপর, আর দ্বিতীয়ত উত্তম চরিত্র-আখলাকের ওপর। এই দুটি বিষয়েই আমি বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

তাওহিদের তিরস্কার ও নাস্তিকতার আবিষ্কার

এই গ্রন্থগুলোর অধিকাংশ লেখক সঠিক পথ থেকে পদস্খলিত হয়ে কুফরি ও নাস্তিকতার জলাশয়ে পড়ে গেছে। ফলে তারা শরিয়তের সর্বসম্মত বিষয় এবং দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলা আরম্ভ করেছে।

আমরা দেখতে পাই, তাদের লেখাগুলোতে নাস্তিকতার প্রতি দাওয়াত, আল্লাহর সত্তার প্রতি উপহাস ও নিষ্পাপ নবিদের প্রতি ঠাট্টার বিষবাষ্পে ভরপুর। বরং সেই গ্রন্থগুলোর প্রতিটি পরতে পরতে কুফরি, ধর্মদ্রোহিতা, ভ্রষ্টতা ও ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার জীবাণু গিজগিজ করছে।

www.QuranerAlo.net

জনৈক লেখক তার উপন্যাসের নায়কের ভাষায় বলেছে যে, 'এটা তখনই সম্ভব, যখন সেখানে একজন প্রভু থাকবে।' নাউজুবিল্লাহ।

এই কথার মাঝে নাস্তিকতার পরিষ্কার প্রমাণ রয়েছে।

আরেকজন নাস্তিক তার উপন্যাসে লিখেছে, 'হে আল্লাহ, তুমি তো মিসকিন।' নাউজুবিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা ক্ষমতাধর, পরাক্রমশালী ও পরাক্রান্ত, যিনি আকাশ জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি তো এমন যে, যখন কিছু করতে চান শুধু বলেন 'হও', আর সাথে সাথে হয়ে যায়। আর এই নাস্তিক সে সত্তাকেই বলছে 'মিসকিন'!

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই বলেছেন। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে—

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى يَشْتِمُنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي وَيُكَذِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ .

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমাকে আদমসন্তান গালি দেয়, কিন্তু আমাকে তার গালি দেওয়া সমীচীন নয়। সে আমাকে মিথ্যারোপ করে, তবে তার জন্য এই মিথ্যারোপ সমীচীন নয়।[৬৮]

আরেকটি বর্ণনায় আছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ .

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আদমসন্তান আমাকে কষ্ট দেয়...।[৬৯]

হাদিসগুলো দেখুন, আর এই হতভাগা দোপায়া পশুদের দিকে তাকান! তারা কীভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছে এবং গালি দিচ্ছে!

---

[৬৮] সহিহুল বুখারি : ১০/৪৬৫, হাদিস : ২৯৫৪

[৬৯] সহিহুল বুখারি : ২৩/১০, হাদিস : ৬৯৩৭, সহিহ মুসলিম : ১১/৩১০, হাদিস : ৪১৬৬

www.QuranerAlo.net

ঔপন্যাসিক নাওয়াল সাদাবি এক ছাত্রের কথা বর্ণনা করেছে, যে কথা বলার সময় তোতলামি করত আর এটা দেখে ছাত্ররা হাসাহাসি করত। তখন সে বলল, 'যদি আল্লাহর কাছে ইনসাফ থাকত, তাহলে তিনি আমাকে তোতলা করে বানাতেন না, যার কারণে আমি তোতলামি করে কথা বলছি, আর অন্য সবাই ভালোভাবে কথা বলছে।'

নাউজুবিল্লাহ। এটা কি আল্লাহর ইনসাফকে অস্বীকার করা নয়?

কেউ কেউ তো আল্লাহর বিচারেরও বিচার করার জন্য দাঁড়িয়ে গেছে। তার উপন্যাসে বলেছে, 'হে প্রকৃতির প্রতিপালক, তোমার রহমত তো একরকম নয়। তুমি সামের ওপর কেন অনুগ্রহ করলে? হামের ওপর কেন অভিসম্পাত ঢেলে দিলে? আর অমুক কী দোষ করেছিল?

অথচ আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ইরশাদ করেছেন—

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُوْنَ .

আল্লাহ তাআলা তার কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না, কিন্তু তারা তো জিজ্ঞাসিত হবে। [সুরা আল-আম্বিয়া : ২৩]

ঔপন্যাসিক নাওয়াল সাদাবি আরও বলেছে, 'কিয়ামতের সমাবেশে প্রভু আগে পদত্যাগ করবেন।' নাউজুবিল্লাহ।

এ ধরনের ভয়ংকর কথার পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا .

যার কারণে হয়তো আসমানসমূহ ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা ভেঙে পড়বে। [সুরা মারয়াম : ৯০]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ، وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তার মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ তার ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। তিনি পবিত্র, আর তারা যাদেরকে শরিক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে। [সুরা আজ-জুমার : ৬৭]

www.QuranerAlo.net

জামিআ আজহারের ফাতাওয়া থেকে পালাতে গিয়ে নাওয়াল সাদাবি পাশ্চাত্যের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। জামিআ আজহার তাকে হাইলাইট করেছে এবং প্রচারের জন্য টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারও নিয়েছে। তখনই সে এ জঘন্য উক্তি করে যে, 'কিয়ামতের সমাবেশে প্রভু আগে পদত্যাগ করবেন।' নাউজুবিল্লাহ। এখানেই শেষ নয়; বরং সে তো সালাত ও হজকেও অস্বীকার করেছে। সে বলে, 'আমার হজ তো গল্প-উপন্যাসের মাঝে, আর আমার সালাত ও ইবাদতগৃহ রয়েছে লেখনীতে।'

কিছু ঔপন্যাসিক তো পরিষ্কারভাবে এ কথাও বলেছে যে, 'বিজ্ঞানীরা আজ রবের স্থান দখল করে নিয়েছে।' নাউজুবিল্লাহ।

অর্থাৎ তাদের জ্ঞানের সীমানায় দ্বীন মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এই লেখক কুরআনে কারিমের নিম্নোক্ত আয়াতের ওপর কখনও বিশ্বাস স্থাপন করে না, যেখানে আল্লাহ বলছেন—

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا.

যদি আসমানে ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অনেক ইলাহ থাকত, তাহলে উভয়টিই ধ্বংস হয়ে যেত। [সুরা আল-আম্বিয়া : ২২]

কুরআনে কারিমের নিম্নোক্ত আয়াতটিকেও তারা অস্বীকার করে, যেখানে আল্লাহ বলছেন—

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَ لَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ.

নিশ্চয় আল্লাহ, আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায়, তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? [সুরা আল-ফাতির : ৪১]

আল্লাহর কসম, যদি তিনি আকাশকে জমিনের ওপর চাপিয়ে দিতে চান, তাহলে তাদের জ্ঞান ও ধর্মদ্রোহিতা তাদের কোনো উপকারে আসবে না।

নবিরা পর্যন্ত এই ধর্মদ্রোহী নাস্তিকদের বেয়াদবি থেকে মুক্তি পাননি। জনৈক ঔপন্যাসিক তার উপন্যাসের নায়ক হিশামের ভাষায় বলেছে, 'কাবিল নারীর কারণে হাবিলকে হত্যা করেছে। আদম নারীর কারণে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন এবং নারীর কারণেই অপরাধ করেছেন। সুলাইমান নারীর কারণেই জিনকে বশীভূত করেছেন। দাউদের বাদ্যযন্ত্র নারীর কারণেই এবং লুতের নেশাগ্রস্ততাও এ নারীর কারণেই হয়েছে; যেমনটি

www.QuranerAlo.net

তাওরাতে বর্ণিত আছে। এমনকি ইসা মাসিহ ইহুদিদের হদ (শরয়ি শাস্তি) ঝগড়াটে মারইয়ামের কারণেই বাতিল করে দিয়েছেন।'

তাহলে কি সে আমাদের নবির ওপরও অপবাদ দিতে চায়; যেখানে স্বয়ং রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ .

দুনিয়া থেকে তিনটি বস্তু আমার প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে: নারী, সুগন্ধি এবং আমার চোখের শীতলতা বানানো হয়েছে সালাতকে।[৭০]

আমি জানি না, সে কি এ হাদিসটির কথা জানত না, নাকি মুসলিম সমাজে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হওয়ার আশঙ্কায় জানা থাকলেও উল্লেখ করেনি!

সে যতগুলো কথা বলেছে সবই নবিদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ। আদম আলাইহিস সালাম কি নারীর কারণে অপরাধ করেছিলেন? সুলাইমান আলাইহিস সালাম নারীর কারণে জিনকে অনুগত করেছিলেন? লুত আলাইহিস সালাম নিষ্পাপ নবি হয়েও কি নেশাগ্রস্ত হয়েছিলেন? ইসা আলাইহিস সালাম কি আল্লাহর দেওয়া কোনো হদ রহিত করেছিলেন?

তাদের কারও বক্তব্য হলো, 'সমস্ত ধর্ম এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে, মানুষ মূলত কী ছিল? কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অলীক কল্পনার ঘূর্ণাবর্তে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে।'

বস্তুত এ কথার মাধ্যমে তারা সমস্ত দ্বীন-ধর্মকে উপহাস করেছে।

তাদের কেউ একজন বলেছে, 'সওয়াব, শাস্তি, জান্নাত, জাহান্নাম এবং সাদা ও সবুজ ফেরেশতা বলতে কিছু নেই।'

যা আমাদের প্রতিষ্ঠিত আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি স্পষ্ট তিরস্কার। কারণ, ইমানের সাতটি শাখার মাঝে ফেরেশতা ও পরকাল দিবসের প্রতি ইমান রাখা অন্যতম।

একজন বলেছে, 'আমি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম। কেননা, আমি জাহান্নামকে নিজের জন্য নির্বাচন করেছি।'

জাহান্নামের অস্তিত্বকে অস্বীকারকারী কোনো ব্যক্তি কি জাহান্নামকে নিজের জন্য নির্বাচন করতে পারে! নাকি সে প্রকারান্তরে সেই আয়াতকে অস্বীকার করেছে, যাতে বলা হয়েছে, আত্মহত্যাকারীর প্রতিদান হলো জাহান্নাম?

---

[৭০] নাসায়ি শরিফ : ১২/২৮৮, হাদিস : ৩৮৭৮ -হাদিসটিকে শাইখ আলবানি রহ. সহিহ বলেছেন।

www.QuranerAlo.net

তাদের একটি উপন্যাসে এর দলিলও রয়েছে। তারা মুসলিমদের সর্বস্বীকৃত আকিদার ওপর প্রশ্ন করে বলে, 'মুসলিমরা কি বলে না যে, কিয়ামতের দিন হিসাব শেষ হওয়ার পর মৃত্যুকে একটি দুম্বার আকারে হাজির করা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি স্থানে জবাই করা হবে? তারপর হাসতে হাসতে বলেছে, আমার কাছে এগুলো উদ্ভট কবিতা মনে হলো!'

এরপর বলেছে, 'হে অলিদ, তুমি কি জানো, আমাকে কোন বিষয় খুব বেশি অবাক করেছে? মৃত্যুরও কি মৃত্যু হতে পারে? যে প্রকৃত অর্থে মৃত্যু, তার মৃত্যু কীভাবে সম্ভব? যে মৃত্যু আমাদের মৃত্যু দেবে, সে কীভাবে নিজেই মারা যাবে?'

তারা মূলত এই উপন্যাসের মাধ্যমে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে মৃত্যুর জবাইসংক্রান্ত হাদিসের মাঝে সংশয় সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছে, উপহাস করেছে এবং হাদিসটিকে উদ্ভট কবিতার সাথে তুলনা করেছে। অথচ হাদিসটি সহিহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ.

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন জান্নাতিরা জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি স্থানে হাজির করে জবাই করা হবে। তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতিরা, আর কোনো মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামিরা, আর কোনো মৃত্যু নেই। এই ঘোষণা শুনে জান্নাতিদের আনন্দ বৃদ্ধি পাবে এবং জাহান্নামিদের বিষাদ বেড়ে যাবে।[৭১]

হাদিসটি যে কেবল বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে এতটুকুই নয়; বরং গোটা উম্মত হাদিসটিকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং প্রতিটি মুমিন এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেই মুমিন হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে শক্তিমান। তিনি চাইলে কোনো অন্তর্গত বিষয়কে

[৭১] সহিহুল বুখারি : ৬০৬৬, সহিহ মুসলিম : ৫০৮৯

www.QuranerAlo.net

বস্তুনিষ্ঠ এবং কোনো বস্তুনিষ্ঠ বিষয়কে অন্তর্গত বানাতে পারেন। তিনি যেভাবে চান বস্তুর আকৃতি দান করেন।

কিন্তু এই নাস্তিক লেখক উপন্যাসের মাঝে দুজন ব্যক্তির কথোপকথনে কুফরকে সংশয়ের আকারে উপস্থাপন করছে, যেন এটা পড়ে তরুণ প্রজন্ম সন্দেহে নিপতিত হয়।

'বানাতুর রিয়াজ' বা রিয়াদকন্যা উপন্যাসে বলা হয়েছে, 'লামিস নিশ্চিত, তার কোনো বান্ধবীই এ ব্যাপারে কোনো গুরুত্বারোপ করে না যে, ফাতিমা সুন্নি, সুফি, খ্রিষ্টান নাকি ইহুদি হবে; যে পরিমাণ গুরুত্বারোপ করে তাদের মধ্যে থেকে ভিন্ন ও আলাদা কিছু হওয়ার ব্যাপারে।'

ধর্মের বিভিন্নতার কারণে এবং দায়িত্ববোধ ও পাপমুক্ত না থাকার কারণে তাদের মাঝে এই অবজ্ঞাভাব সৃষ্টি হয়েছে।

আরেক ধর্মদ্রোহী মন্তব্য করেছে, 'গোটা মুসলিম সমাজ কপটতায় আক্রান্ত এবং দ্বীনদারির কলঙ্ক।' নাউজুবিল্লাহ।

এই উপন্যাসগুলোর মাঝে এমন অবাককরা নানা বিষয় রয়েছে! নিজেরা মুনাফিক হয়ে গোটা মুসলিম সমাজের ওপর সেই অপবাদ চাপিয়ে নিজেদের দোষগুলো আড়াল করার চেষ্টা করছে। যাকে বলে চোরের মায়ের বড় গলা।

উ কেউ তো দ্বীনের ইলম নিয়েও বিষোদগার করেছে। হিশাম ও তার বন্ধু আদনানের পারে সে বলেছে, 'তারা দুজন ছিল চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। আর কুরআনে কারিম ও ঈদের পাঠ ছাত্রদের কাছে সবচেয়ে দুর্বোধ্য ও অপছন্দনীয়।'

কুরআন নিয়ে এই জ্ঞানপাপী মিথ্যুকের মিথ্যাচারের প্রতি লক্ষ করুন। সে দাবি করেছে যে, মৌলিকভাবে কুরআন কারিম খুব কঠিন। অথচ আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ইরশাদ করেছেন—

وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, আছে কি কোনো চিন্তাশীল? [সুরা আল-কামার : ১৭]

আল্লাহর বান্দার কাছে কুরআন কারিম মৌলিকভাবে প্রাণের চেয়েও প্রিয়গ্রন্থ। এই ধর্মদ্রোহী নাস্তিকরা কীভাবে আল্লাহর কিতাবকে ভালোবাসবে? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا.

www.QuranerAlo.net

আমি কুরআনে এমন বিষয় নাজিল করি, যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। গুনাহগারের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।' [সুরা বনি ইসরিইল : ৮২]

অতএব, কুরআন কারিম দ্বারা এই জালিম পাপীদের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তাআলার তাদের কথা ও কাজ থেকে আমাদেরকে হিফাজত করুন। আমিন।

জনৈকা আঞ্চলিক লেখিকা লিখেছে, 'দ্বীনের বিধানগুলো মানবজীবনের চারণভূমিতে দাবার গুটি চালা বৈ কিছু নয়।' নাউজুবিল্লাহ।

এটাকে ধর্মদ্রোহিতা, নাস্তিকতা ও কুফরি ছাড়া আর কীইবা বলা যেতে পারে?

আল্লাহ তাআলা এমন কথার নিন্দা করে ইরশাদ করেছেন—

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ط اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا

কত কঠিন তাদের মুখের কথা! তারা যা বলে তা তো সবই মিথ্যা। [সুরা আল-কাহফ : ৫]

অন্যত্র তাদের এমন অপরাধের পরও আল্লাহ ধৈর্যধারণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন—

وَ اُمْلِيْ لَهُمْ ط اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ .

আর আমি তাদের সময় দিই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবুত। [সুরা আল-কলাম : ৪৫]

তারা কি আল্লাহর এই কথাগুলো পড়ে না ও বোঝার চেষ্টা করে না? ইরশাদ হয়েছে—

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ .

'নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। [সুরা আল-বুরুজ : ১২]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ .

আর তিনি প্রচণ্ড প্রতাপশালী।' [সুরা আর-রাদ : ১৩]

আল্লাহকে নিয়ে তারা এমন দুঃসাহসে কেন দেখাচ্ছে? আল্লাহর ফেরেশতাদের নিয়ে তারা এমন দুঃসাহস কেন দেখাচ্ছে? কেন এই দুঃসাহস দেখাচ্ছে আল্লাহর নবিদের

www.QuranerAlo.net

নিয়ে? কেন তারা আল্লাহর আজাবকে তুচ্ছ ভাবছে? আল্লাহর তুলনায় সৃষ্টির কী এমন ক্ষমতা আছে?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ.

জালিমরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করো না। তাদের তিনি ওই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে। [সুরা ইবরাহিম : ৪২]

আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ }.

আল্লাহ তাআলা জালিমকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে আর সুযোগ দেন না। তারপর এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন—

আর তোমার রব যখন কোনো পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তার পাকড়াও খুবই যন্ত্রণাদায়ক, বড়ই কঠোর।[৭২]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, যদি তারা তাওবা না করে, তাহলে কাফিরদের বিধানভুক্ত হবে। ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ اَبِاللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ، لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ.

আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তার হুকুম-আহকামের সাথে এবং তার রাসুলের সাথে ঠাট্টা-কৌতুক করছিলে? ছলনা করো। তোমরা যে

[৭২] সহিহুল বুখারি : ৪৩১৮

www.QuranerAlo.net

কাফির হয়ে গেছ ইমান প্রকাশ করার পর! তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দিইও, তবুও অবশ্যই কিছু লোককে আজাবও দেবো। কারণ, তারা ছিল গুনাহগার। [সুরা আত-তাওবা : ৬৫-৬৬]

উত্তম চরিত্রে কালিমা লেপন ও নোংরা চরিত্রের আলোকায়ন

এই উপন্যাসগুলোর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে তারা বিভিন্নভাবে নোংরামি ছড়ানোর কাজ করে এবং বিষাক্ত বিষবাষ্প ছড়ায়, যা থেকে বিরত থাকা মুসলিম সমাজের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কেউ কেউ কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছে যে, 'এগুলো পাপাচারপূর্ণ উপন্যাস'। কেউ তো এই বলেই নিজেকে দায়মুক্ত ভাবছেন যে, এগুলো 'হারাম উপার্জন।' এগুলো কি হারামের ডুব দেওয়ার জন্য এবং নোংরা চরিত্রে গা ভাসিয়ে দেওয়ার দিকে স্পষ্ট আহ্বান নয়?

মুসলিম সমাজে নোংরামি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যতগুলো পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো, মুসলিম সমাজের এমন চিত্রাঙ্কন-ছবি প্রচার করা হচ্ছে, যা গুনাহের নানা প্রকারের কৃষ্ণসাগরে নিমজ্জিত অবস্থায় ধারণ করা হয়েছে। পাপ-পঙ্কিল বিষয়গুলো সেখানে স্বাভাবিক বিষয়ের মতো করে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলোর প্রচারণা চালানোর বিপক্ষে কারও পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ করা হয়নি। এমনকি নেককার নারী-পুরুষ সবাই এ ব্যাপারে এমন নীরব ভূমিকা পালন করেছে, যেন কোনো মানুষই সেখানে বিদ্যমান ছিল না। মনে হচ্ছে এখানে গুনাহের অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যার কারণে তাদের উপন্যাসগুলোর পাঠকেরা ভাবছে যে, বিষয়টি সাধারণ অভ্যাসগত। অতএব, যখন তুমি নেশা করতে চাও, ব্যভিচার করতে চাও অথবা অন্য কোনো পাপ কাজ করতে চাও; করতে পারো। এগুলো তো অনুমোদিত বিষয়, নিষিদ্ধ কোনো বিষয় নয়।

এখানে এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই যে, এগুলো তো আমাদের জীবনের বাস্তব ঘটনারই চিত্রায়ণ। কেননা, আমাদের সমাজে অনিষ্টতা ছেয়ে গেছে। আমরা এই লেখাগুলোর মাধ্যমে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিমাত্র।

কিন্তু কয়েকটি কারণে এই বক্তব্য বিশুদ্ধ ও প্রত্যাশিত নয়। যথা—

প্রথম কারণ : এই উপন্যাসগুলো বিশেষ কোনো ঘটনার মূল্যায়ন করে না; বরং তারা সমষ্টিগত বিষয়ের মূল্যায়ন করে দোষগুণ আলোচনা করে। সুতরাং তারা নির্বিচারে বলে দেয়, অমুক নোংরা ও পাপাচারে লিপ্ত, বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য। অথচ বাস্তবতার সাথে তাদের এই কথার কোনো মিল নেই।

www.QuranerAlo.net

দ্বিতীয় কারণ : তারা জনসমাগমে নোংরামি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই কোনো বাজে সংবাদ পরিবেশন করে। তাহির বিন আশুর রহ. বলেন, 'সত্য-মিথ্যা নির্বিচারে সকল নোংরা সংবাদ মুমিনদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া মূলত চারিত্রিক অধঃপতন। কেননা, মানুষকে নোংরা কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে যেই বিষয়গুলো বাধা দেয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো সেগুলোর সমালোচনা এবং শ্রুতিকটুতার প্রতিক্রিয়া। এভাবে এই সমালোচনার ভয় মানুষকে এই পাপাচারের আলোচনা এবং সেগুলোতে জড়িয়ে পড়া থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখে। একসময় মন থেকে পাপের চাহিদা ও আকৃতি-প্রকৃতি দূর হয়ে যায়।

কিন্তু যখন সমাজে পাপাচার ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্তরে সেগুলোর কল্পনা সৃষ্টি হয়, তখন এসব পাপাচার সংঘটিত হওয়ার সংবাদগুলো আর শ্রুতিকটু ও ভারী মনে হয় না। যার কারণে অন্তরে সেই পাপে লিপ্ত হওয়ার কামনা সৃষ্টি হয়, কানে তার শ্রুতি আর খারাপ লাগে না। ফলে কুপ্রবৃত্তি নফসকে সেদিকে অগ্রসর হতে উদগ্রীব বানিয়ে ফেলে; বরং পাপের সংবাদ যত শোনে, যত বেশি আলোচনা হয়, তার মাঝে পাপে জড়িয়ে পড়ার উদ্দীপনা ততই বৃদ্ধি পায়।[৭৩]

তাহলে উপন্যাসগুলোতে এসব অবৈধ সম্পর্কের বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনা বলার উদ্দেশ্য কী?

প্রথম কারণ : হারামকে মানুষের স্বভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া। ইতিমধ্যেই অনেক হারাম বিষয় মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়েছে, যার কারণে তারা সেগুলোকে অপছন্দ করে না, সেগুলো দেখে অবাক হয় না, মানুষের মাঝে এগুলোর অবৈধতা ও হারাম হওয়া সম্পর্কে খুতবা দিতে, আলোচনা করতে এবং তর্কে যোগ দিতে অস্থিরতা দেখা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ : আমাদের সমাজে নোংরামি ছড়িয়ে দেওয়া। 'বানাতুর রিয়াজ' বা রিয়াদকন্যা উপন্যাসের লেখিকা বলেছে, 'অন্যান্য শহরের চেয়ে এখানে টেলিফোনসংস্থার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। যেন তারা প্রেমিকযুগলের প্রেমালাপ, তাদের অস্থিরতা, কান্নাকাটি ও চুম্বনসহ বিভিন্ন বিষয় পুরোপুরি সাপ্লাই দিতে পারে।'

এভাবেই অবৈধ সম্পর্কগুলো সমাজে বেগমান করা হচ্ছে এবং তা স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অতঃপর আনন্দচিত্তে প্রতিবেদনাকারে তা উল্লেখও করা হচ্ছে।

লেখিকা তার পুস্তকের প্রারম্ভে লিখেছে, নারীসমাজ মহোদয়া! আপনারা এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে আছেন, যখন একদিকে রয়েছে আভ্যন্তরীণ বিশাল লজ্জা বা কেলেঙ্কারির আশঙ্কা, অন্যদিকে রয়েছে নৈশপার্টির তারুণ্যের হইচই। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আপনাদের এমন এক জগতের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা আপনাদের প্রত্যেকের কামনা ও চাহিদার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে। এটা এমন এক বাস্তবতা, যা আমরা দেখি,

[৭৩] আত-তাহরির ওয়াত-তানবির : ১৮/১৪৮

www.QuranerAlo.net

কিন্তু ভোগ করি না। বস্তুত আমরা যতটুকুর অনুমোদন থাকা বিশ্বাস রাখি, ততটুকুতেই বিশ্বাস করি, আর বাকিগুলো অস্বীকার করে থাকি!

তৃতীয় কারণ : মুসলিম সমাজকে এমনভাবে উত্তেজিত করা, যেন সত্যিকারের দ্বীনদার, সচেতন ও নেককার মানুষগুলো অন্যদের উপহাস ও উদাসীনতার বস্তুতে পরিণত হয়।

এখন মুসলিম সমাজের কর্তব্য হলো, এগুলোর অনিষ্টতা প্রকাশ করে দেওয়া। কার উপকারার্থে উপন্যাসগুলো প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো কি ভাবতে হবে না?

এই উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের প্রকৃত সমাজকে ঘৃণিত সমাজ বলে উপস্থাপন করেছে। শহরের নারীদেরকে ওয়ানপিচ কাপড় পরিধান করাচ্ছে। ভাবখানা এমন, যেন তারা সতী নয় এবং তাদের মাঝে নেই সতীত্ব। এদিকে আমাদের শাসকসমাজ রোমান্সের পরিসংখ্যান ও অনৈসলামি কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিয়ে ব্যস্ত যে, কোথায় কী পরিমাণ ক্ষতি হলো; কিন্তু প্রতিকারের কোনো চিন্তা তাদের মাথায় নেই!

একটি উপন্যাসে বলা হয়েছে, 'বর্তমান যুবসমাজ জীবনের শুরুতেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় না এবং এ বিষয়ে তারা চাপের সম্মুখীনও হয় না। তারা পৃথিবীর নানা রোমাঞ্চকর স্থানে ভ্রমণ করে এবং বিশ্বসুন্দরী তরুণীদের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়।'

ওহে পশ্চিমাদের পা'চাটা সাহিত্যিক নামের কলঙ্ক! তোমাদের প্রতি আল্লাহর দোহায় লাগে, সত্যি করে বলো তো, আমাদের সমস্ত যুবকদেরই কি এই অবস্থা? না, কখনও না! তারপরও তোমরা কীভাবে এমন লিখলে?

ভার্চুয়াল জগতে এমন নোংরা ও নিকৃষ্ট উপন্যাসের ছড়াছড়ি। যেখানে খুলে খুলে দেহাবয়বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, মানুষের গোপন বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে এবং মেয়েদের কেবল ভোগের পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কিছু লেখক নারীদের শরীরের গোপনাংশের বর্ণনা থেকে বিরত থেকেছে, কিন্তু তারা আবার কিশোর-কিশোরীদের প্রতি লিপ্সা সৃষ্টি করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সামাজিক রীতিনীতি ও চরিত্র ধ্বংস করতে তারা অন্যদের তুলনায় একধাপ এগিয়ে রয়েছে।

এমন গল্পও তারা লিখেছে, যেখানে ভিন্ন প্রজাতির দুই জাতির মাঝে মিলনের কথা বারবার বলা হয়েছে। ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা নারীদের সাথে সঙ্গম করে, তাদের শরীরে স্পর্শকাতর অংশগুলোতে মর্দন করে। নিজেদের লেখায় মহিলা সমকামীদের নোংরা বিষয়টিও তারা বাদ দেয়নি।

www.QuranerAlo.net

তাদের একজন ঔপন্যাসিক গল্পের একপর্যায়ের ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছে, সে বিভিন্ন প্রাণীর সাথে যৌন চাহিদা মেটাতে অভ্যস্ত। যেমন : মুরগি, ছাগল, কুকুর ইত্যাদি। সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণও সেখানে পেশ করেছে। এমনকি সে যে সমকামী তাও দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করেছে। এখানেই শেষ নয়, আলোচনার একপর্যায়ের সে নিজের এমন আত্মীয়ের সাথে ব্যভিচার করার কথাও স্বীকার করেছে, যার সাথে শরিয়ত বিবাহ হারাম করেছে। এমনকি সেখানে নিজের মেয়ে ও বোনের সাথে ব্যভিচারের বিষয়টিও বাদ যায়নি। নাউজুবিল্লাহ।

তারা কি এর মাধ্যমে হারামকে হালাল করার পাঁয়তারা করছে না? অথচ এটা এমন হারাম, যার কারণে শরিয়ত প্রস্তরাঘাতে হত্যার ফায়সালা দিয়েছে!

অসভ্য যৌনমিলনের বিষয়গুলো ফলাও করে প্রচার করে, এমন অশ্লীল একটি পত্রিকায় একজন ঔপন্যাসিক লিখেছে, 'এই আলোচনার মাঝে আমি বলব, মানুষ তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে যেকোনো সস্তা পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে। আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমকামিতায় লিপ্ত হতে পারবে।'

নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক! লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া!? এটাও কি কোনো লক্ষ্য হতে পারে??

এই ধরনের যৌন উত্তেজক উপন্যাস কেবল যৌন ক্ষুধাই বৃদ্ধি করবে। আর সেখান থেকে সৃষ্ট যৌন উত্তেজনা পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করবে হারামের নানামুখী পথ। এর ফলে যে ব্যক্তি তার জৈবিক চাহিদার নিয়ন্ত্রণ হারাবে, তাকে এমন মাশুল দিতে হবে, যার কোনো প্রতিকার নেই।

শাইখ আলি তানতাভি রহ. বলেন, 'যদি আপনাকে কারুনের মতো সম্পদ, হিরাক্লিয়াসের মতো শরীর, প্রত্যেক রঙের, প্রত্যেক ঢঙের ও প্রত্যেক শ্রেণির ১০ হাজার সুন্দরী রমণীও দেওয়া হয়; আপনি কি ভাববেন যে, আপনার চাহিদা পূর্ণ হয়েছে? না, এমনটি কখনও হবে না; বরং চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে একটি মাত্র হালাল নারী আপনার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে কত সুন্দরভাবে।

আমার কাছে প্রমাণ চাবেন না। একটু সচেতন হলেই আপনাদের চারপাশে আপনাদের সমাজে এবং আপনাদের বাস্তব জীবনে আমার এ কথার প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

ব্যভিচার ও নোংরা প্রচারনার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর কী লাভ হবে? পর্নোগ্রাফি ও অশ্লীলতার গল্প দিয়ে কী উপকার হবে? পাপাচারে ভরা আগ্রাসনের গল্প শুনিয়েই বা কী ফায়দা হবে? মুসলিম যুবকেরা যদি যৌন চাহিদার অভিশপ্ত আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তাহলে তাদের দ্বারা জাতির কী আশা করা যেতে পারে?

www.QuranerAlo.net

জনৈক কবি বলেছেন—

ফিতনা ও বিপদের স্রোতে,
শিশুরা বেড়ে ওঠে নোংরামির মাঝে।
বিক্রিত কলম হয় দিগভ্রান্ত,
সর্বনাশা বিষ ঢুকে নির্বোধের শরীরে।
তারা সীমালঙ্ঘনকারী ধর্মদ্রোহী,
শত্রুর সাথে আবদ্ধ হয়েছে ঘৃণ্য চুক্তিতে।
শত্রুরা লজ্জায় পড়ে বলেনি,
বলেছে বরং খুশিতে বুক চেতিয়ে প্রকাশ্যে;
শেষ ইচ্ছা মুসলিম উম্মাহকে রিক্ত করা
তার দ্বীন, কল্যাণ ও মহান আদর্শ থেকে।

ইবনুল মুকাফফা রহ. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দ্বীনের মাঝে ঢুকিয়েছে নিজের স্বার্থ, শেষ করেছে তাকে শরীরের জন্য, বিক্রি করেছে তাকে সম্পদের লোভে, লজ্জায় কাপুরুষচিতভাবে তাকে করেছে উপেক্ষা, কখনও তা পালন করেছে জশ-খ্যাতির তরে; মনে রাখতে হবে খুব দ্রুতই তার মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যাবে! এগুলোর মাঝে সবচেয়ে মারাত্মক হলো নারীর শারীরিক উষ্ণতা প্রাপ্তির ঘৃণ্য প্রত্যাশা।

বড় বিস্ময়কর কথা!

কোনো মানুষ একজন নারীকে পর্দাবৃত অবস্থায় পোশাকের ওপর দিয়ে দেখবে, তার প্রকৃত সৌন্দর্য অবলোকন করা ছাড়াই অন্তরে তার সৌন্দর্য ও লাবণ্যতার কল্পনা করবে, তাকে না দেখেই নিজের মন-প্রাণ তার জন্য উৎসর্গ করবে, যা পৃথিবীর কেউ জানবে না; এতে কোনো সমস্যা নেই।

কিন্তু সমস্যা পরবর্তী অবস্থা নিয়ে। এরপর অন্তরে নিকৃষ্টতর অনুভূতি লালন করতে শুরু করে, তাকে হৃদয়ের কল্পনায় স্থায়ী করে ফেলে। এ বিষয়ে কোনো ওয়াজ তার মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না, কোনো উপমা এর সর্বনাশা ফল থেকে তাকে মুক্ত করতে পারে না। সে কেবল একই চিন্তায় মশগুল থাকে। এমনকি সে ভাবতে থাকে যে, পৃথিবীতে এই একটি নারীই তার প্রয়োজন। ওই নারী ছাড়া তার জীবনের সবকিছু অর্থহীন। এটা একান্তই নির্বুদ্ধিতা, হতভাগ্য ও অসভ্যতার চিহ্ন।

যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, সে দুনিয়ার মানুষের দাসে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তি ও রিপুর কাছে পরাজিত হলো, সে সকল কল্যাণকর বিষয়ের তাওফিক হতে বঞ্চিত হলো।

www.QuranerAlo.net

হাদিসে বর্ণিত আছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ .

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আদমসন্তানের ভাগ্যে জিনা লিখে দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই সে তাতে জড়াবে। দুই চোখের জিনা হলো কুদৃষ্টি। দুই কানের জিনা হলো কুশ্রুতি। জিহ্বার জিনা হলো বাজে কথা বলা। হাতের জিনা হলো মন্দ জিনিস স্পর্শ করা। পায়ের জিনা হলো পাপের পথে চলা। কলব আসক্ত হয় এবং আশা করে। তারপর লজ্জাস্থান তাকে সত্যায়ন করে বা মিথ্যারোপ করে।[৭৪]

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেছেন, 'এগুলোর সবগুলোকেই জিনা বলার কারণ হলো, এগুলো জিনার ভূমিকা।'[৭৫]

অতএব, এমন নোংরা গল্প ও উপন্যাস পাঠ করা অনেক সময় চোখের জিনা হয়ে যায়। কেননা, যখন তা পাঠ করা হয়, অন্তরে তার খারাপ প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে।

গল্প ও উপন্যাসের নেতিবাচক প্রভাব

হাদিসটি পাঠ করার পর আমরা এবার গল্প ও উপন্যাসের নেতিবাচক প্রভাব ও ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

প্রথম ক্ষতি

ইসলামি আকিদায় প্রচণ্ড মাত্রার ঝাঁকুনি খাওয়া এবং এর ফলে কিছু মানুষের নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হওয়া।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে মজবুত প্রমাণ হলো, ওই সকল নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহীদের লিখিত গল্প ও উপন্যাস, যেগুলোতে তারা নিজেদের কপটতা, ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিকতার সূত্র

[৭৪] সহিহ মুসলিম : ৪৮০২
[৭৫] শারহুল বুখারি, ইবনু বাত্তাল : ৯/২৩

www.QuranerAlo.net

ও সূচনা নিয়ে আলোচনা করেছে। তারা সেখানে স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, আমাদের নাস্তিকতা, কপটতা ও ধর্মদ্রোহিতার আরম্ভ বিনোদনমূলক এ সমস্ত উপন্যাস, গল্প এবং আমাদেরকে গোপনে উপহার দেওয়া কিছু পুস্তক থেকে।

যেমন কেউ কেউ লিখেছে, সে এই গল্প, উপন্যাস ও বইগুলো শহরের বাইরে পাহাড়ে গিয়ে পড়ত। কেননা, সে ভয় করত যে, এগুলোর কারণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। ওই ধর্মদ্রোহীদের কারও কারও নাস্তিকতার সূচনা এভাবেই হয়েছিল মর্মে তারা জানিয়েছে।

ওই উপন্যাসগুলো, যেগুলোর কিছু রচনা করেছে কোনো কাদিরি আকিদায় বিশ্বাসী ঔপন্যাসিক, আবার কোনোটি তৈরি করেছে জাবারি আকিদায় বিশ্বাসী ঔপন্যাসিক। এগুলো যদি দেখেন, তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, এই উপন্যাসগুলোর মাধ্যমে কত সূক্ষ্মভাবে মুসলিমদের আকিদা নষ্ট করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে।

দ্বিতীয় ক্ষতি

হারামকে হারাম মনে করার বিশ্বাসে দুর্বলতা সৃষ্টি করে এবং এ সন্দেহ সৃষ্টি করে যে, এটা আদৌ হারাম কিনা। পাশাপাশি তার এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সমাজে বিরাজমান কিছু হারাম বোধহয় শরয়ি নয়; বরং সামাজিক দৃষ্টিতে কিংবা রাষ্ট্রীয় আইনে হারাম তথা নিষিদ্ধ।

তৃতীয় ক্ষতি

পাপাচার ও সমাজে অবর্তমান বিরল অপরাধমূলক বিষয়গুলোর সাথে একপ্রকারের সহমর্মিতাপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে। ফলে আপনি তাদের বইগুলোতে দেখতে পাবেন ব্যভিচারের কারণে কোনো নারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়েছে; কিন্তু এরপর তার প্রতি এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়েছে যে, মেয়েটি নিঃস্ব ছিল, নতুবা এমন নাও হতে পারত। যার কারণে পাঠকহৃদয়ে তার প্রতি একটি মায়াভাব সৃষ্টি হয়।

এরপর তারা সমাজে এই চিত্র ফুটিয়ে তোলার অপচেষ্টা করে যে, তারা কর্তাসমাজের বলির পাঠা। অপরাধীদের ওপর শরিয়তের এই দণ্ডবিধি প্রয়োগ না করে, এর পরিবর্তে তাদের নিজেদের সংশোধন হওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারত।

হলিউড এমন একটি ফিল্ম তৈরি ও পরিবেশন করেছে, যাতে তারা ছিন্নমূল দুই রাখালের ঘটনা তুলে ধরেছে। ঘটনার লেখক এখানে একটি কৃত্রিম ঘটনা লিখেছে। এরপর চিত্রজগতের লোকেরা ঘটনার বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে, তাদের প্রতি সুকৌশলে সহমর্মিতা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছে।

আমি একটি পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে লিখেছিলাম, এই ফিল্মটির কারণে কত মানুষের চিন্তা-চেতনা বিকৃত হয়েছিল এবং জাতিগত প্রেতাত্মা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

www.QuranerAlo.net

এই অপপ্রয়াসের আরেকটি জঘন্য ব্যাপার হলো, সমাজের মাঝে মুরতাদ, ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিকদেরকে গবেষক ও চিন্তাবিদ বলে প্রচার করা হয় এবং বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠার অন্তরালে তারা এই দাবি করে যে, তাদের চিন্তা ও গবেষণার সামনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা যাবে না।

চতুর্থ ক্ষতি

নোংরামির কিছু মাধ্যমকে সহজলভ্য, সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা। যার কারণে কোনো মানুষ সেগুলো খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারে।

সুতরাং ওই যুবতী, যার সামনে এই নোংরা বিষয়গুলো সুন্দর ও মোহনীয় করে ফুটিয়ে তোলা হবে, সে কি নিজের প্রেমিক থেকে দূরে যেতে চাইবে? আপনি কি দেখেননি যে, যখন কোনো যুবতী তার প্রেমিকের সাক্ষাৎ পেয়েছে, তখন তারা কতটা আনন্দিত হয়েছে!

পঞ্চম ক্ষতি

মুসলিম সমাজে নোংরামি ছড়িয়ে দেওয়া। এরাই ওই সমস্ত মানুষ, যাদের ব্যাপারে কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ .

যারা পছন্দ করে, ইমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। [সুরা আন-নুর : ১৯]

শাইখ সাদি রহ. বলেছেন, 'নিজের মুসলিম ভাইকে ধোঁকা দেওয়া এবং তাদের উপেক্ষা করে চলার দুঃসাহস কলব ও শরীরের জন্য যন্ত্রণাদায়ক। তদুপরি এটা যদি হয় কেবল সমাজের মাঝে নোংরামি ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তাহলে এর প্রতিফল যে কতটা মারাত্মক ও ভয়াবহ, তা কল্পনাও করা যায় না। চাই সে নোংরামি প্রচার হোক বা না হোক।'[৭৬]

[৭৬] তাফসিরুস সাদি : ৫৬৪

www.QuranerAlo.net

ইনসাফপূর্ণ অবস্থান

দ্বীন ইসলাম ইনসাফসহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছে। আমরা শরিয়তের পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছি যে, গল্প ও উপন্যাসের মাঝে ভ্রান্তির শিকার সকল লেখককে এক পাল্লায় ওজন করব না; বরং তাদের প্রতি ইনসাফভিত্তিক আচরণ করব এবং বলব, এই গল্প ও উপন্যাসগুলোর কিছু কুফরি, ধর্মদ্রোহিতা ও দ্বীন থেকে বের হয়ে আসার প্রতি উসকানি দেয়। আর কিছু উপন্যাস ও গল্প আছে, যেগুলো এই প্রকারের নয়; বরং সেগুলো কেবল পাপাচারিতা ও গুনাহের দিকে আহ্বান করে। তবে উভয়টি গুনাহের কুফলের দিক থেকে সমান না হলেও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, উভয়টিই গুনাহ এবং আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করার নামান্তর।

কিন্তু তাদের গ্রন্থগুলোতে এমন কথাও পাওয়া যায়, যা আমাদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে। কেননা, কিছু লেখক এমন আছে, যারা লেখার সূচনাই করেছেন এই কথার মাধ্যমে যে, 'আল্লাহ তাআলা যেন আমার লেখাকে মিজানের পাল্লায় স্থাপন করেন।' আমি তাদের জিজ্ঞেস করব, তোমাদের এই গ্রন্থগুলো মিজানের পাল্লায় তো স্থান পাবে নিঃসন্দেহে। তবে সমস্যা হলো, মিজানের দুটি পাল্লা রয়েছে, নেক আমলের পাল্লা এবং বদ আমলের পাল্লা। তো তোমার আমলনামাটি কোনো পাল্লায় যাবে?

খ্যাতি অর্জনের পদ্ধতি

বর্তমান যুগে নোংরামি ও নাস্তিকতাপূর্ণ গল্প ও উপন্যাসগুলো প্রসিদ্ধি অর্জনের সস্তা মাধ্যম হয়ে গেছে। সাথে যোগ হয়েছে কিছু গণ্ডগোল, যা এই সমস্ত উপন্যাসকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। কখনও কখনও কিছু দাঈ ও ভালো মানুষও এই প্যাঁচে পড়ে যায়। যার কারণে এ নিয়ে কোনো কথা বলা যায় না। আর যদি কখনও কোনো সালিশের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সেখানে এই নোংরা উপন্যাসগুলোর আলোচনাই ফুটে ওঠে। সেগুলোর নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম ও ভুলত্রুটি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হতে থাকে। যার কারণে সেই উপন্যাসগুলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অসাধু মিডিয়াগুলো এই পদ্ধতির সদ্ব্যবহার করেছে পুরোদস্তর। তারা সেই উপন্যাসকে উপস্থাপন করে বলে, 'অমুক উপন্যাসটি বহুলপ্রচলিত, বিখ্যাত ও বাজেয়াপ্ত।' এই দরজা দিয়েই উপন্যাসগুলো খ্যাতির আকাশে কড়া নাড়তে আরম্ভ করে।

বরং আরও কঠিন বিপদ হলো, সাধারণ জনগণ উপন্যাসটি পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে এবং কাঙ্ক্ষিত কপি সংগ্রহের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাতে থাকে।

জনৈক পুস্তকবিক্রেতা বলেছেন, 'প্রায় ৭০ বছর বয়সী একলোক আমার কাছে এসে বলল, আমি একটি নিষিদ্ধ কিতাব নিতে চাচ্ছি। আমি বললাম, কোন কিতাব সেটি? নিষিদ্ধ কিতাব তো অনেক আছে! সে বলল, আমি অমুক নিষিদ্ধ কিতাবটি চাচ্ছি।

www.QuranerAlo.net

এভাবেই বিষয়টি সামনে অগ্রসর হতে থাকে। মানুষ নিষিদ্ধ বইগুলো খুব বেশি পড়তে চায়। কেননা, নিষিদ্ধতার মাঝে স্বতন্ত্র একটি আকর্ষণ থাকে! যার কারণে মানুষ সেগুলোই ক্রয় করতে চায়।

এরপর অপরাধীকে হিরো বানানোর জন্য মিডিয়াগুলো এই সুযোগটা লুফে নেয়। সুতরাং এর ওপর রং চড়িয়ে, প্রিন্ট-মিডিয়ায় ফুলপেজ সাক্ষাৎকার ছেপে এবং ইলেকট্রিক মিডিয়াগুলো দীর্ঘ ইন্টারভিউ ফলাও করে প্রচার করে। সাথে সাথে ভাইরাল করার চেষ্টা করে যে, অমুক উপন্যাসের রচয়িতা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের লেখক। আর যাবেন কোথায়! যুবক-যুবতীরা হন্যে হয়ে তাদের পিছে ছুটতে থাকে।

আমাদের সমাজ খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির খেলাকে খুব সুন্দরভাবে দ্রুতই গ্রহণ করে ফেলে। এরপর আপনি মাহফিল, মিলনমেলা, ভার্চুয়ালজগৎ, সাহিত্যসাময়িকিসহ নানা জায়গায় তাদের সদর্প ও সরব পদাচরণা দেখতে পাবেন। পত্রিকার পাতা, সাহিত্য স্টাডিজ ও মোবাইল ফোনের স্ক্রিন তাদের ও তাদের রচিত উপন্যাসকে নিয়েই অস্থির হয়ে আছে। এভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সেগুলোর প্রচারণা চলতে থাকে।

প্রিয় ভাই, অতএব আপনি সেসকল লোকের সাথে থাকবেন না, যারা তাদের নাম প্রকাশ করে এবং তাদের উপন্যাসগুলোর শিরোনাম বলে তাদের প্রতিরোধ করার অভিনয় করে। এভাবে আমরা সাধ্যের মাঝে ওই লেখকদের নাম এবং তাদের লিখিত উপন্যাসের নাম ও পরিচিতি গোপন রাখার চেষ্টা করতে পারি। কারণ, প্রতিরোধের এই আন্দোলনে যোগ দিলেই তার প্রসিদ্ধি বহুগুণ বেড়ে যাবে। তাই যে উপন্যাসগুলো প্রসিদ্ধ হয়েই গেছে এবং (সমালোচনার সময়) সেগুলোর নাম প্রচারে বিশেষ কোনো ক্ষতির আশঙ্কা আমরা অনুভব করিনি, সেগুলো প্রয়োজন হলে নামসহ তুলে ধরা হয়েছে। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাই সাহায্যকারী।

আমাদের ও তাদের কর্মপদ্ধতি

ধর্মদ্রোহীদের কর্মধারা : যারা পৃথিবীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ব্যাপারে জানেন, তারা দেখেছেন, এই ধর্মদ্রোহীরা মুসলিম উম্মাহকে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় রূপান্তরিত করতে মরিয়া হয়ে আছে। এ বিষয়ে তারা সম্ভাব্য এমন কোনো পথ ও পদ্ধতি অবশিষ্ট রাখেনি, যা ব্যবহার করে এই উদ্দেশ্যে সফল হওয়া যেতে পারে। নানা প্রকার বাহনে আরোহী হয়ে বিভিন্ন দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ছে এবং অনেকাংশে সফলতাও পাচ্ছে।

www.QuranerAlo.net

এই উদ্দেশ্যে তারা সাহিত্যের জগতে নোংরা লেখকদের নিয়োগ করেছে। তাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মপদ্ধতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নতজানুমূলক কর্মনীতি ও সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার কাজে লাগিয়েছে। সুতরাং আমরা দেখছি যে, তাদের ছড়া-ছন্দ থেকে নষ্টামি টপকে পড়ছে এবং নিত্যনতুন কবিতার পঙতি থেকে কুফরি ও নাস্তিকতা উপচে পড়ছে।

যেভাবে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে গল্প বানিয়ে এই অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পথটি পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে কুফরি, ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিকতা ও বিদআতসহ নানা প্রকার অপরাধ ছড়িয়ে দেওয়ার সুবিধাও গ্রহণ করছে। যেগুলোর মাঝে রয়েছে মুসলিম উম্মাহর জন্য কঠিন বিপদের অশনি সংকেত।

কারণ, তারা এই গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। এই পথেই তারা মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের করতে পারবে পথহারা, তাদের শুনাতে পারবে নিকৃষ্ট ও বাজে কথা এবং পথভ্রষ্টতামূলক এমন পরিষ্কার আলোচনাও তাদের কর্ণকুহুরে পৌঁছাতে পারবে, যেগুলো অন্য কোনো পথে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা ও প্রচার করা সম্ভব নয়।

তো এই লোকগুলো কারা, যারা প্রকাশ্যে নাস্তিকতা প্রচার করার এবং তার সাথে সম্পর্ক রাখার দুঃসাহস দেখায়? তারা কারা, যারা নোংরা ও পাপাচারপূর্ণ গল্প ও নিজেদের ভ্রষ্ট মতাদর্শ দিবালোকে প্রচার করার দুঃসাহস দেখায়? এগুলো খুঁজে বের করে তাদের প্রতিকার করা প্রশাসনের দায়িত্ব।

তাদের লিখিত উপন্যাসগুলো একদিক থেকে যেমন মুসলিম উম্মাহর আকিদা-বিশ্বাসকে মূলোৎপাটন করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে সুন্দর চরিত্রকে সেকেলে বলে উপস্থাপন করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। একদিক থেকে আমাদের ইমানহারা করার ষড়যন্ত্র করছে, অন্যদিকে অসচ্চরিত্রে লিপ্ত করার পাঁয়তারা চলছে। অথচ এগুলোর নাম দিচ্ছে মানবতার সংস্কৃতি বলে। তাদের এই চক্রান্তের মৌলিক সূত্রটির ব্যাপারে কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً .

'তারা চায়, তারা যেমন কাফির তোমরাও তেমনই কাফির হয়ে যাও। [সুরা আন-নিসা : ৮৯]

وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا .

আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারা চায় তোমাদের বড় রকম লক্ষ্যচ্যুতি ঘটুক। [সুরা আন-নিসা : ২৭]

www.QuranerAlo.net

এ কারণেই তাদের গল্পগুলো অধিকাংশ সময় বিকৃত চিন্তার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। মুসলিম নারী-পুরুষ সকাল-সন্ধ্যা লাইব্রেরিসমূহে সেগুলো দেখত ও পড়ত।

বিষয়টি কেবল লাইব্রেরি পর্যন্ত সীমিত থাকেনি; বরং সেখান থেকে আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটগুলোতে ও ভার্চুয়াল জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। সাহিত্যের নামের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি স্থানে পৌঁছে গেছে। এমন নিকৃষ্ট ও হীন কোনো পদ্ধতি নেই, এগুলোর প্রসারে যে পদ্ধতি তারা গ্রহণ করেনি।

আমাদের করণীয়—

আমাদের কাজ হলো ভেবে-চিন্তে শরয়িভাবে কার্যকরি পদ্ধতিতে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা। আল্লাহর দ্বীনকে প্রচার-প্রসার করার জন্য সাহিত্য, উপন্যাস ও গল্পকে ব্যবহার করা এবং শরিয়তসম্মত পদ্ধতিগুলো কাজে লাগানো। শর্ত হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে ইসলামি বিধি-নিষেধ এবং বিধেয় বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ইসলামি উপন্যাসের ভূমিকা

এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ইসলামি উপন্যাসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও অপরিহার্য কর্তব্য; যেন আমাদের যুবক-যুবতীদের সামনে বিকল্প কিছু পেশ করা যায়। আমরা যে যুগে অবস্থান করছি, সেখানে উপন্যাসের জয়জয়কার চলছে। সেগুলো হোক ধর্মনিরপেক্ষতার ছায়ায়, হোক কুফরির পতাকাতলে, অথবা হোক সেগুলো রোমাঞ্চকর, কাল্পনিক, ডিজিটাল ও অ্যাকশনধর্মী অন্য কোনো বিষয় নিয়ে।

অতএব, ইসলামি উপন্যাস সম্পর্কেও আমাদের সম্যক ধারণা থাকতে হবে। যেন লাইব্রেরি, ওয়েবসাইটসহ ভার্চুয়ালজগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি উপন্যাস উপস্থিত থাকে। কোনো একটি স্থানও যেন এমন খালি পড়ে না থাকে, যেখানে ইসলামি উপন্যাস থাকবে না।

মুসলিম উম্মাহ বহু রকম প্রতিভার আধার। সত্যিকারের ইসলামি গল্প ও উপন্যাস লেখার পূর্ণ যোগ্যতা তাদের মাঝে আছে। প্রয়োজন শুধু নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজে লাগানোর।

গল্পচ্ছলে ইসলামের দাওয়াত

কোনো গল্প যখন সুন্দরভাবে সাজানো হয়, উপন্যাসকে যখন হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করা হয়, এর মধ্য দিয়েই সুকৌশলে এত সুন্দরভাবে বড় একটি সমাজকে ইসলামের

www.QuranerAlo.net

দিকে আহ্বান করা সম্ভব, গতানুগতিক খুতবা, ওয়াজ কিংবা দারসের মাধ্যমে যে পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়।

গল্পের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এর মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে স্পৃহা, আকর্ষণ ও বৈধ সম্ভোগের ভাব সৃষ্টি করা যায়। আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا .

নিশ্চয় কথার মাঝে রয়েছে জাদু।[৭৭]

সুতরাং গল্প হতে পারে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার বড় একটি অস্ত্র ও আকর্ষণীয় মাধ্যম, যার মাধ্যমে মানুষকে বিষণ্ণতা, বিরক্তি ও গতানুগতিক একঘেয়েমি থেকে বের করে আনা সম্ভব হবে এবং যৌক্তিক ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাধারার মাধ্যমে তাদের মানসিকভাবে দ্বীনের পথে আকৃষ্ট করা সহজ হবে।

জাদুর তো সত্তাগতভাবেই মজবুত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আপনি দেখবেন, পাঠক তার অস্তিত্ব ও অনুভূতি নিয়ে কীভাবে গল্পের সাথে মিশে যায়, কীভাবে প্রভাবিত হতে থাকে! গল্প পড়ে কখনও কাঁদে, কখনও হাসে, কখনও আনন্দিত হয়, কখনও আবার চিন্তার সাগরে ভাসে। গল্পের তালে তালে এমনভাবে আলোড়িত হতে থাকে, ঠিক যেমন নৌকারোহী নদীর মৃদু তরঙ্গের সাথে দোল খেতে থাকে।

যেহেতু গল্পের মাঝে উপকার আছে, আছে সাহিত্যিক ঢং, মিষ্টতা ও তরঙ্গময়তা, যেহেতু তাতে রয়েছে হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টিকারী অপার শক্তি! অতএব, যার মাঝে আল্লাহ তাআলা হৃদয়গ্রাহীভাবে, আকর্ষণীয় রূপে, অন্তরে প্রভাবসৃষ্টিকারী গল্প লেখার প্রতিভা ও দক্ষতা দান করেছেন, তার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হলো, ইসলামের প্রচার-প্রসারে দাওয়াত ইলাল্লাহর জন্য সাধ্যের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে মনের মাধুরি মিশিয়ে কলম চালানো ও গল্প-উপন্যাস লিখতে থাকা।

ইসলামি গল্প ও উপন্যাসের জন্য জরুরি বিষয়

ইসলামি লেখক ও ঔপন্যাসিকগণ, যারা গল্প লেখেন, উপন্যাস লেখেন, তাদের জন্য নিজেদের লেখায় এবং উপন্যাসের মাঝে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা খুব জরুরি—

[৭৭] সহিহুল বুখারি : ৪৭৪৯

www.QuranerAlo.net

১. লেখায় যেন এমন ঔদ্ধত্য ও উদ্ভট খেয়াল বা মন্তব্য না থাকে, যা পাঠকের বোধশক্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

২. এমন কোনো বিষয় লেখায় স্থান দেওয়া যাবে না, যেগুলো মানুষের স্বভাবজাত আবেদনের পরিপন্থি।

৩. লেখা যেন অবশ্যই ব্যাকরণগত দিক থেকে নির্ভুল হয়, ভাষার নিয়মাবলিতে কোনো অসঙ্গতি না থাকে, অলংকারশাস্ত্রের প্রতি সজাগ দৃষ্টি থাকে এবং আকর্ষণীয় শব্দ চয়নের দিকে গভীর নজর থাকে, যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠে অনৈসলামি লেখকদের চ্যালেঞ্জ করে বিজয়ী হওয়া যায়। যদি এই বিষয়গুলোতে ইসলামি গল্প ও উপন্যাসগুলো উত্তীর্ণ হতে পারে, তাহলে অন্যান্য ছোটখাট বিষয় অন্তরালে চলে যাবে। সেগুলো নিয়ে এই লেখার ওপর উল্টো প্রতিক্রিয়া, ক্রোধ বা ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকবে না।

৪. কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত ঘটনাগুলোর প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। যেমন : নবিদের ঘটনা, মুজিজা, দাওয়াতের স্তর বর্ণনা করা এবং গোঁড়া লোকদের অবস্থানগুলো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা, মুমিনদের শেষ ফলাফল কী, সেগুলোও আলোচনা করা।

উদাহরণত, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা, মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা, হারুন আলাইহিস সালামের ঘটনা, ইসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের ঘটনা এবং আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘটনা ইত্যাদি।

অতীত উম্মাহার ঘটনাও আলোচনায় স্থান পেতে পারে। যেমন : ওই সকল মানুষের কাহিনি, যাদের তাদের আবাস্থল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল; অথচ তাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। অনুরূপ তালুত ও জালিম জালুতের ঘটনা, আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদ্বয় হাবিল ও কাবিলের ঘটনা, আসহাবে কাহফের ঘটনা, জুলকারনাইনের ঘটনা, কৃপণ কারুনের ঘটনা, আসহাবুস সাবৃত তথা দাউদ আলাইহিস সালামের নাফরমান উম্মতের ঘটনা, মারইয়াম আলাইহাস সালামের ঘটনা, আসহাবুর রাকিম ও হস্তিবাহিনীর ঘটনা ইত্যাদি।

ওই সমস্ত সংগ্রাম ও আন্দোলনের ঘটনাগুলোও উপস্থাপন করা যেতে পারে, নবিদের যুগে যেগুলো সংঘটিত হয়েছে। যেমন : গাজওয়ায়ে বদর, গাজওয়ায়ে উহুদ, গাজওয়ায়ে হুনাইন, গাজওয়ায়ে তাবুক, গাজওয়ায়ে খন্দক, হিজরতের ঘটনা, মিরাজের ঘটনা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমেও অতীত উম্মতের ঘটনা পেশ করে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে—

www.QuranerAlo.net

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّ حَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا.

আপনি তাদের কাছে দু'ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের একজনকে দুটি আঙুরের বাগান দিয়েছি। এ দুটিকে খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি এবং এর মাঝখানে করেছি শস্যক্ষেত্র। [সুরা আল-কাহফ : ৩২]

উলামায়ে কিরামের মাঝে এ বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য আছে যে, বাস্তবেই এমন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, না কি সম্ভাব্য সংঘটিতব্য ঘটনা অগ্রিম বর্ণনা করেছেন, কিংবা আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কাল্পনিকভাবে ঘটনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলিম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বাস্তবে সংঘটিত ঘটনাই বর্ণনা করেছেন। তবে এই বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই যে, সবগুলো ঘটনা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ওয়াজ ও উপদেশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপদেশগুলো এমন কার্যকরি যে, সেগুলো হৃদয়ের গভীরে দাগ কাটে। আল্লাহর একত্ববাদ, নবিদের সত্যায়ন ও বাতিলের মোকাবিলায় প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে এগুলো খুবই শক্তিশালী ও অব্যর্থ মাধ্যম।

এটা খুব সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে দেয়, সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ শত ভাগ ইনসাফ করেছেন। বিশেষভাবে অপরাধীদের প্রতি তিনি অণুপরিমাণও বাড়তি শাস্তি চাপিয়ে দেননি। খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের সাহায্য করেন এবং তাঁর নবি ও নেককার বান্দাদের ছোট-বড় সর্বপ্রকার বিপদের সময় সান্ত্বনা প্রদান করেন। মমতাভরা কৌশলে হৃদয়স্পর্শীভাবে ইমান ও কল্যাণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন এবং কুফরি, পাপাচার ও নাফরমানির প্রতি নিরুৎসাহিত করেন।

এতে কাফিরদের জন্যও রয়েছে অলংকারপূর্ণ মমতামাখানো ওয়াজ।

আকিদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও ফাজায়িলের ভিত্তি কুরআন-সুন্নাহয় মজবুতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে।

এমনিভাবে আমরা দেখি, আমাদের কাছে এমন অসংখ্য গল্পের ভান্ডার রয়েছে, যেগুলো হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা হৃদয়জগতে ভালো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সহজেই বোধগম্য হয়।

ইতালিয়ান লেখক আলবার্তোম মোরাভিয়া বলেছে, 'মুসলমানদের কুরআনে কারিমে এত ঘটনা বর্ণিত আছে, যেগুলো থেকে তারা এখন পর্যন্ত পূর্ণরূপে উপকৃত হতে পারেনি।'

www.QuranerAlo.net

৫. কুরআন-সুন্নাহ থেকে কোনো ঘটনা বর্ণনা করার সময় সেখানে নিজের পক্ষ থেকে এমন কোনো বিষয় সংযোজন করা জায়িজ নেই, যা প্রকৃতপক্ষে ঘটেনি। এমন কোনো ব্যক্তিকেও সেখানে অনুপ্রবেশ করানো যাবে না, যে প্রকৃতপক্ষে মূল ঘটনার মাঝে ছিল না। কেননা, এর মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর কথাকে এমন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, যার সাথে তার আদৌ সম্পর্ক নেই। এটা হবে কুরআন-সুন্নাহর ওপর স্পষ্ট মিথ্যাচার।

৬. পাশ্চাত্যের কিছু কিছু লেখক অন্যান্য ভ্রষ্ট লেখকদের থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন, যারা লেখার সময় নিজেদের অকৃপণ উদারতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে মুক্ত থাকার কারণে সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন; যা তাদের লেখাগুলো করেছে সম্মানিত, জনপ্রিয় ও সর্বমহলে বরণীয়।

যেমন : প্রাচীন লেখক জুলস ভার্নে যখন 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' গল্পটি লিখেছিলেন, তখনও মানববিশ্ব মহাশুন্যে যেতে পারেনি; কিন্তু এই গল্পকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো জ্ঞানগর্ভ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। যেগুলোর প্রত্যেকটিতে তার গল্পটিকে মূল্যায়ন ও মর্যাদা দান করা হয়।

গল্পটি লেখার ১০০ বছর পর এবং গল্পকারের মৃত্যুর ৬৫ বছর পর আমেরিকা চাঁদে পৌঁছার দাবি করে। অনেক মানুষ তখন জুলস ভার্নের কাল্পনিক গল্প এবং আমেরিকার চাঁদে ভ্রমণের বাস্তব গল্পের মাঝে অসাধারণ সাদৃশ্য পেয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল।

বিস্মিত হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ, গল্পকার নিজেকে পাঠকের স্থানে বিচার করে গল্পের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানকে সম্মান করার চেষ্টা করেছেন। তিনি কেবল অনুমাননির্ভর হয়েই গল্পটি তৈরি করেননি; বরং তিনি বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন, তারপর গল্পটি লিখেছেন।

আমাদের যুগে এসে দ্য ভি ভিঞ্চি কোড বইটির লেখক ড্যান ব্রাউন মানুষের চন্দ্রভ্রমণ সম্পর্কে আরেকটি গল্প লিখেছেন। বইটির ৬০ মিলিয়নের অধিকসংখ্যক কপি বিক্রি হয়েছে। তিনি এই গল্প লেখার উদ্দেশ্যে প্রায় আড়াই বছর খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন, যার প্রভাব তার গল্পকে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তুলেছে।

ইসলামি লেখকদের জন্য এগুলো থেকে উপকৃত হওয়া জরুরি। পাঠকদের জ্ঞানকে সম্মান করে এবং ইসলামি ও পাশ্চাত্য লেখনীর প্রতিযোগিতার ময়দানে ইসলামি লেখাকে উত্তীর্ণ করার জন্য পশ্চিমা এই লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা খুব ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

গল্প-উপন্যাস লেখার পূর্বে পর্যাপ্ত অনুসন্ধান করলে আরও দুটি উপকার হয়। যথা :

www.QuranerAlo.net

ক. গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে সমাজকে শিক্ষিত ও সভ্য করে তোলা যায়। কারণ, এসব গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে তাদেরকে ইতিহাস, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিষয়ক সঠিক ধারণা দেওয়া সম্ভব।

খ. দ্বীনি বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে ভুলের আশঙ্কা থাকে না; যেমনটি অনেক লেখনীতে দেখা যায়। কারণ, সাধারণত নিজের দ্বীনের নলেজের ওপর ভিত্তি করেই গল্প-উপন্যাস লেখা হয়। আর দেখা যায়, লেখক এ দ্বীনি নলেজ অর্জন করেছেন কোনো স্যাটেলাইট চ্যানেল, ম্যাগাজিন বা পত্রিকা থেকে। কিন্তু শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো সঠিক নয়; যার কারণে লেখক পাঠকদের দ্বীনি বিষয়ে ভুল বার্তা প্রদান করেন।

৭. ভ্রান্ত আকিদায় আঘাত করার জন্য গল্প ও উপন্যাসের সদ্ব্যবহার করা এবং সেই ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসীদেরকে সুকৌশলে ইসলামি আকিদা ও সহিহ সুন্নাহর দিকে আহ্বান করা।

দ্য ভি ভিঞ্চি কোডের গল্পের মাঝে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় উপমা রয়েছে; যদিও তার লেখক একজন কাফির। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, 'হিকমত মুসলমানের হৃতসম্পদ, যেখানে পাবে সেখান থেকেই উদ্ধার করবে।'[৭৮]

এই উপন্যাসের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক লেখক ড্যান ব্রাউন তার চিন্তা-চেতনা প্রতিষ্ঠা করেছে; অথচ তার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে, সে আন্ডারওয়ার্ল্ডের সংস্থাগুলোর সাথে জড়িত, যা ধর্মীয় ভাবাবেগ থেকে মুক্ত। এজন্য সে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের অনেক আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে সমালোচনা করে এবং এমন কিছু সংগঠনেরও সমালোচনা করেছে, যারা তাদের দ্বীনি বিষয়কে বিকৃত করে ফেলেছে। ফলে অন্যান্য যাজকেরা তার চরম বিরোধিতা করেছিল।

তার সে উপন্যাস গোটা আমেরিকান সোসাইটিতে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেখানকার প্রতি ১০জনের একজন সেই উপন্যাসটি পড়েছে। ৫% ভাগ লোক এ কথা বলেছে যে, এই বইটি তাদের আকিদা-বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটিয়েছে। এরপর সেই উপন্যাসের আলোকে সিনেমা তৈরি করা হয়েছে। তবে সেখানে খ্রিষ্টধর্মের ওপর থেকে তিরস্কারের পরিমাণ সিনেমায় অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও চলচ্চিত্র কুশলীদের অনেক সমালোচনা করা হয়েছে।

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, যদি ভালোবাসার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়, সুন্দর করে সাজানো হয় এবং হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপনা করা হয়, তাহলে এই প্রকারের

---

[৭৮] আমাদের সমাজে অনেকে এটাকে হাদিস বলে প্রচার করে, কিন্তু এটা রাসুলের হাদিস হিসেবে প্রমাণিত নয়। তাই আমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অবশ্য এটা হাদিস না হলেও অর্থগত দিক থেকে এতে কোনো অসুবিধা নেই। তাই হাদিস মনে না করে সাধারণ নসিহত হিসেবে এটা বলা যাবে। -সম্পাদক

www.QuranerAlo.net

উপন্যাসের মাধ্যমে অনেক মানুষের আকিদা-বিশ্বাস বিকৃত করে নষ্ট করে দেওয়া সম্ভব; যেমনটি ড্যান ব্রাউন করেছিল।

আবদুল মুনইম জাদাবি 'কুনতু কুবুরিয়্যান' বা আমি কবরস্থ ছিলাম নামে একটি বই লিখেছেন, যা অনেকটা উপন্যাসধর্মী বই। বইটিতে সুফিবাদের কেলেঙ্কারিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং হৃদয়গ্রাহী ও জাদুকরী ঢঙে তাদের প্রতিবাদ ও তিরস্কার করা হয়েছে।

এটার মাধ্যমে দ্য ভি ভিঞ্চি কোডের প্রচারণা করা উদ্দেশ্য নয় যে, লোকজন তার থেকে নিরাপদ থাকবে। কেননা, এই উপন্যাস তো তাদের ভ্রান্ত আকিদার বিশাল সমুদ্রের কয়েক বিন্দু মাত্র।

ড্যান ব্রাউন তো প্রতিমাপূজার দাওয়াত দেয়। সে এই বিশ্বাসও লালন করে যে, মহিলারা ঐশী দ্বীনগুলোর আলোকে প্রভুত্বের বাস্তবতাকে যখন অস্বীকার করেছে তখন তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। এই দাবিও করেছে, প্রতিমাপূজার ধর্মে মহিলারা অধিক সম্মানিত ছিল। কেননা, তারা সেখানে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। তাই ড্যান ব্রাউনরা এখন মহিলাদের সাহায্য করে তাদের প্রভুত্ব ও দেবিত্ব ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছে!

মানুষ গল্প ও উপন্যাস কেন পড়ে?

ইসলামের দাঈ ও ঔপন্যাসিকদের অবশ্যই এই তথ্য জানতে হবে যে, মানুষ কেন গল্প ও উপন্যাস পড়ে? গল্প ও উপন্যাস থেকে তারা কী অর্জন করতে চায়?

যদি আমরা এগুলো থেকে তাদের লক্ষ্য ও টার্গেট সম্পর্কে জানতে পারি, তাহলে আমাদের সামনে দাওয়াতের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হবে। আমি এখানে সেই লক্ষ্যগুলোই আলোচনা করার চেষ্টা করব, মানুষ গল্প ও উপন্যাস পাঠ করে যা পেতে চায়।

প্রথম লক্ষ্য : গল্প পড়ে তৃপ্ত হওয়া, গল্প তৈরির পদ্ধতি রপ্ত করা এবং সেগুলোতে উপস্থাপিত চিন্তা-চেতনা ধারণ করা।

অতএব, লেখকদের জন্য জরুরি হলো মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য নিজ লেখার মাধ্যমে মানুষকে ফুরফুরে মেজাজে সিক্ত করার চেষ্টা করবে। নতুন চিন্তা-চেতনা পুশ-ইন করবে এবং সাহিত্যের নতুন কোনো ছোঁয়া দিয়ে তাদের সেবা করবে।

দ্বিতীয় লক্ষ্য : কিছু মানুষ কেবল এজন্য গল্প পড়ে যে, সে তার আভিধানিক জ্ঞানকে আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করবে, নিজের মাঝের সাহিত্যশক্তিকে পরিপূর্ণ করবে এবং ব্যাকরণ ও অলংকারগত বিষয়কে খুব ভালোভাবে রপ্ত করবে।

অতএব, লেখকদের জন্য আবশ্যক হলো, মানুষের হৃদয়ের এই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে এমন অলংকারপূর্ণ গল্প ও উপন্যাস লিখবে, যা তাদের চাহিদা খুব ভালোভাবে

www.QuranerAlo.net

পূর্ণ করতে পারে এবং তাদের সম্মানিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কেননা, অলংকারপূর্ণ ভাষা-সাহিত্য হলে তা অন্য সব সাধারণ লেখার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। পাশাপাশি সাধ্যের মাঝে নিজ নিজ গল্প ও উপন্যাসে এমন অভিনবত্ব নিয়ে আসার চেষ্টা করবে, যা পাঠককে করবে বিমোহিত, তাদের মাঝে সৃষ্টি করবে নতুনকে গ্রহণ করার উচ্ছ্বাস এবং গল্প ও উপন্যাসের মাঝে তুলে ধরা চিন্তা-চেতনা গ্রহণ করার সুপ্ত লোভ।

তৃতীয় লক্ষ্য : অনেক সময় রোগীর সেবা করতে অপেক্ষারত ব্যক্তি সময় কাটানোর জন্য গল্প বা উপন্যাস পাঠ করে। তার মনের ভাব থাকে এমন, গল্পের কোনো বই পেলে পড়তে পড়তে দীর্ঘ সময়টি কেটে যাবে।

অতএব, এমনভাবে ছোট ছোট গল্প তৈরি করা, যেগুলোর মাঝে সুন্দর চরিত্র গঠনের জন্য কিছু টিপস থাকবে, লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছু নির্দেশনা থাকবে। এতে বিভিন্ন অপেক্ষাকেন্দ্র—যথা : হাসপাতাল, অফিস-আদালত ইত্যাদি স্থানে এর প্রভাবও শীঘ্রই দেখা যাবে; বিশেষত যখন ওইসব ঘটনার বিন্যাস সুন্দর ও চমৎকার হবে।

চতুর্থ লক্ষ্য : মানুষ অনেক সময় এমন সমস্যার সম্মুখীন হয়, যখন তার মাঝে বড় বড় বই পড়ার স্পৃহা জাগ্রত হয়। বিশেষ করে যদি ইতিপূর্বে এই ধরনের কোনো বই পড়ে না থাকে। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ সাধারণত মানসিক টেনশন দূর করার জন্য বড় বড় গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে চায়। অনেক অভিভাবক সন্তানদের পড়ায় অভ্যস্ত করতে এমন গ্রন্থ অধ্যয়ন করার ব্যবস্থা করেন।

এই লক্ষ্যগুলো বিচার করে ইসলামি লেখকগণ সুদীর্ঘ ও লম্বা-লম্বা এমন উপন্যাস রচনা করবেন, যাতে থাকবে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায় এবং পাশাপাশি দ্বীনি উপকার। লক্ষ রাখতে হবে, যেন কঠিন কোনো বাক্য এখানে অনুপ্রবেশ না করে এবং অভিধানগত কোনো প্যাঁচ-কোঁচও যেন না থাকে। কেননা, এই পরিস্থিতিতে পাঠক সহজবোধ্য বিষয়গুলোর প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ অনুভব করে।

পঞ্চম লক্ষ্য : যে ব্যক্তি জীবন চলার পথে কঠিন পথ পাড়ি দিতে থাকে, সেই কঠিন জীবনের তিক্ততা থেকে সে মুক্তি পেতে উদগ্রীব থাকে। তখন সে গল্প ও উপন্যাস পড়ে দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির পরশ অনুভব করতে চায়। এই গল্প ও উপন্যাসগুলো তখন পাঠককে শান্ত করে তার জীবনের অর্থ ও লক্ষ্য বোঝানোর চেষ্টা করে এবং তার মন থেকে হতাশা ও টেনশনের কালো মেঘ ধীরে ধীরে কেটে যায়।

অতএব, এই ধরনের লোকদের জন্য নির্মাণ করতে হবে এমন সব গল্প ও উপন্যাস, যেখানে ফুটিয়ে তুলতে হবে, কল্যাণ সর্বদা অনিষ্টতার ওপর বিজয়ী হয়। এমন গল্প

www.QuranerAlo.net

সমাহার সেখানে হবে, কোনো মানুষ বিপৎসংকুল সময় পার করছিল, বড় বিপদে আক্রান্ত ছিল সে, মুক্তির কোনো পথ তার সামনে খোলা ছিল না, ঠিক এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা তার সহায় হয়েছেন, তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। কারণ, বিপদগ্রস্ত লোকটি ধৈর্যহারা হয়নি, আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস ছিল মজবুত পাহাড়ের মতো অবিচল এবং সে দ্বীনের ওপর ছিল অনড়।

ষষ্ঠ লক্ষ্য : সিরাতে মুসতাকিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত কিছু নেককার যুবক অনেক সময় এমন গল্প পাঠ করতে চায়, যা তাদের হৃদয়ে ইমানকে আরও মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে, তাকে নেককাজের প্রতি উৎসাহিত করবে ও তার মনোবল প্রকৃত উদ্দেশ্যে পৌঁছতে আন্দোলিত করবে এবং সাহায্য করবে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে চলতে।

সপ্তম লক্ষ্য : প্রবৃত্তিগত পশুবৃত্তিক চাহিদা ও লক্ষ্য। কিছু মানুষ এমন সব গল্প ও উপন্যাসই পাঠ করে, যেগুলোতে থাকে যৌন সুড়সুড়ি ও হারাম চাহিদার উসকানি। যেগুলো পাঠককে কখনও দ্রুত আবার কখনও ধীরে ধীরে অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দেয়।

এদের জন্য কেবল এমন গল্প ও উপন্যাসই লিখতে হবে, যাতে থাকবে মৃত্যুর কথা, জাহান্নামের ভয়ংকর শাস্তির কথা। বলা হবে, এভাবে পাপাচারের অন্ধকার পথে চলতে থাকলে যদি আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে নিক্ষিপ্ত হতে হবে জাহান্নামে।

ইসলামের নামে এমন কোনো গল্প বা উপন্যাস নির্মাণ করা সমীচীন নয়, যেগুলোতে যৌন সুড়সুড়ি বা রোমান্সের অনুভূতি থাকবে। এমন গল্প ও উপন্যাসের সাথে ইসলাম শব্দটি যোগ করা নেহায়েত অন্যায় ও গর্হিত কাজ। যেমন : অনেক গল্পকার ও ঔপন্যাসিক গোটা গল্প ও উপন্যাসকে যৌনতা ও নোংরামির জীবাণু দিয়ে সাজিয়ে শেষে এসে বলে যে, পাপাচারে লিপ্ত লোকটি তাওবা করে ভালো হয়ে গেছে। এমন উপন্যাসকে ইসলামি উপন্যাস বলা যাবে না। তাওবার দিকে আহ্বান করার জন্য মানুষকে পাপের দিকে উৎসাহিত করা কি কোনোভাবে বৈধ হতে পারে?

সেই গল্পকার ও ঔপন্যাসিক কি জানেন যে, পাঠক শেষ পর্যন্ত বইটি পড়বে? এটা কি কোনো যৌক্তিক বা সম্ভবপর বিষয় যে, একটি লোক শত শত পৃষ্ঠা পাঠ করে উত্তেজিত হওয়ার পর হঠাৎ করে দু এক পৃষ্ঠা পাঠ করে সেই মানসিকতা পাল্টিয়ে শীতল হয়ে যাবে? এমন হওয়াটা স্বাভাবিক নয়।

ইন্টারনেটে এমন অগণিত ঘটনা ও উপন্যাস রয়েছে, যেগুলোকে ইসলামি বলে দাবি করা হয়। ইসলামি শিরোনাম দিয়ে বৈধতার দাবি করা হয়। ভূমিকাও সেভাবেই সাজানো

www.QuranerAlo.net

হয়। আবার শেষে গিয়ে অপরাধীর তাওবা করার বিষয়টি তুলে ধরা হয় বা বলা হয় যে, অপরাধী তাওবা করার পূর্বেই মারা গেছে। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে।

যদি অশ্লীলতা ও ফাসাদ প্রচারের আশঙ্কা না থাকত, তাহলে এখানে উপমাস্বরূপ দু'একটি ঘটনা তুলে ধরতাম। কিন্তু সেই ঘটনাগুলোতে পাপাচার ও ফাসাদের প্রচারণা হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই এমন করা থেকে বিরত থাকলাম।

অতএব, হে ইসলামের দাঈগণ, আল্লাহকে ভয় করুন। জেনে রাখুন, ইসলামের দাঈ হওয়ার জন্য অবশ্যই আপনাকে ইসলামের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ হতে হবে।

উপন্যাসের প্রকারভেদ

আমরা আগের পৃষ্ঠাগুলোতে ওই সমস্ত উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছি, যেগুলোর লেখকেরা আল্লাহর সত্তা নিয়ে সমালোচনা করেছে, ইসলাম ও তার সংবিধান নিয়ে আপত্তি তুলেছে এবং ভ্রষ্ট চরিত্রের দিকে আহ্বান করেছে। বস্তুত তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধুনিক ও সামাজিক উপন্যাসগুলোর ওপর ভরসা করে লিখেছে।

সমস্ত লেখক শুরুতেই কিন্তু নাস্তিকতা ও পাপাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে লেখেনি; বরং তারা প্রাথমিক পর্যায়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য কিংবা সাহিত্যিক আবেদনে তৃপ্ত হওয়ার জন্য লিখেছে। আর এভাবে চলতে গিয়েই তারা মারাত্মক কিছু ভুলের শিকার হয়েছে।

সামাজিক ও আধুনিক উপন্যাস ছাড়াও উপন্যাসের অনেক প্রকার রয়েছে। এই অধ্যায়টির পূর্ণতার জন্য সেই প্রকারগুলো নিয়েও আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

উপন্যাসের অনেক আকৃতি-প্রকৃতি ও ভাব-ধরন রয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের জন্য পৃথক পৃথক লেখক ও পাঠক রয়েছে। বিষয়টি কেবল সামাজিক উপন্যাসের মাঝেই সীমিত নয়; বরং এখানে গোয়েন্দা উপন্যাস, অ্যাকশন উপন্যাস, ভৌতিক উপন্যাস, সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস এবং ভালোবাসা ও রোমান্স উপন্যাস প্রভৃতি। এগুলোর মধ্য থেকে কিছু প্রকার এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য ও ইশতেহার নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

গোয়েন্দা উপন্যাস

এটা মূলত অনুসন্ধান, জটিল মামলার তদন্ত ও অপরাধের শেকড়সন্ধান ইত্যাদি বিষয়ক উপন্যাস। এই বিষয়ে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম হলো 'শার্লক হোমস'। যার লেখক প্রখ্যাত অনুসন্ধানঔপন্যাসিক আর্থার কোনান ডয়েল।

গোয়েন্দা সাহিত্যের জগতে ব্রিটেনের প্রখ্যাত লেখিকা হলো আগাথা ক্রিস্টি। তার লিখিত উপন্যাসটির প্রায় কয়েক মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে এবং প্রায় ৪৫টি ভাষায় তার অনুবাদ হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

গোয়েন্দা উপন্যাসগুলো ক্রমেই পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ২০০৩ সালে গোয়েন্দা উপন্যাসের শিরোনামে প্রায় ১৮০০টি গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং প্রায় ১৮ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অনেক উপন্যাস ফিল্মরূপে চলচ্চিত্রের রূপালি পর্দায়ও উপস্থাপিত হয়েছে।

এ ধরনের গল্প আরববিশ্বেও অনেক প্রকাশিত হয়েছে। তবে আরববিশ্বে প্রথম প্রকাশিত ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ উপন্যাস ছিল অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম কেন্দ্রিক। বইটির নাম ছিল 'আল-মুগামিরুনাল খামসা' বা দুঃসাহসী পাঁচ অভিযাত্রী। এগুলো প্রথম পর্যায়ে ১৯৭০ এর দশকে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে এমন পাঁচজন কিশোরের দুঃসাহসিকতা তুলে ধরা হয়েছে, যাদের বয়স ছিল ১৩ থেকে ১৮ বছরের মাঝে। বইটিতে প্রথমে কিছু গোয়েন্দা অপারেশনের এজেন্ডা পেশ করা হয়েছে, তারপর সমাধান পর্বে গিয়ে অ্যাডভেঞ্চারের বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এই ক্রমধারার প্রতিটি গল্প 'প্রহেলিকা পর্ব' শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই পাঁচ কিশোরের অ্যাডভেঞ্চারের উপন্যাস আরববিশ্বে ধুম মাচিয়ে বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে সফল হয়। পরবর্তী সময়ে এর অনুকরণে অনেক লেখক উপন্যাস লিখেছেন। কিছু কিছু দেশের আরবি পাঠকেরা তো রহস্য ও ধাঁধাবিশিষ্ট যেকোনো ছোট পুস্তিকাকেও গোয়েন্দা সিরিজ ভেবে বসে; যদিও তাতে গোয়েন্দা বিষয়ক কোনো গল্প বা আলোচনা থাকে না।

আমাদের শিশু, কিশোর ও যুবকেরা আজ-কাল ওই ছোট গোয়েন্দা সিরিজের প্রতিই সর্বাধিক আকৃষ্ট, যার নাম 'কোনান'।[৭৯] বর্তমানে কারও এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকা সমীচীন নয়। বরং সচেতন পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের জন্য নিজের সন্তানদের এই ধরনের উপন্যাস থেকে দূরে রাখা অপরিহার্য।

[৭৯] ডিটেকটিভ কোনান, যা জাপানে মেতানতে কোনান নামে পরিচিত। এটা একটি জাপানি গোয়েন্দা মাঙ্গা সিরিজ, যা গোশো আওআমা কর্তৃক লিখিত এবং সচিত্রকৃত। সিরিজটি ১৯৯৪ থেকে প্রচার করা হয় 'শোগাকুকান' এর সাপ্তাহিক শোওনেন সানডে-তে। দীর্ঘ দেড় যুগ পরে ২০১২ এর ডিসেম্বরে এসে সিরিজটি শেষ হয়। সব মিলিয়ে ৭৮ টি ট্যাঙ্কওবন ভলিউমস পরিমাণ জমা হয়েছে। [উইকিপিডিয়া থেকে সামান্য পরিমার্জিত]—সম্পাদক

www.QuranerAlo.net

গোয়েন্দা উপন্যাসের
ক্ষতিকর দিকগুলো

১. অপরাধীদের চিন্তাগত সহযোগিতা

এই ধরনের গোয়েন্দা উপন্যাস অনেক সময় অপরাধীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ কোর্সের কাজ দেয়। হালে ব্রিটেনে কয়েকটি ভয়ংকর সশস্ত্র সন্ত্রাসী ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর - যার পেছনে কিছু কট্টরপন্থি ও প্রবৃত্তিপরায়ণ লোকের ষড়যন্ত্র রয়েছে- সশস্ত্র অপরাধের চিত্র ও অবকাঠামো তুলে ধরার জন্য ব্রিটেনে 'মেট্রো' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশি হয়েছে। সেখানে পরিষ্কারভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, অপরাধীরা এই ধরনে গোয়েন্দা উপন্যাস থেকেই অপরাধের কলা-কৌশল রপ্ত করে। এমনকি অনেক ভদ্র ও মার্জিত কিশোর-কিশোরীদেরও এই উপন্যাসগুলো সন্ত্রাসমূলক অপরাধের দিকে ডাইভার্ট করেছে মর্মে গ্রন্থটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে এমন অনেক অপরাধের কথা বলা হয়েছে, যেগুলো সংঘটিত করেছে মার্জিত ও ভদ্র সোসাইটির কিশোররা। গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক স্তরের কিশোরীদের অধিকাংশই বড় বড় অপরাধের দিকনির্দেশনা প্রচলিত গোয়েন্দা উপন্যাস থেকে গ্রহণ করে।

আগাথা ক্রিস্টি কর্তৃক ইংরেজিতে রচিত উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করেই অধিকাংশ গোয়েন্দা উপন্যাস তৈরি করা হচ্ছে। এই মহিলা তার ইংরেজি গল্পে পরিষ্কারভাবে লিখেছে, একজন ভদ্র মহিলা খুব সহজে ঠান্ডা মাথায় কাউকে হত্যা করতে পারে। এমন সূক্ষ্ম ও শান্ত প্রক্রিয়ায় হত্যা করা সম্ভব, যা দেখে জনগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। এই চতুর মহিলা এমন অনেক হত্যার ফিরিস্তি পেশ করেছে, যেখানে সবকিছু সম্পাদন করেছে ভদ্র ও মার্জিত পর্যায়ের মহিলারা। যেগুলো খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে গোয়েন্দা উপন্যাসগুলোতে।

www.QuranerAlo.net

২. অপরাধমূলক কাজের চিত্রায়ণ

কোনো কোনো গল্পে ভয়ংকর যে বিষয়টি রয়েছে, তা হলো, সেখানে অপরাধের এমন কৌশল তুলে ধরা হয়েছে, যা সাধারণ মেধার কোনো মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। সেগুলো সংঘটিত করার জন্য এবং তার দোষ থেকে বাঁচার জন্য, এসংক্রান্ত যাবতীয় পরীক্ষা ও সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রয়োজন তীক্ষ্ণ মেধা ও কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তার। অনেক কিশোর-কিশোরী তো বুদ্ধিমত্তা ও অনুভূতি খুইয়ে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই থেকে আরম্ভ করে ভয়ংকর সব অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। আবার মনে মনে নিজেদের এই কাজকে সমর্থনও করছে।

আমি এটা বলছি না যে, প্রতিটি গোয়েন্দা উপন্যাসেই এমন অনিষ্টকর দিক রয়েছে; বরং কিছু কিছু উপন্যাসে এমন জটিলতা রয়েছে, তাও আবার সবগুলোতে সমানহারে নয়।

৩. কিছু অপরাধীকে সম্মাননা দেওয়া হয়

অনেক সময় কিছু চোরের আলোচনা এভাবে করা হয়—'মেধাবী চোর, ভদ্র চোর' ইত্যাদি। এমন চোরদের তালিকায় সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো 'আরসিন লুপিন'। সে ধনীদের অর্থ চুরি করে গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিত। অথবা জালিমের কাছ থেকে নিয়ে মাজলুমকে দিয়ে দিত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার অনুসারীরা প্রকৃত অর্থেই চুরি করতে আরম্ভ করে।

ওই সমস্ত লেখক, যারা আরবিতে এগুলোর অনুবাদ করেছে, তারা এটা বেমালুম ভুলে গেছে যে, চুরি ও চোর যে কোয়ালিটিরই হোক না কেন, শরিয়তে তার বিধান একই। আর সেটা হলো চোরের হাত কেটে দেওয়া। উপরন্তু কোনো মানুষের এই অধিকার নেই যে, সে ব্যক্তিগতভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে; বরং এই দায়িত্বটি রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারকদের ওপর বর্তায়। যদি প্রত্যেকেই এভাবে ইনসাফ কায়েম করা আরম্ভ করে, তাহলে মানুষের সম্পদ নষ্ট হতে থাকবে; অথচ না কেউ তার কাছে ইনসাফ কায়েমের বিচার দিয়েছে, আর না কেউ এর প্রতিকার চেয়েছে।

তাহলে এই ধরনের মানুষ কীভাবে অনুসরণীয় ও রোলমডেল হতে পারে!? আল্লাহ তাআলা আমাদের সুমতি দান করুন। আমিন।

অ্যাকশনধর্মী উপন্যাস

যেসব উপন্যাসে প্রাচীন যুগের হস্তযুদ্ধ বা আধুনিক যুগের অস্ত্রযুদ্ধের বিবরণ থাকে, তাকে বলে অ্যাকশনধর্মী উপন্যাস। এই ধরনের উপন্যাসে অনেক রক্তপাতের কথা থাকে, থাকে অগণিত হত্যার চিত্রায়ণ। এই ধরনের উপন্যাসের হিরোরা অধিকাংশ সময়

www.QuranerAlo.net

বাহুবলী ও কঠিন হৃদয়ের মানুষ হয়। দয়া-অনুগ্রহ ও মায়া-মমতা বলতে কোনো জিনিস তারা বোঝে না।

ব্রিটিশদের সিক্রেট এজেন্ট জিরো জিরো সেভেন (০০৭) কোডধারী জেমস বন্ডকে অ্যাকশনধর্মী উপন্যাসের সবচেয়ে বিখ্যাত নায়ক হিসেবে ধরা হয়। এ ধারার উপন্যাস আবিষ্কার করে ব্রিটিশ লেখক আয়ান ফ্লেমিং। পাশ্চাত্যের সমালোচকরা এই লেখককে অগভীর স্টাইলের লেখক বলে মনে করে, যেমনিভাবে এর নায়ককে তাদের যুবকদের জন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট অনুসৃত চরিত্র হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।

তার উপন্যাস মানুষের মাঝে প্রচার পাওয়া ও সিনেমায় প্রকাশ করার দ্বারা জেমস বন্ড হয়ে গেল পশ্চিমাবিশ্বের প্রথম নায়ক। যে নায়ক প্রতিদিন ৭০টি সিগারেট পান করে, একটি মুহূর্তও যে অ্যালকোহল পান না করে কাটায় না, যে উন্মাদ হয়ে মরণযন্ত্রের ন্যায় গাড়ি চালায়। এই ব্যক্তির উত্থান তার অনুসারী অনেক যুবককে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। বরং এই চরিত্রের লেখক স্বয়ং নিজেও তার চরিত্রের নায়কের অনুসরণ করতে গিয়ে মাত্রাধিকহারে ধুমপান করে এবং সর্বদা এ্যালকোহল পান করে, ফলে তার জীবনাবসান ঘটে।

আমাদের আরববিশ্বেও এমন কিছু লেখক আত্মপ্রকাশ করেছে যারা অ্যাকশনধর্মী উপন্যাস লেখে। এর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলো শয়তান-১৩ সিরিজের উপন্যাস। ১৯৭০ এর দশকে তা প্রকাশিত হয়েছে। বিনোদনের নামে এগুলোর অধিকাংশই আরবযুবকদের মাঝে প্রচার করা হয়েছিল।

আমরা শয়তানের এই উপন্যাসগুলোতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিষয়টি লক্ষ করেছি। এই দলটি যেকোনো কাজই করত, সেখানে অগণিত যুবক-যুবতীর সমাহার ঘটত। আমি বুঝতে পারিনি যে, হস্তযুদ্ধ ও অস্ত্রযুদ্ধের কার্যক্রমের সাথে মহিলাদের কী সম্পর্ক! আর এই চরিত্রগুলোর মাধ্যমে এখন তো যুবক-যুবতীদের এক জায়গায় জমায়েত হয়ে অবাধ মেলামেশার বিষয়টি সাধারণ একটি কালচারে পরিণত হয়েছে, যদিও সেটা যুদ্ধের ময়দানেই হোক না কেন।

তারপর এই উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের সিরিয়ালের নামকরণের ব্যাপারেও রয়েছে বড় আপত্তি। লেখকের কলমে সৎ ও ভালো মানুষদের শয়তান নামে কেন অভিহিত করা হলো? অথচ মানুষের ধারণা ও শরিয়তের দৃষ্টিতে শয়তান বলতে সকল অনিষ্টের মূলকে বোঝানো হয়ে থাকে।

এরপর ১৯৯০ এর দশকের শুরুর দিকে নাবিল ফারুক বিরচিত 'রাজুলুন আল-মুসতাহিল' বা অদ্ভুত মানুষ নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসটির নায়কের চরিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, লেখক ব্রিটিশ নায়ক জেমস বন্ড দ্বারা

www.QuranerAlo.net

ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। এই উপন্যাস আরবযুবকদের মাঝে এখনও প্রচারিত হচ্ছে। লেখকও উপন্যাসটির নতুন নতুন সংস্করণের প্রকাশনা চালু রেখেছে।

যখন এই উপন্যাসগুলো চলচ্চিত্রের রূপ নেয়, তখন তার প্রচার-প্রসার আরও বৃদ্ধি পায়। অ্যাকশনধর্মী উপন্যাসগুলোর প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে সবচেয়ে বেশি। তাই লেখক ভালোভাবে এর প্রচারণা-প্রযোজনা করলে খুব দ্রুতই সে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পাশাপাশি তার উপন্যাসের নায়কটিও সেরা জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়।

www.QuranerAlo.net

অ্যাকশনধর্মী উপন্যাসের

ক্ষতিকর দিকসমূহ

১. বহির্গামীদের হৃদয়ে ভয় ও খটকা সৃষ্টি

এই উপন্যাসগুলো নিশ্চিতভাবে বহির্গামীদের হৃদয় ও মন-মানসে আতঙ্ক ও খটকা সৃষ্টি করে। আমি গবেষণা করতে গিয়ে কোনো কোনো প্রবন্ধ ও নিবন্ধে পেয়েছি যে, শৈশব ও কৈশোরের কিছু ভয়ানক অভিজ্ঞতা জ্ঞানার্জনের কিছু মাধ্যমকেও (যেমন নতুন কোয়ালিটির খাতা, কলম ইত্যাদি) ভীতিকর মনে করে এবং তাদের মাঝে এ বিষয়ে খটকা ও কঠিন আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। আবার যখন তারা এই ধরনের উপন্যাস পড়ে, তখন তাদের মাঝের সেই খটকা ও আতঙ্ক কঠিন রূপ ধারণ করে।

২. উপন্যাসের নায়কের অনুকরণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি

কিশোররা সাধারণত যাকে ভালোবাসে তার অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এই বিষয়টি কোনো কোনো সময় ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন : কিশোররা যেই নায়কদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে, সেই নায়কেরা অপছন্দনীয় লোকগুলোকে হত্যা করে ফেলে, কারও প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হলে তার ওপর আক্রমণ করে বসে। কিশোররা এগুলো দেখে ভালোবাসার নায়কের মতো মনে মনে নিজেকে বীরপুরুষ ভেবে

www.QuranerAlo.net

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে সেই শিশুকে হত্যা করতে অনুপ্রাণিত হয়, যে তার সাথে ঠাট্টা-মশকরা করে। অথবা এমন কোনো কৌশল সে কল্পনা করে, যার দ্বারা দায়িত্বরত ও শাসনকারী শিক্ষকদের কষ্ট দেওয়া যায়।

অনৈসলামি সমাজে এগুলো তো প্রাচীনকাল থেকেই আছে, আমাদের ইসলামি সমাজেও ইদানীং এসব দেখা যাচ্ছে। এমন অনেক কিশোরের ব্যাপারে শুনেছি যে, পিস্তল নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে সে অনেক ছাত্র ও শিক্ষককে হত্যা করেছে।

আরও এমন অনেক বিষয়েই আমাদের কিশোররা উপন্যাসের নায়কদের অনুকরণ করে, যা হত্যার চেয়ে কম ক্ষতিকারক হলেও ইসলামি শরিয়তের স্পষ্ট লঙ্ঘন। যেমন : তাদের চাল-চলন, কথাবার্তা ও পোশাক-পরিচ্ছদের অনুকরণ ইত্যাদি।

এমন অনেক কিশোরকে আমরা দেখেছি, যারা রসের ক্যানে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিয়ে ঠিক এমনভাবে পান করে, যেভাবে পাপাচারী ইসলামবিদ্বেষীরা বোতল বা পেয়ালায় মুখ লাগিয়ে মদ পান করে।

৩. দৈহিক শক্তির উত্তাপ সৃষ্টি

অ্যাকশনধর্মী উপন্যাসের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তা মানুষের অন্তরে দ্বীন ও শিক্ষার শক্তির চেয়ে দৈহিক শক্তিকে অনেক বড় করে উপস্থাপন করে, যার কারণে মানুষের হৃদয়ে দৈহিক শক্তির উত্তাপ সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমরা দেখি যে, ওই গল্প ও উপন্যাসের নায়করা কেবল দৈহিক শক্তির বিষয়টিকেই গণনার মধ্যে নেয়, শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বদা নিজের দৈহিক শক্তির হিসাবটাই কষে। যার কারণে অধিকাংশ সময় তারা প্রতিরোধমূলক কোনো অস্ত্র ছাড়াই ঘোরাফেরা করে। এমনকি এই ধরনের উপন্যাস পাঠ করে এবং সিনেমা দেখে কারাতে সেন্টার ও জিমগুলোতে প্রশিক্ষণের জন্য যাতায়াত করে।

তো কারাতে প্রশিক্ষণ বা শারীরিক শক্তি অর্জন করা বড় কোনো বিষয় নয়, বড় বিষয় হলো যুবকের চিন্তা-চেতনা ও সার্বক্ষণিক পরিকল্পনা, যা তার দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জগতের কাজগুলোকে সহজ করে দেবে।

সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস

ইসলামি ও কুফরি দেশ ও শহরগুলোতে বহুলপ্রচারিত ও পঠিত আরেক ধরনের উপন্যাস হলো বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস। যেগুলোকে ইংরেজি ভাষায় 'সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস' বলা হয়। এই শিরোনামটিই তার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয় যে,

www.QuranerAlo.net

তাতে কল্পবিজ্ঞান ও অবারিত চিন্তার সমন্বয় ঘটে। কল্পবিজ্ঞানীরাই সাধারণত এই ধরনের উপন্যাস লেখে।

এই ধরনের গল্প-উপন্যাস আধুনিক সমাজে খুব বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং এর অগ্রদূতেরা গল্প ও উপন্যাসের জগতে শীর্ষস্থান দখল করতে সফল হয়েছে।

এরপর চলচ্চিত্রজগত এই উপন্যাসগুলোকে সিনেমার আকারে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে প্রচার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং তারা এতে সফলও হয়েছে। এ বিষয়ে এমন সব সিনেমা তৈরি করেছে, যেগুলোকে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও বহুলপ্রচারিত মনে করা হয়।

অধিকাংশ মানুষ যখন সায়েন্স ফিকশন উপন্যাসের কথা শোনে, তাদের চিন্তা-চেতনা মহাকাশপ্রাণী, স্নায়ুযুদ্ধ ও আবিষ্কারযুদ্ধের দিকে চলে যায়। এর কারণ হলো ওই সমস্ত সিনেমা, যেগুলোর মাধ্যমে এই ধরনের সায়েন্স ফিকশনের প্রচার-প্রসার করা হয়। সায়েন্স ফিকশন উপন্যাসের মোট ২৩টি প্রকার রয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের আবার বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা রয়েছে। বড় একটি জনগোষ্ঠীর এর প্রতি আকর্ষণও রয়েছে।

এই বিষয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস মনে করা হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মৃত জুলস ভার্নের ইংরেজি গ্রন্থকে, যা তিনি সহকর্মী হার্বার্ট জর্জ ওয়েলসকে সাথে নিয়ে রচনা করেছিলেন। এতে প্রায় ১ হাজার সায়েন্স ফিকশন রয়েছে।

কিছু আরবলেখকের কারণে এই সায়েন্স ফিকশন উপন্যাসগুলো আরবযুবকদের মাঝেও ভয়ানক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে রউফ ওয়াসফি বিরচিত 'সিলসিলাতুন নুফা' বা নোভা সিরিজ এবং নাবিল ফারুক বিরচিত 'মিলাফফুল মুসতাকবাল' বা ভবিষ্যতের ফাইল সিরিজ দুটি বেশি ক্ষতি করেছে।

আমি অল্প কয়েকটি লাইনে আপনাদের উদ্দেশ্যে সায়েন্স ফিকশনের কিছু প্রকার ও সেগুলোর অপকারিতার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

১. মহাশূন্যীয় সৃষ্টির অস্তিত্ব

এই প্রকারটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, পৃথিবী গ্রহের বাইরে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। মানুষের সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। আর (উপন্যাসের চরিত্রে) অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতে শুরু হয় রক্তাক্ত এনকাউন্টার, যার ভিত্তিতে সংঘটিত হয় সর্বনাশা ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধ।

কোনো কোনো উপন্যাসে বলা হয়েছে, সেই সৃষ্টিগুলো আমাদের পৃথিবীনামক গ্রহে বিশেষ আকাশযানে করে আগমন করে। এ যানটি 'ইউফো' নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছে।

এই বিষয়ে নির্মিত কার্টুন ফিল্মগুলো মুসলিম শিশুদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। যেমন : গ্রেন্ডাইজার ও আয়রন ম্যান ইত্যাদি। এগুলোর অনুকরণে আরও অনেক ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের উপন্যাসে সবচেয়ে আপত্তিকর দিক হলো, এতে ভিনগ্রহের প্রাণীদের এমন শক্তির আধার মনে করা, যা তাকে কখনও কখনও সৃষ্টিকর্তার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন : কোনো কোনো নায়ক যখন যেখানে এবং যেভাবে ইচ্ছে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে, কেউ বজ্রপাত ঘটাতে পারে, কেউ বাতাস পরিচালনা করতে পারে, কেউ পৃথিবীর ঘূর্ণায়ন তার কক্ষপথে থামিয়ে দিতে পারে এবং কেউ আবার পৃথিবীতে ভূমিকম্পন সৃষ্টি করতে পারে!

অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন—

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ، ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ .

তোমরা যে পানি পান করো, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমি বর্ষণ করি? [সুরা আল-ওয়াকিয়া : ৬৮-৬৯]

অন্যত্র নিজের গুণ বর্ণনা করে বলেছেন—

وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ .

তিনি বজ্রপাত ঘটান, অতঃপর যাকে ইচ্ছা তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন। [সুরা আর-রা'দ : ১৩]

সুতরাং আল্লাহর এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য কোনো সৃষ্টির জন্য সাব্যস্ত করা নিশ্চিতভাবে সুস্পষ্ট কুফরি।

মুসলিম উম্মাহ কীভাবে এসব উপন্যাস ও ফিল্ম দেখিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎপ্রজন্মকে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ওপর দীক্ষিত করবে? কীভাবে তাদের মন-মস্তিষ্কে একথা বদ্ধমূল হবে যে, আল্লাহ তাআলাই বৃষ্টি বর্ষণ করেন? যখন তার সামনে (বিভিন্ন ফিল্ম ও কার্টুনে) উপস্থাপন করা হচ্ছে যে, মাখলুকও বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে!

২. সময়কে অতিক্রম করা

১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে নরওয়ের জনৈক লেখক হারমান ফয়সালের মাথায় আরেক কুচিন্তার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে যে, সময়কে অতিক্রম করা সম্ভব। এটি এখন সায়েন্স ফিকশনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ফলে সায়েন্স ফিকশন নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিটি লেখকই সময়কে অতিক্রম করা সম্ভব মর্মে কিছু না-কিছু লিখছে।

www.QuranerAlo.net

এই দর্শনের সারকথা হলো, সময়কে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের মাঝে প্রবেশ করা কিংবা অতীতের মাঝে ফিরে যাওয়া সম্ভব।

কিন্তু শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে সময়কে অতিক্রম করা অসম্ভব। এই বিশ্বাসের মাঝে অনেক গর্হিত বিষয় রয়েছে। যেমন : এই উপন্যাসের কোনো কোনো স্থানে অদৃশ্যকে জানার দাবি করে যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, সে ভবিষ্যতের মাঝে প্রবেশ করতে পারে। এমন আরও অনেক গর্হিত কথাই এ ধরনের উপন্যাসে বলা হয়ে থাকে।

ভীতিকর গল্প-উপন্যাস

মানুষের মাঝে বহুলপ্রচলিত আরেকটি গল্প-উপন্যাসের প্রকার হলো ভীতিকর গল্প-উপন্যাস। এই ধরনের গল্প ও উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য থাকে পাঠকের মন-মগজে ভীতি সৃষ্টি করা। ভৌতিক উপন্যাসের জগতে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো পাশ্চাত্য লেখক লাভক্রাফট।

এই ধরনের গল্প-উপন্যাসের পাঠক ও ফিল্মের দর্শকদের মন-মগজে এর ভয়ংকর প্রভাব পড়ে। যেমন :

১. মানসিকভাবে তার মাঝে সেই ভয়টি প্রবল হয়ে ওঠে। এই ধরনের উপন্যাসের পরিষ্কার লক্ষণ হলো, তার মাঝে হিংস্রতা বৃদ্ধি পায়। কেননা, এই ধরনের উপন্যাস, গল্প ও সিনেমায় রক্তের নদী বয়ে যায় এবং শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়।

এই উপন্যাসগুলো আমাদের শিশুদের হৃদয়ে এমন আতঙ্ক ও ভীতি সৃষ্টি করে, তারা বেঁচে থাকার মনোবল হারিয়ে ফেলে। শিশুদের মানসপটে এমন দৃশ্য ভেসে ওঠে যে, সেখানে মানুষের রক্তপিপাসু কোনো হায়েনা অবস্থান করে। যারা দেখতে ঠিক মানুষের ন্যায়, কিন্তু তারা মানুষ নয়। তারা প্রথমে মানুষের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে, এরপর তাদের সাথে বাড়িতে গিয়ে রাতের আঁধারে তাদের রক্ত পান করে। এই শিশুটি কেবল এই চিন্তায় কাতর হয়ে থাকে, কখন যেন সে এই ধরনের প্রাণীর শিকারে পরিণত হয়! সমাজের ব্যাপারে তার চিন্তা-ভাবনাতেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এজন্যই তো অনেক সময় দেখা যায়, প্রতিবেশী বা নিজের বন্ধুকে দেখিয়ে শিশু হঠাৎ বলে উঠছে, এরা কি রক্তচোষা? এরা কি রাক্ষস?

ভীতিকর কোনো কোনো গল্পের কারণে শিশুর মনে সর্বদা এই সংশয় দানা বেঁধে থাকে, যেকোনো সময় তাকে অকারণে হত্যা করা হতে পারে। বিশেষকরে এমন সিরিয়াল কিলারদের হাতে সে যেকোনো মুহূর্তে মারা পড়তে পারে, যারা শুধু এ কারণে শিশুদের হত্যা করে যে, তারা নীলচোখা বা প্রখর মেধাবী। নিহতদের সাথে সামান্য কথাবার্তার সম্পর্ক ছাড়া তাদের এসব হত্যার পেছনে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকে না।

www.QuranerAlo.net

এই অনিষ্টতা ও অপকারিতা শুধু বহিরাগত উপন্যাসগুলোর মাঝে কিংবা কেবল সাম্প্রতিক লেখকদের লেখার মাঝেই সীমিত নয়; বরং প্রাচীনকাল থেকেই এমন কল্পকাহিনি প্রচলিত আছে। যেমন : ভূত-প্রেতের গল্প, দৈত্যের গল্প, শয়তানের গল্প ইত্যাদি। এগুলোও উপরে বর্ণিত অনিষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই গল্প, উপন্যাস ও ফিল্ম আমাদের মাঝে বীর-বাহাদুর সন্তান সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত শিশুরা কাপুরুষ, ভীত, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েই বেঁচে থাকার পথ খুঁজবে। একটি শিশু যখন তার পড়ালেখার মাঝেই এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে বেড়ে উঠবে, এগুলো তার মাঝে বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করবে।

আমাদের শিশুদের যখন তার মা এই বলে ভয় দেখাবে যে, এটা করো, ওটা করো, কথা না শুনলে কিন্তু ভূতে ধরবে, ওই যে কূপের পাশে ভূত আছে, তো এই শিশু কি কোনোদিন একাকী কূপ থেকে পানি উঠাতে যেতে সাহস করবে?

২. ভীতিকর ঘটনা, উপন্যাস ও ফিল্মগুলোতে অনেক সময় তাওহিদ তথা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদবিরোধী কথাও থাকে। যেমন : জনগণের মাঝে বহুলপ্রচলিত ড্রাকুলার গল্প। যেটি পশ্চিমা ফিল্মগুলোর প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে গেছে। এগুলোর মাঝে শরিয়ত-গর্হিত অনেক বাজে আকিদা ও ভ্রষ্ট চিন্তা-চেতনার বীজ রয়েছে। যেমন :

ক. রক্তচোষারা কখনও ধ্বংস হবে না, তারা মারা যাবে না।

খ. ড্রাকুলা মৃতকে কবর থেকে জীবিত করতে পারে।

গ. সাধারণত সেই গল্পগুলোতে এই ধ্যান-ধারণাও প্রচার করা হয় যে, ক্রুস ড্রাকুলার আক্রমণ ও অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারে, যার মাঝে ক্রুসের প্রতি অপরিসীম সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এমনকি আমাদের অনেক মুসলিম শিশুদের বাহুতে ক্রুস ঝুলানোর কথা শুনেছি, যারা ড্রাকুলার গল্প ও উপন্যাস পড়ে এবং এ ধরনের সিনেমা দেখে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের সন্তানসন্ততি ও সমস্ত মুসলিমকে এই ধরনের বিনোদনগত ফিতনা থেকে হিফাজত করেন। আমিন।

অলীক উপন্যাস

অলীক উপন্যাস বলতে যেসব উপন্যাসে এমন বিষয় উপস্থাপন করা হয়, যার সাথে সাধারণ পৃথিবীর কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন, 'আজব দেশে অ্যালিসের অভিযাত্রা' নামক উপন্যাস। এতে এমন একটি মেয়ের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে, যে অচিন কোনো গ্রহে ঘুরতে গেছে।

www.QuranerAlo.net

এগুলো নিয়ে এমন এমন উপন্যাস তৈরি করা হয়েছে, যাতে অলীক জগতের অলীক সব বিষয়কে চিত্রায়িত করা হয়েছে। যেমন : 'আংটিসমূহের রাজা' নামক উপন্যাস। এতে এমন কিছু মানুষের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা অন্য একজগতের বাসিন্দা এবং তারা বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক কাজের ক্ষমতা রাখে। এই জাতীয় আরেকটি উপন্যাসের নাম হলো *'হ্যারি পটার'*, যা সারাবিশ্বেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

অলীক গল্পগুলোতে আপনি দেখতে পাবেন যে, অধিকাংশ বইয়েই চাঁদের রাতে নেকড়ে বাঘে রূপান্তরিত মানুষ, ভ্যাম্পায়ার (রক্তচোষা) ও জম্বি (জীবন্ত লাশ) ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আরবে এমন কিছু লেখকও আত্মপ্রকাশ করেছে, যারা বিনোদন হিসেবে নিজেদের লেখায় এই ধরনের গল্প যুক্ত করেছে। যেমন : আহমাদ খালিদ তাওফিক। সে 'অলীক গল্প' নামে একটি সিরিয়াল রচনা করেছে। অনেকের মতে গত এক দশকে আরববিশ্বের যুবকদের মাঝে এই ধরনের গল্প খুব বেশি প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

এ ধরনের গল্প-উপন্যাসের চরিত্র বিভিন্ন রকমের হওয়ায় তার ভয় ও ভীতির ধরনও নানারকমের হয়ে থাকে। যেমন : জম্বির গল্প। জম্বি বলা হয়, জীবন্ত লাশকে। অর্থাৎ মারা যাওয়ার মৃত লাশ জীবন্ত হয়ে ওঠে। ইসলাম এটাকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না। কেননা, মৃত মানুষের প্রাণ এই পৃথিবীতে আর কখনও ফিরে আসতে পারে না।

ইসা আলাইহিস সালামের হাতে মৃত মানুষের জীবিত হয়ে ওঠার যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেটা ছিল তাঁর মুজিজা। এমনিভাবে উজাইর আলাইহিস সালাম বিলীন হয়ে যাওয়া এক জনপদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করাকালে উট জীবিত হওয়ার যে ঘটনা আছে, সেটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নবিদের বিশেষ মুজিজা ছিল। এ ধরনের দাবি না অন্য কারও জন্য করার বৈধতা আছে, আর না কোনো মানুষের জন্য এমন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সুযোগ আছে।

এমনিভাবে আনকা বা ফিনিক্স পাখির গল্প। এটি একটি রূপকথার পাখি। পৌরাণিক কাহিনিতে বলা আছে, সে মরে ছাইয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। মাবা যাওয়ার পর বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটলে সে আবার প্রাণ ফিরে পাবে।[৮০]

---

[৮০] পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে (যার কোনো শরয়ি বা ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই) পবিত্র অনল প্রভা থেকে ফিনিক্স পাখির সৃষ্টি। ফিনিসীয় পুরাণ, চাইনিজ পুরাণ, গ্রিক পুরাণ ও প্রাচীন মিসরীয়দের বর্ণনায়ও ফিনিক্স পাখির উল্লেখ পাওয়া গেছে। প্রাচীন গ্রিক পুরাণ অনুসারে ফিনিক্স হলো এক পবিত্র 'অগ্নিপাখি'। আর এটি এমনই একটি পবিত্র আগুনের পাখি, যার জীবনচক্র আবর্তিত হয় হাজার বছর ধরে। (উইকিপিডিয়া- ঈষৎ পরিমার্জিত)—সম্পাদক

www.QuranerAlo.net

এখানে অভিশপ্ত ফিরআউনের একটি গল্পও প্রচলিত আছে। বলা হয়ে থাকে, ফেরাউনের জাদুর এমন পাওয়ার রয়েছে যে, সে নিজের ওপর আসা অভিশাপ সমস্ত রাজার কবরে প্রেরণ করতে পারে। এমনকি যারা তাদের কবরগুলোকে নষ্ট করতে চায়, তাদের ওপরও এই মরণঅভিশাপ আক্রমণ করে থাকে।

এসব ভ্যাম্পায়ার, জম্বি ও নেকড়ে বাঘে রূপান্তরিত মানুষের গল্প-উপন্যাসে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে ক্রুসকে সম্মান করা। এসব বইয়ে এ বিশ্বাস চর্চা করা হয় যে, ক্রুশের মর্যাদা দান করলেই কেবল মানুষ এসব ভয়ংকর প্রাণী থেকে রক্ষা পেতে পারে। এসব গল্প-উপন্যাসে এ ধরনের আরও অনেক ইসলাম পরিপন্থি বিষয় পাওয়া যায়।

আরও কিছু গর্হিত বিষয়

ইতিপূর্বে উল্লিখিত গর্হিত বিষয়গুলো ছাড়াও উপন্যাসে আরও অনেক গর্হিত বিষয় রয়েছে। সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু এখানে তুলে ধরা হলো। যথা-

১. উপন্যাসগুলোতে এত বেশি মদ্যপানের কথা বর্ণনা করা হয় যে, কম্পেয়ার করলে পানি পান করার চেয়ে মদ পান করার মাত্রাই বেশি হবে।

২. প্রকাশ্যে ব্যভিচার ও নোংরামির দিকে আহ্বান করা হয়।

৩. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং উভয়ের মাঝখান থেকে অন্তরায় উৎখাত করার প্রচারণা চালানো হয়।

৪. বাস্তবতার বিবর্তন। অনেক ঘটনা এমন রয়েছে, যেগুলোতে অপরাধীর প্রতি করুণাভাব প্রদর্শন করা হয় এবং পরিশেষে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন কোনো ভালো মানুষকে সাহায্য করা হচ্ছে।

৫. অক্ষম, দুর্বল, বিকলাঙ্গ মানুষদের প্রতি উপহাস ও বিদ্রুপ করা হয়।

৬. জাদু ও জাদুকর সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যেমনটি হ্যারিপটারের ঘটনাগুলোতে করা হয়েছে। সেখানে এই চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, একজন সভ্য ছোট জাদুকর অসভ্য বড় জাদুকরের সাথে যুদ্ধ করে।

কিন্তু আমাদের শরিয়ত নির্দেশ দিয়েছে জাদুকরদের হত্যা করতে। সেখানে ভালো ও খারাপ জাদুকরের মাঝে ব্যবধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, যা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক জাদুকরই খারাপ। যদি আমরা আমাদের শিশুদেরকে শেখাই যে, (জাদুকর হওয়ায় শরয়ি দৃষ্টিতে) হ্যারিপটারের মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত, তাহলে লোকজন সবাই এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করবে।

www.QuranerAlo.net

এই ধরনের উপন্যাসগুলো আমাদের সমাজে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। আর এ কারণে 'হ্যারিপটার' উপন্যাসটির লেখিকা এতবেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে, যদি এই বই থেকে উপার্জিত অর্থগুলো প্রতিটি শব্দের ওপর ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে প্রতিটি শব্দের বিপরীতে আড়াই হাজার ডলার অর্থাৎ প্রায় দুই লাখ দশ হাজার টাকা করে আসে। এই শিরোনাম ও গল্প দিয়ে যে ছোট ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে, তার নায়ক লাভের অর্থগুলোর জন্য অসিয়ত করে গেছে। শুধু তার একার লভ্যাংশের ভাগেই এসেছিল দশ মিলিয়ন ডলার। যদিও সে পরে (বেশিদিন) বেঁচে থাকেনি।

৭. কোনো কোনো গল্প-উপন্যাসের দ্বারা কোনোরকম উপকারই হয়নি। যেমন, ওই সমস্ত ঘটনা, যেগুলোতে ডিজিটাল প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক মানুষকে দেখা যায়, তারা ডিজিটাল প্রযুক্তির অস্তিত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়। উদ্দেশ্য, এ প্রযুক্তিজগৎ যেন ধ্বংস না হয়ে যায়! অথচ এ জগৎ পুরোটাই তো অলীক কল্পনা, যার স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্বের কারণে কোনো কিছু যায় আসে না।

অনেক সময় পাঠকেরও ভুল হয়। যেমন, এই ধরনের উপন্যাস পড়তে গিয়ে সুদীর্ঘ সময় নষ্ট করা। অনেকে তো উপন্যাসের আকর্ষণের কারণে সালাত পর্যন্ত কাজা করে ফেলে।

বিপজ্জনক পদস্খলন

এই উপন্যাস ও গল্পগুলোর সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় হলো, লেখক ও পাঠকের মাঝে অলিখিত একটি ঐকমত্য সৃষ্টি হয়। এ ঐকমত্যের সারকথা হলো, 'লেখক যেন বলছে, আমাকে সুযোগ দাও আমি ধোঁকা দেবো, আর পাঠক (যেন) বলছে, আমাকে ছেড়ে দাও আমি ধোঁকা খাব।'

অর্থাৎ লেখক এ কথা খুব ভালোভাবে জানে যে, আমি যা লিখছি তা অবশ্যই ভুয়া। এমনিভাবে পাঠকও জানে যে, আমি যা কিছু পাঠ করছি তা নিশ্চিতভাবেই ভুল ও কাল্পনিক। কিন্তু লেখক ও পাঠক এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে, লেখক যা কিছু লিখবে, পাঠক তার সবটুকুকেই সত্যায়ন করবে।

এই ঐকমত্যের লাভ হলো, এই উপন্যাস থেকে সে লাভবান হতে পারবে। যেমন : কোনো গল্পের মাঝে পড়ছিল যে, অপরাধী কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য তার কাছে পৌঁছে যায়। লেখক এখানে আপনার ভেতর এই কামনা ও অনুভূতি জাগানোর চেষ্টা করবে যে, অপরাধী সেই লোকটিকে যেন হত্যা করতে না পারে। যদি এই অনুভূতি জাগ্রত না হয়, তাহলে পাঠকের লাভ হবে না, কারণ তার অনুভূতি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এরপরও পাঠকের সেই গল্প শেষ পর্যন্ত পাঠ করা মূলত এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া, লোকটির নিহত হওয়া উচিত না হলেও আমি তার হত্যাকে সমর্থন করলাম। এটা কি

www.QuranerAlo.net

ধোঁকা নয়? উপরন্তু সে জানে, এখানে কেউ হত্যাও করবে না, কেউ নিহতও হবে না। তারপরও মন থেকে হত্যা হওয়া বা না হওয়ার প্রত্যাশা করার হেতুটা কী? নিশ্চয় অলীক কল্পনা এবং সত্যের সাথে প্রবঞ্চনা।

এখানে পদস্খলনের প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। যেমন : যখন আপনি গল্পের নায়ককে দেখবেন, তার সাথে ক্রুস রয়েছে। এদিকে ভ্যাম্পায়াররা নায়কের ওপর আক্রমণ করার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আক্রমণ করে বসেছে। ঠিক এই সময় আপনার মাঝে একটি কল্পনা, একটি অনুভূতি এবং একটি আবেগ ও কাল্পনিক পরামর্শ কাজ করবে, যদি সে ক্রশের সাহায্য গ্রহণ করত তাহলে তাকে প্রতিরোধ করতে পারত!

তো এই কল্পনাটি ভয়ংকর ও বিপজ্জনক পদস্খলন। একজন মুসলিম কীভাবে ক্রুসকে সাহায্যকারী ভাবতে পারে; অথচ তা খ্রিষ্টানরা আবিষ্কার করেছে? একজন মুসলিম কীভাবে মানতে পারে যে, ক্রুশ ভ্যাম্পায়ারকে প্রতিরোধ করতে পারবে? উপরন্তু এই উপমায় কল্যাণ ও অনিষ্টতার মাঝে রয়েছে মহাযুদ্ধ, যেমনটি লেখক চিত্রায়ণ করেছে। আর এখানে বলা হয়েছে, কল্যাণ হলো ক্রুশ, যা বিশ্বাস করলে ইমান থাকবে না। আল্লাহ তাআলা এসব কুফরি থেকে আমাদের হিফাজত করুন।

সাধারণ মানুষ তো আছেই, বর্তমান যুগের তালিবুল ইলম ও দ্বীনের দাঈরা পর্যন্ত এই বিপজ্জনক পদস্খলনের শিকার। তারা এই উপন্যাসগুলোর ভুল বের করার জন্য এগুলো পাঠ করে। তবুও অনেক সময় দেখা যায়, কিছু লেখকের জাদুকরী ভাষা ও উপস্থাপনার কাছে সে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার হৃদয়ে ক্রুসধারী নায়ককে সাহায্য করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে; যদিও সেই নায়ক শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধী।

অতএব, হে মুসলিম ভাই, এই বিপজ্জনক পদস্খলন থেকে সতর্ক থাকুন!

www.QuranerAlo.net

পরিশিষ্ট

বিনোদন ভয়ংকর এক শিল্প, যা তার সীমারেখা ও মূলনীতি লঙ্ঘন করেছে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সকলেই এর ওপর হামলে পড়েছে। বর্তমানে তো থিয়েটার বিনোদন বহুরকম অবৈধ বিষয়ের বিস্তার ঘটিয়েছে।

মুসলিমদের এই সর্বনাশা তুফানের সামনে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে একে প্রতিহত করতে হবে। খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, তাদের সন্তানদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি; বরং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এক আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য এবং পৃথিবীকে কল্যাণে ভরিয়ে দেওয়ার জন্য।

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

এখানে আমি এমন কিছু নির্দেশনা উল্লেখ করব, বিনোদনের জন্য যদি আমাদের যুবক-যুবতীরা কোনো গল্প ও উপন্যাসের বই নির্বাচন করার সময় সেগুলোর প্রতি যত্নবান হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশেই কমে যাবে।

বই নির্বাচন করার সময়

প্রথম নির্দেশনা : বিজ্ঞ কোনো আলিমকে জিজ্ঞেস করা এবং এমন অভিজ্ঞ লোকদের জিজ্ঞেস করা, যারা উপন্যাসের গোপন তথ্য সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত এবং উপন্যাসের যাবতীয় প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার বিষয়গুলো তাদের নখদর্পণে রয়েছে।

দ্বিতীয় নির্দেশনা : এমন গল্প-উপন্যাস পড়া বন্ধ করে দেওয়া ও দূরে থাকা, যেগুলো আমাদের অবিচলতা ও স্থিতিশীলতাকে লক্ষ্য বানিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে, শরিয়তের

www.QuranerAlo.net

বিধান নিয়ে তিরস্কার করে এবং যেগুলো প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে। কেননা, আমাদের অন্তরসমূহ দুর্বল; অথচ এর বিপরীতে সংশয়গুলো প্রকট। অনেক সময় এমন প্রকট সংশয়গুলো পড়া হয়, কিন্তু সেগুলো প্রতিহত করা যায় না, যা ইমানের মাঝে ক্ষত সৃষ্টি করে।

তৃতীয় নির্দেশনা : কোনো প্রকার প্রচারণার পিছে না দৌড়ানো। প্রচারিত বিষয়টি আপনার লক্ষ্য হোক বা না হোক। খুব ভালোভাবে জানতে হবে, ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইটে প্রচারিত উপন্যাসগুলো নির্ভেজাল হয় না বললেই চলে। কেননা, মুসলিমবিদ্বেষী অসাধু চক্র সাধারণত উপন্যাসের ওপর ইমানবিধ্বংসী রং লাগানোর অপপ্রয়াস চালায় এবং সেগুলো ভার্চুয়াল জগতে প্রচার-প্রসার করতে থাকে।

চতুর্থ নির্দেশনা : ওই কিতাবগুলো অধ্যয়নের তালিকায় সর্বাগ্রে রাখা, যেগুলো আমাদের পূর্বসূরি আলিমরা রচনা করেছেন এবং যেসব গ্রন্থে উলামায়ে কিরাম ও নেককার মানুষদের জীবনচরিত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন : হাফিজুল হাদিস জাহাবি রহ. বিরচিত সিয়ারু আলামিন-নুবালা, তাজকিরাতুল হুফফাজ, ইমাম তাবারি রহ. রচিত তারিখুল উমাম ওয়ালা মুলুক, ইমাম ইবনে কাসির রহ. রচিত আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, এভাবে তারিখে ইবনে খালদুন ও তারিখুল জাবরাতি ইত্যাদি।

উপন্যাস পাঠ করার সময়

প্রথম নির্দেশনা : শরয়ি ইলমের মাধ্যমে নিজের আকিদার চারিদিকে নিরাপত্তাবলয় তৈরি করা।

দ্বিতীয় নির্দেশনা : উপন্যাসকে পরখ করার যোগ্যতা লাভ করা, উপন্যাস রচয়িতার বায়োডাটা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং আত্মসমর্পণকারী পাঠক না হওয়া; যদিও এই মানসিকতা আপনাকে উপন্যাস পাঠ থেকে উপকৃত করতে না পারে।

তৃতীয় নির্দেশনা : উপন্যাস পড়াকে এমন স্তরে রাখা যে, তার দ্বারা পড়ার যোগ্যতা তৈরি হবে। এরপর ইলমি, ঐতিহাসিক ও শরয়ি অন্যান্য বিষয়াদি অধ্যয়নের দিকে মনোনিবেশ করা। সব সময় মনে রাখতে হবে, এই উপন্যাসগুলো পড়া বা না-পড়া কোনোটিই আমার প্রকৃত লক্ষ্য নয়।

চতুর্থ নির্দেশনা : দ্বীনি ওয়াজিব ও জরুরি বিষয়গুলো উপেক্ষা করে উপন্যাসের প্রতি আসক্ত না হয়ে পড়া। অনেক মানুষ তো সারা রাত জেগে জেগে দীর্ঘ উপন্যাস পাঠ করে, যার কারণে ফজরের সালাত কাজা হয়ে যায় এবং নামাজের সময়ের প্রতি যত্নবান হতে পারে না।

সাধারণ উম্মাহর জন্য নির্দেশনা

www.QuranerAlo.net

প্রথম নির্দেশনা : অবশ্যই তাদের মাঝে এমন আলিম বা তালিবুল ইলম থাকতে হবে, যিনি উপন্যাসগুলো নিজে পড়ে সাধারণ লোকদের শুনাবেন। পড়তে গিয়ে যদি অসংলগ্ন কোনো বিষয় তার নজরে পড়ে, তাহলে সে বিষয়টি সম্পর্কে শ্রোতাদের অবহিত ও সতর্ক করবেন। প্রতিটি উপন্যাসের আশঙ্কাজনক বিষয়গুলো পৃথক পৃথকভাবে বুঝিয়ে দেবেন। বিশেষ করে একটি কথা খুব শক্তভাবে বলে দেবেন যে, বাজার থেকে কেউ যেন এ ধরনের উপন্যাস ক্রয় না করে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এতে যেন বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়।

দ্বিতীয় নির্দেশনা : দ্বীন বিকৃতকারী, বল্গাহীন স্বাধীনতার আহ্বায়ক ও সুযোগসন্ধানীদের—যারা চায়, উপন্যাস ও গল্পের ওপর কোনো বিধিনিষেধ না থাক—সরাসরি তাদের দলিল দিয়ে বা দ্বীনের উপকারিতার নামে উসকে দিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি করে মূল বিষয়গুলো অযত্নের দিকে ঠেলে না দেওয়া।

তৃতীয় নির্দেশনা : প্রতিটি দেশে, প্রতিটি শহরে শক্তিমান ইসলামি কলামিস্ট তৈরি করা, যারা ইসলামবিদ্বেষীদের দাবানল থেকে মুসলিম উম্মাহকে হিফাজত করবে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমালোচনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান করবে।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে ইসলামি কলামিস্টদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে লেখালেখি করার প্রতি উৎসাহিত করা যেতে পারে। যথা :

ক. এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দেওয়া।

খ. বিষয়ভিত্তিক গবেষণাবিভাগ ও সাহিত্যসেন্টার প্রতিষ্ঠা করা, যেখান থেকে ইসলামবিদ্বেষীদের হৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টিকারী শক্তিমান ইসলামি স্কলার ও কলামিস্ট তৈরি হবেন।

আমার হৃদয়ের আকুতি আমি এখানে তুলে ধরলাম। আল্লাহর কাছে দুআ করছি, যেন তিনি দয়া করে ক্ষমা করে মুসলিমদের ওপর অনুগ্রহ করেন, শত্রুর অনিষ্টতা থেকে তাদের হিফাজত করেন, আমাদের সন্তানসন্ততিদের প্রতিমাপূজারি, নাস্তিকতার প্রচারক, ধর্মদ্রোহিতার আহ্বায়ক ও কুফরির দালালদের লেখনী থেকে হিফাজত করেন। আমিন।

সমাপ্ত

www.QuranerAlo.net

আমার ভাবনা

www.QuranerAlo.net